প্রতীহারী। (প্রবেশ করিয়া)। দেব! উপস্থিত হইয়াছে।

রাম। ওরে! কে?।

প্রতাহারী। আপনার সন্নিহিত সেবক দুর্ম্মুখ।

রাম। (স্বগত) অন্তঃপুরচারী দুর্ম্মুখ; তাহাকে আমি পুরবাসীও দেশবাসীদিগের নিকট বিচরণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। (প্রকাশ্যে) আসুক।

প্রতীহারী চলিয়া গেল।

দুর্ম্মুখ (প্রবেশ করিয়া স্বগত)। হায়! সীতাদেবীর এইরূপ অভাবনীয় লোকাপবাদ কি প্রকারে রাজার নিকট বলিব?। অথবা মন্দভাগ্যের (আমার) উপরে আদেশই এই রূপ।

সীতা। (স্বপ্নে বলিতে লাগিলেন) হা আর্য্যপুত্র! আপনি কোথায়?।

রাম। ও! চিত্রদর্শনবশতঃ উদ্বেগকারিণী সেই বিরহচিন্তাই এই, সীতাদেবীর স্বপ্নেও ভয় জন্মাইতেছে। (স্নেহের সহিত সীতার অঙ্গে হস্তামর্শন করতঃ)

যে বস্তু সুখ ও দুঃখের অভিন্ন আশ্রয় এবং সকল অবস্থাতেই অনুকুল; যেখানে পরিশ্রান্ত হৃদয়ের বিশ্রাম হয়, যাহার প্রতি অনুরাগকে বার্দ্ধক্যও হরণ করিতে পারে না এবং কালে লজ্জার আবরণের অভাব হইলে, যাহা অনুরাগের পরিপক উৎকৃষ্ট অংশে অবস্থান করে; সেই সজ্জনের নিরবচ্ছিন্ন সেই মঙ্গলটী অতিকষ্টেই পাওয়া যায়॥ ৪০॥

দুর্ম্মুখ। (নিকটে যাইয়া) মহারাজের জয় হউক।

রাম। বল, যাহা জানিয়াছ।

দুর্ম্মুখ। পুরবাসিগণ, ও দেশবাসিগণ, মহারাজকে প্রশংসা করে যে, রাজা রামচন্দ্র আমাদের চিত্ত হইতে মহারাজ দশরথকে বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছেন।

রাম। এটা ত প্রশংসাবাদ; কিন্তু কোনও দোষ বল, যাহাতে তাহার প্রতিবিধান করা যায়।

দুর্ম্মুখ। (অশ্রুপাতের সহিত) মহারাজ শ্রবণ করুন। (কর্ণে এইরূপ এইরূপ বলিল)

রাম। অহহ! তীব্রবেগশালী এই বাক্য-বজ্র। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ আশ্বস্ত হউন।

রাম। (আশ্বস্ত হইয়া) হায়। হায়। সীতার পরগৃহবাসের যে দোষ, অদ্ভুত উপায়ে প্রশমিত করিয়াছিলাম; দৈবদুর্বিপাকবশতঃ পুনরায় তাহা, ক্ষিপ্ত কুক্কুরের বিষের ন্যায় সকল দিকে এই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ॥৪১॥

সুতরাং, মন্দভাগ্য আমি এ বিষয়ে কি করি?। (বিবেচনা করিয়া, শোকের সহিত) অথবা, আর কি করিব।

যে কোন কার্য্যের দ্বারা, লোকের সন্তোষ করা, সজ্জনের ব্রত; পিতৃদেব আমাকে এবং প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রত পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ বশিষ্ঠ, এখনই খবর দিয়া পাঠাইয়াছেন। আরও, সূর্য্যবংশীয় লোকশ্রেষ্ঠ রাজগণ, জগতে যে নির্ম্মল চরিত্র সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমার সম্বন্ধবশতঃ সেই চরিত্রে যদি দূষিত জনশ্রুতি হয়; হায়! তবে পাপিষ্ঠ আমাকে ধিক্ ॥ ৪৩ ॥

হা দেবি! যজ্ঞভূমিসমুৎপন্নে! হা জনকবংশানন্দকারিণি! নিজের জন্মগ্রহণরূপ অনুগ্রহ দ্বারা তুমি পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছ; অগ্নিদেব, বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতীদেবী তোমার চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন; একমাত্র রামই তোমার জীবন; মহারণ্যবাসের সময় তুমি আমার সহচারিণী ছিলে; তুমি পিতৃদেবের প্রীতিকারিণী ছিলে এবং অল্প অথচ প্রিয় বাক্য বলিতে। তুমি এইরূপছিলে, তথাপি তোমার এরূপ পরিণাম হইল কেন!।

তোমা দ্বারা ত্রিজগৎ পবিত্র ; কিন্তু তোমার বিষয়ে লোকপ্রবাদ অপবিত্র এবং জগতের লোক তোমা দ্বারা নাথবান্ ; কিন্তু তুমি অনাথা অবস্থায় বিপন্ন হইবে ॥ ৪৪ ॥

(দুর্ম্মুখের প্রতি) লক্ষ্মণকে বল,—তোমার এই নূতন রাজা রাম আদেশ করিতেছেন। (কর্ণে এইরূপ এইরূপ)

দুর্ম্মুখ। অগ্নিপরীক্ষায় যিনি বিশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন এবং যাঁহার গর্ভে পবিত্র রঘুকুলসন্তান স্পন্দিত হইতেছে, সেই সীতাদেবীর প্রতি মহারাজ এখন দুর্জনের বাক্যে এইরূপ অন্যায্য আচরণ আরম্ভ করিলেন কেন?।

রাম। থাম। পুরবাসিগণ এবং দেশবাসিগণ দুর্জন হইবে কেন। ইক্ষ্বাকুবংশ, প্রজাদের অভিমত, কিন্তু দৈববশতই নিন্দার কারণ হইয়াছে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধি প্রমাণের সময়ে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, জগতের কোন্ লোক সেই দূরের ঘটনা বিশ্বাস করিবে? ॥ ৪৫ ॥

অতএব যাও।

দুর্ম্মুখ। হা দেবি!। (এই বলিয়া চলিয়া গেল)

রাম। হায় কি কষ্ট। আমি অতিঘৃণিতকর্ম্মা নৃশংস হইয়াছি।

বাল্যকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ করিয়াছি এবং প্রণয়বশতঃ যিনি ভিন্ন স্থানে থাকেন নাই ; এখন কষাই যেমন গৃহপালিতপক্ষিনীকে মৃত্যুর হাতে দান করে, আমিও সেইরূপ সেই প্রিয়তমাকে ছলক্রমে মৃত্যুর হাতে দিতেছি ॥ ৪৬ ॥

অতএব অস্পৃশ্য পাতকী আমি কেন দেবীকে দূষিত করি। (ধীরে ধীরে সীতার মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহু আকর্ষণ করতঃ)

হে সরলে! আমি অপূর্বকর্ম্ম চণ্ডাল ; আমাকে পরিত্যাগ কর। তুমি চন্দনভ্রমে দুষ্পরিণাম বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে ॥ ৪৭ ॥

(উঠিয়া) হায়! জীবলোক এখন উল্‌টিয়া গেল ; আজ রামের

জীবনের প্রয়োজন শেষ হইল; জীর্ণারণ্যের ন্যায় জগৎ এখন শূন্য সংসার অসার এবং শরীর দুঃখবহুল। আমি রক্ষকশূন্য হইলাম; কি করি; উপায় কি; কোথায় যাই। অথবা বিধাতা, দুঃখভোগের জন্যই রামের দেহে চৈতন্য দিয়াছিলেন। আর মর্ম্মপীড়াদায়ক অথচ নিশ্চল প্রাণ, বজ্রশঙ্কুর ন্যায় আচরণ করিতেছে॥ ৪৮॥

হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবান্ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র! হা ভগবন্ অগ্নিদেব! হা দেবি পৃথিবি! হা পিতঃ জনক হা পিতঃ! (দশরথ!) হা মাতৃগণ! হা প্রিয়সুহৃদ মহারাজ সুগ্রীব! হা সৌম্যমূর্ত্তি হনূমন্! হা-মহোপকারী লঙ্কাধিপতি বিভীষণ! হা সখি ত্রিজটে! নিকৃষ্ট রাম কর্ত্তৃক তোমরা সকলেই দূষিত হইলে এবং অপমানিত হইলে। অথবা আমি ইহাদের আহ্বান করিতে কে?।

তাঁহারা সকলেই মহাত্মা; আর আমি কৃতঘ্নও দুরাত্মা। সুতরাং আমি তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিলে তাঁহারা যেন পাপস্পৃষ্ট হন, ইহা আমি মনেকরি॥৪৯॥

নির্দ্দয়প্রকৃতি যে আমি; বিশ্বাসবশতঃ বুকের উপর পড়িয়া নিদ্রিতা, গৃহের শোভাস্বরূপা এবং আতঙ্কে স্পন্দিতপরিণত গর্ভের ভারে ভারবতী প্রিয়তমা গৃহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় হিংস্রজন্তুদিগের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতেছি॥ ৫০॥

(সীতার চরণযুগল মস্তকে স্থাপন করিয়া) দেবি! দেবি! রামের মস্তকে তোমার চরণকমলস্পর্শ এই শেষ। (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)।

নেপথ্যে। ব্রাহ্মণদিগের অমঙ্গল, ব্রাহ্মণদিগের অমঙ্গল।

রাম। জান হে! এ ঘটনা কি।

পুনরায় নেপথ্যে। যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা ঋষিগণ, লবণনামক রাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়া, রক্ষক আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন॥৫১॥

রাম। আঃ! এখনও রাক্ষসের ভয়! তা, এই দুরাত্মা কুম্ভীনসীপুত্রের উচ্ছেদের নিমিত্ত শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করি। ( কতিপয় পদ গমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ) হা দেবি! এইরূপ তুমি কি করিয়া যাইবে। ভগবতি! পৃথিবি! প্রশংসনীয় কন্যা সীতার পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

যিনি, জনকবংশীয় ও রঘুবংশীয়দিগের গোত্রের সমস্ত মঙ্গলস্বরূপা এবং আপনি পবিত্র যজ্ঞস্থানে যে পবিত্রচরিত্রাকে জন্মাইয়াছিলেন ॥৫২॥

(এই বলিয়া চলিয়া গেলেন)

সীতা। হা সৌম্য! আর্য্যপুত্র! আপনি কোথায় আছেন?। ( হঠাৎ উঠিয়া ) হায়! হায়! দুঃস্বপ্নে উদ্বেগকর্তৃক প্রতারিত হইয়া আমি আর্য্যপুত্রকে ডাকিতেছি। হায়! হায়! একাকিনী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যপুত্র গিয়াছেন; তা, এখন ইহা করিলেন কেন? হউক, তাঁহার উপরে কোপ দেখাইব, যদি তাঁহাকে দেখিয়া নিজের উপরে প্রভুত্ব রাখিতে পারি। এখানে কোন পরিজন আছ?।

দুর্ম্মুখ। (প্রবেশ করিয়া) দেবি! কুমার লক্ষ্মণ জানাইতেছেন যে, রথ সজ্জিত হইয়াছে; আপনি আরোহণ করুন।

সীতা। এই আমি আরোহণ করিতেছি। (উঠিয়া কতিপয় পদক্ষেপ করিয়া) আমার গর্ভ যেন স্পন্দিত হইতেছে; তা ধীরে ধীরে যাই।

দুর্ম্মুখ। দেবী এই এই স্থান দিয়া আগমন করুন।

সীতা। তপস্বীদিগকে নমস্কার; রঘুকুলের দেবতাদিগকে নমস্কার, আর্য্যপুত্রের চরণকমলে নমস্কার এবং সকল গুরুজনকে নমস্কার।

(ইহার পর সকলে চলিয়া গেল)

চিত্রদর্শন নামে প্রথম অঙ্ক ॥০॥

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

নেপথ্যে। তাপসীর শুভাগমন ত ?

পথিকবেশে তাপসী ( প্রবেশ করিয়া )।ওহে! এই বনদেবতা ফল, পুষ্প ও পল্লবের অর্ঘ্য দ্বারা আমার পূজা করিতেছেন।

বনদেবতা। ( প্রবেশপূর্ব্বক অর্ঘ্য নিক্ষেপ করিয়া )

এই বন, আপনাদের ইচ্ছানুসারে ভোগ্য; ইহা আমার শুভ দিন; কারণ সজ্জনের সহিত সজ্জনের সংসর্গ, অনির্বচনীয় পুণ্যেই হইয়া থাকে। বৃক্ষের ছায়া, জল এবং তপস্যার পক্ষে যোগ্য ভোজ্য ফল বা মূল, সে সমস্তই এ বনে আপনাদের পরাধীন নহে ॥১॥

তাপসী। এ ক্ষেত্রে বলিব কি ?

সজ্জনের ব্যবহার, প্রায়শই প্রীতিকারক ; বাক্যের নিয়ম বিনয়বশতঃ মধুর ; বুদ্ধি স্বভাবতই মঙ্গলকারিণী ; পরিচয় অনিন্দিত এবং যাহাতে প্রথমে বা পরে অনুরাগ পরিবর্ত্তিত হয় না, এই সেই প্রতারণাবিহীন ও নির্ম্মল সাধুজনের চরিত্র ; সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥২॥

(ইহার পর উভয়ে উপবেশন করিলেন)

বনদেবতা। আপনাকে কি বলিয়া জানিব ?

তাপসী। আমি আত্রেয়ী।

বনদেবতা। আত্রেয়ি! আপনি কোথা হইতে এখানে আসিতেছেন এবং দণ্ডকারণ্যে প্রবেশের প্রয়োজনই বা কি ?

আত্রেয়ী। এই প্রদেশে অগস্ত্যপ্রভৃতি বহুতর উদ্গীথবিদ্ বাস করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বেদান্তবিদ্যা লাভ করিবার নিমিত্ত বাল্মীকির নিকট হইতে এখানে আসিতেছি ॥ ৩॥

বনদেবতা। যদি অন্য মুনিগণও, সেই প্রাচীন বেদাধ্যাপক বাল্মীকিমুনিকেই সম্পূর্ণ বেদবিদ্যা লাভের নিমিত্ত, উপাসনা করিয়া থাকেন, তবে আপনার এই দীর্ঘ প্রবাসের প্রয়াস কেন?

আত্রেয়ী। সেখানে অধ্যয়নের গুরুতর বিঘ্ন; এই জন্যই দীর্ঘ প্রবাস স্বীকার করিয়াছি।

বনদেবতা। কি রকম?

আত্রেয়ী। কোনও প্রধান দেবতা, সর্বপ্রকারেই আশ্চর্য্য এবং স্তন্য দুগ্ধ ত্যাগের মাত্র বয়সে বর্ত্তমান দুইটী বালককে সেই ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাহারা কেবল ঋষিদিগের নহে, কিন্তু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীরই অন্তঃকরণকে বাৎসল্যযুক্ত করিতেছে।

বনদেবতা। তাহাদের নাম জানা আছে কি?

আত্রেয়ী। সেই দেবতাই, তাহাদের কুশ ও লব এই নাম এবং প্রভাব বলিয়া গিয়াছেন।

বনদেবতা। প্রভাব কি রকম?।

আত্রেয়ী। মন্ত্রের সহিত জৃম্ভকাস্ত্র সকল, তাহাদের আজন্মসিদ্ধ।

বনদেবতা। ও! ইহা আশ্চর্য্য বটে।

আত্রেয়ী। ভগবান্ বাল্মীকি বাৎসল্যবশতঃ ধাত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিরক্ষিত করিয়াছেন এবং চূড়া হইয়া গেলে পর তাহাদিগকে বেদ ভিন্ন আর সকল বিদ্যা মনোযোগের সহিত শিক্ষা করাইয়াছেন; তাহার পর আবার গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে উপনয়ন দিয়া, তাহাদিগকে বেদশাস্ত্র পড়াইয়াছেন সুতরাং অতিতীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এই বালক দুইটীর সঙ্গে আমাদের একযোগে অধ্যয়ন সম্ভব হয় না। যে হেতু—

অধ্যাপক, বুদ্ধিমান্ ছাত্রকে যে ভাবে বিদ্যা দান করেন, নির্বোধ-

ছাত্রকেও সেই ভাবে বিদ্যা দান করিয়া থাকেন; কিন্তু জ্ঞানের বিষয়ে তিনি তাহাদের শক্তি জন্মানও না, কিম্বা নষ্টও করেন না; অথচ ফলের বেলায় তাহাদের অত্যন্ত বৈষম্য হইয়া পড়ে; তাহা যেমন, নির্ম্মল মণি প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়; কিন্তু মৃত্তিকাস্তূপও, তাহাতে সমর্থ হয় না [।৪।]

বনদেবতা। এই সেই অধ্যয়নের বিঘ্ন?।

আত্রেয়ী। আরও আছে।

বনদেবতা। আর কি?

আত্রেয়ী। তাহার পর, এক দিন দুই প্রহরের সময় সেই ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি, তমসানদীতে গিয়াছিলেন; সেখানে মিথুনভাবে সঞ্চারী দুইটী ক্রৌঞ্চপক্ষীর (কোঁচ বকের) মধ্যে পুংপক্ষীটাকে ব্যাধকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইতে দেখিলেন; তখন অতর্কিত ভাবে আবির্ভূত এবং অনুষ্টুপচ্ছন্দে পরিণত বাগ্‌দেবীকে উচ্চারণ করিলেন।

"হে চণ্ডাল! তুমি দীর্ঘকাল আশ্রয় পাইবে না। যেহেতু, ক্রৌঞ্চদ্বয় হইতে কামমোহিত একটীকে বধ করিয়াছ। ৫ ।

বনদেবতা। আশ্চর্য্য; বেদ ছাড়া এই নূতন ছন্দের আবির্ভাব।

আত্রেয়ী। সেই সময়, যাঁহার নিকট শব্দময় ব্রহ্ম স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ঋষি! তুমি বাঙ্ময়ব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে জানিয়াছ, অতএব রামের চরিত্র বর্ণনা কর; অব্যাহততেজ আর্য চক্ষু, তোমার প্রকাশিত হউক; তুমি আদি কবি হইলে," এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর ভগবান্ বাল্মীকি শব্দময় ব্রহ্মের সেইরূপ প্রথম বিকার স্বরূপ রামায়ণ নামক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

বনদেবতা। বেশ্! তা হইলে জগতের লোক পণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

আত্রেয়ী। সেই জন্য বলিয়াছি যে, সেখানে অধ্যয়নের গুরুতর বিঘ্ন

বনদেবতা। সঙ্গত বটে।

আত্রেয়ী। ভদ্রে! আমি বিশ্রাম করিয়াছি, এখন অগস্ত্যাশ্রমের পথ বলুন।

বনদেবতা। এখান হইতে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়া, এই গোদাবরীর তীর দিয়া যান।

আত্রেয়ী। (অশ্রুপাতের সহিত) ইহা কি তপোবন? এই কি পঞ্চবটী? ইহাই কি গোদাবরী নদী? এই পর্বতই কি প্রস্রবণ? এবং আপনিই কি জনস্থানবাসিনী বনদেবতা বাসন্তী?।

বাসন্তী। এ সমস্তই সত্য।

আত্রেয়ী। বৎসে! জানকি!

যাঁহারা, প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত কথার বিষয় ছিলেন, ইঁহারা তোমার সেই প্রিয় বন্ধুগণ; ইঁহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া, তুমি নামমাত্রাবশিষ্ট হইলেও, তোমাকে যেন আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্টিগোচর করিতেছেন॥ ৬॥

বাসন্তী। (ভয়ের সহিত স্বগত) 'নামমাত্রাবশিষ্ট' ইহা বলিলেন কেন?। (প্রকাশ্যে) সীতাদেবীর কি বিপদ হইয়াছে?।

আত্রেয়ী। কেবল বিপদ নহে; তাহা অপবাদের সহিতও বটে

বাসন্তী। কেমন ধারা?।

আত্রেয়ী। (কর্ণে, এই রূপ এই রূপ)

বাসন্তী। হায়! হায়! দারুণ দৈবনির্ঘাত। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)।

আত্রেয়ী। ভদ্রে! আশ্বস্ত হউন আশ্বস্ত হউন।

বাসন্তী। হা প্রিয়সখি! হা মহাভাগে! তোমার জীবনের শেষভাগ এইরূপ হইল!। রামভদ্র! রামভদ্র!। অথবা তোমাকে দিয়া প্রয়োজন নাই। আর্য্যে! আত্রেয়ি! লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া সেই বন হইতে ফিরিয়া গেলে পর সীতাদেবীর কি হইল, এই বিষয়ে কোন বৃত্তান্ত জানা আছে কি?।

আত্রেয়ী। না না।

বাসন্তী। হায় কি কষ্ট! প্রাচীন রাণীরা জীবিত থাকিতে এবং আর্য্যা অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠকর্তৃক আশ্রিত রঘুকুলের গৃহে এ ঘটনা কি করিয়া ঘটিল?

আত্রেয়ী। গুরুজনেরা তখন ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে ছিলেন। সেই দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং ঋষ্যশৃঙ্গ সন্তুষ্ট করিয়া গুরুজনগণকে বিদায় দিয়াছেন; তাহার পরে ভগবতী অরুন্ধতী বলিলেন "আমি সীতাবিহীন অযোধ্যাতে যাইব না।" রামের মাতৃগণ ও তাহাই অনুমোদন করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে ভগবান্ বশিষ্ঠের নির্দোষ বাক্য, যথা-" আমারা বাল্মীকির তপোবনে যাইয়া বাস করি।"

বাসন্তী। সে রাজা এখন কি আরম্ভ করিয়াছেন?।

আত্রেয়ী। সে রাজা, অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন।

বাসন্তী। হায়! হায়! আবার বিবাহও করিয়াছেন।

আত্রেয়ী। ঐ পাপ প্রস্তাব করিবেন না।

বাসন্তী। তবে যজ্ঞে সহধর্ম্মিণী কে?।

আত্রেয়ী। সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

বাসন্তী। আশ্চার্য্য বটে।

লোক শ্রেষ্ঠদিগের চিত্ত, বজ্র হইতেও কঠিন, (আবার) পুষ্প হইতে ও কোমল, সুতরাং সেই চিত্ত, কে বুঝিতে পারে? ॥ ৭ ॥

আত্রেয়ী। মহর্ষিবামদেবকর্তৃক অভিমন্ত্রিত ছেদনীয় অশ্ব, ছাড়িয়া ও দেওয়া হইয়াছে; শাস্ত্রানুসারে তাহার রক্ষকও নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতুকে সেই অশ্বরক্ষকদিগের নেতা করিয়া, দিব্য অস্ত্রসমূহ দিয়া, চতুরঙ্গ সৈন্যসমন্বিত অবহীয় পিছনে পাঠাইয়াছেন।

বাসন্তী। (স্নেহ, কৌতুক ও অশ্রুপাতের সহিত) কুমার লক্ষ্মণের ও আবার পুত্র! হায়! মা বাঁচিলাম।

আত্রেয়ী। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ, রাজদ্বারে নিজের মৃত পুত্র রাখিয়া, বক্ষে আঘাতের সহিত অব্রহ্মণ্য (ব্রাহ্মণের অমঙ্গল) ঘোষণা করিলেন। তাহার পর, ' রাজার দোষ ভিন্ন, প্রজাদের মধ্যে অকালমৃত্যু হয় না, এইরূপে দয়াময় রামভদ্র, নিজের দোষ নিরূপণ করিতে লাগিলে হঠাৎই দৈব বাণী উত্থিত হইল।

" শম্বুকনামক কোনশূদ্র, পৃথিবীতে তপস্যা করিতেছে; হে রাম! তাহার শিরশ্ছেদ করা তোমার উচিত; অতএব তাহাকে হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণবালককে বাঁচাও ॥ ৮ ॥

ইহা শুনিয়াই ভূপতি রাম খড়্গহস্তে পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া, সেই শূদ্র তপস্বীর অন্বেষণের নিমিত্ত, সমস্ত দিক্ ও বিদিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বাসন্তী। যজ্ঞের ধূমমাত্র পানকারী শম্বুকনামক শূদ্র, এই জনস্থানেই তপস্যা করিতেছে। তা, আবার ও কি রামভদ্র এই বনকে অলঙ্কৃত করিবেন ?।

আত্রেয়ী। ভদ্রে! এখন যাই!

বাসন্তী। ইহাই হউক। এই দিনটা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাই দেখ।

যাহাতে পাখীর বাসা আছে, এইরূপ বহুতর বৃক্ষ, তীরে রহিয়াছে কপোত ও কুক্কুটপক্ষিসমূহ আতপতাপে সন্তপ্ত হইয়া, তাহাতে বসিয়া রব করিতেছে; আর কতকগুলি পক্ষী ছায়াতে থাকিয়া, চঞ্চুর আঘাত করিয়া, মুখ দ্বারা বৃক্ষের বল্কল হইতে কীট আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতেছে; এদিকে কণ্ডূয়নশালী হস্তিগণ গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করায় বৃক্ষের কম্পন বশতঃ আতপে শিথিলবৃন্ত পুষ্পসমূহ পতিত হইতেছে; ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, ঐ বৃক্ষসকল ঐ পুষ্পসমূহ দ্বারা গোদাবরী নদীর পূজা করিতেছে ॥ ৯ ॥

( ইহার পর আত্রেয়ী ও বাসন্তী কতিপয় পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন )

বিষ্কম্ভক ॥

---

তদনন্তর দয়ার সহিত খড়্গ উত্তোলন করিয়া, রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। রে দক্ষিণহস্ত! তুমি মৃত ব্রাহ্মণশিশুর জীবনের জন্য, শূদ্র তপস্বীর প্রতি তরবারির আঘাত কর। তুমি রামের অঙ্গ হইয়াছ; সেই জন্যই দুর্বহ গর্ভের ভারে ক্লান্ত সীতার নির্বাসনে সমর্থ হইয়াছ; সুতরাং তোমার দয়া কোথায়? ॥ ১০ ॥

( তদনন্তর কোন প্রকারে প্রহার করিয়া ) রামের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছ; এখন সেই ব্রাহ্মণবালক বাঁচিবে কি?।

কোন দিব্যপুরুষ ( প্রবেশ করিয়া ) রাজার জয় হউক।

আপনি যম হইতেও অভয় দিয়া থাকেন; আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিলে, এই শিশু জীবিত হইয়াছে, আমারও এই সম্পদ হইয়াছে। এই শম্বূক, মস্তক দ্বারা আপনার চরণে নমস্কার করিতেছে। সজ্জনের সংসর্গ হইতে উৎপন্ন মৃত্যুও উদ্ধার করে। ॥ ১১ ॥

রাম। তুই আমার প্রিয়; অতএব ভয়ঙ্কর তপস্যার পরিণাম অনুভব কর।

যেখানে ব্রহ্মানন্দ এবং নানাবিধ ভোগ আছে, আর যেখানে পবিত্র সম্পদ রহিয়াছে; আলোকময় বৈরাজ নামে সেই লোক, তোমার চিরস্থায়ী হউক ॥ ১২ ॥

শম্বূক। আমার এই প্রভাব, আপনার চরণের অনুগ্রহেই হইয়াছে; সুতারাং এবিষয়ে তপস্যা কি করিয়াছে?। অথবা তপস্যা গুরুতর উপকার করিয়াছে।

আপনি প্রাণিগণের অধিপতি রক্ষকশ্রেষ্ঠ ; সুতরাং সকলের অন্বেষণের যোগ্য হইয়াও, শূদ্র আমাকে অন্বেষণ করতঃ শতযোজন

অতিক্রম করিয়া যে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন; ইহা আমার তপস্যারই অনুগ্রহ। তাহা যদি না হইত, তবে অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে আপনার আগমন হইবে কি জন্য ? ॥ ১৩ ॥

রাম। এই কি দণ্ডকারণ্য ?। ( সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ) ও ! সেই দণ্ডকারণ্যের অংশগুলিইত এই দেখিতেছি, কোনদিকে স্থানগুলি স্নিগ্ধ ও শ্যামবর্ণ অপরদিকে ভয়ঙ্কর বিস্তীর্ণতাবশতঃ রুক্ষ; স্থানে স্থানে পার্বত্য প্রস্রবণের 'ঝাং ঝাং' শব্দে দিকসকল মুখরিত; কোন কোন স্থান মুনিসেবিত [জল, মুনিগণের আশ্রম, পর্ব্বত, নদী, গর্ত্ত ও মহারণ্যমিশ্রিত এবং ইহার ভূভাগ আমার পূর্বপরিচিত ॥ ১৪ ॥

শম্বুক। ইহা দণ্ডকারণ্যই। আপনি এই বনে থাকিয়া, ভয়ঙ্কর কার্য্যকারী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরা এই তিন জনকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

যাহাতে, এই সিদ্ধক্ষেত্র জনস্থানে আমাদের মত ভীরু দেশবাসিদিগেরও অকুতোভয়ে বিচরণ হইতেছে।

রাম। ইহা কেবল দণ্ডকারণ্য নহে, জনস্থান ও ?।

শম্বুক। হাঁ; সকল প্রাণীরই লোমহর্ষণ জনস্থান প্রান্তবর্ত্তী এই দীর্ঘবন শ্রেণী, দক্ষিণদিকে গিয়াছে; ইহার ভিতরের পর্ব্বতগুহাগুলি, উন্মত্ত অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব হিংস্রজন্তুগণে পরিপূর্ণ।

ইহার কোন দিকের স্থানগুলি, নীরব ও নিস্পন্দ; কোন দিকে জন্তুগণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে; কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে নিদ্রিত বিশাল-দেহ সর্পগণের নিশ্বাসে অগ্নি জ্বলিতেছে এবং প্রান্তভাগের বিদীর্ণ ভূগর্ত্তের ভিতরে অল্প জল রহিয়াছে; যে প্রান্তভাগে তৃষ্ণার্ত্ত কৃকলাসগণ, বৃহৎ-সর্পের ঘর্ম্মজল পান করিতেছে ॥ ১৬ ॥

রাম। যেখানে পূর্ব্বে খরের ( রাক্ষসের ) বাড়ী ছিল, সেই স্থানজন দেখিতেছি এবং পূর্ব্বের বৃত্তান্তগুলিকে যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভবও করিতেছি ॥ ১৭ ॥

(সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বনগুলি, সর্ব্বপ্রকারেই সীতার প্রিয় ছিল; এই সেই সকল মহাবন; ইহার পর কি ভয়ঙ্কর হইতে পারে?।

(অশ্রুপাতের সহিত) মধুগন্ধসমন্বিত বনে আপনার সহিত বাস করিব; হায় এই কথা বলিয়া সীতা আনন্দ অনুভব করিতেন; তাঁহার সেই স্নেহ সেইরকমই ছিল বটে॥ ১৮॥

কিছু না করিয়াও, সুখদ্বারাই দুঃখ নাশ করে; কারণ যে যাহার প্রিয় জন, সে তাহার নিকট কোন অনির্বচনীয় দ্রব্য॥১৯॥

শম্বূক। এই দুর্দৃশ্য দর্শনের প্রয়োজন নাই; মহাত্মা এই মনোহর অথচ গম্ভীর (অসীম) মধ্যবর্ত্তী বনগুলিকে দর্শন করুন; মত্ত ও অব্যক্ত-শব্দকারী ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলকান্তিসমন্বিত প্রান্তভাগদ্বারা এই বনগুলি পরিবেষ্টিত এবং ঘনসন্নিবিষ্ট ও নীলবর্ণ প্রচুরছায়াশালী বৃক্ষ-সমূহে পরিশোভিত এবং এই বনসমূহের মধ্যে নানাবিধ জন্তুসমূহ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে।

এই বনের ভিতরে বহুতর নদী প্রবাহিত হইতেছে; মদমত্ত পক্ষিগণকর্তৃ্ক অধিষ্ঠিত বেতস লতার পুষ্পে ঐ নদীগুলির শীতল ও নির্ম্মল জল সুগন্ধি হইতেছে এবং ফলসমূহের পক্কতাবশতঃ শ্যামবর্ণ জম্বু (জাম) বনে প্রতিহত হইয়া ঐ নদীগুলির বহুতর স্রোত, শব্দিত হইতেছে॥২০॥

আর এই বনে গুহাস্থিত যুবক ভল্লুকগণের থূৎকারের শব্দ, প্রতি-ধ্বনিতে বৃহৎ হইয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং শল্লকীলতার গ্রন্থিদেশ, হস্তিকর্ত্তৃক ভগ্ন হওয়ায় শীতল, কটু এবং ঘ্রাণের তৃপ্তিকর নির্য্যাসের গন্ধ বৃদ্ধি পাইতেছে॥২১॥

রাম। (অশ্রুনিরোধের সহিত) ভদ্র! তোমার পথ মঙ্গলময় হউক এবং পবিত্র লোকে যাইবার জন্য তুমি দেববিমান লাভ কর।

শম্বূক। প্রাচীন বেদবক্তা অগস্ত্যমুনিকে অভিবাদন করিয়া সনাতন

ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করি। (এই বলিয়া চলিয়া গেল)

রাম। এই সেই বনকেই পুনরায় আজ দেখিলাম; আমরা পূর্ব্বে যে বনে দীর্ঘকাল বাস করতঃ, স্ব স্ব ধর্ম্মে রত থাকিয়া, বানপ্রস্থাবলম্বী, গৃহস্থ এবং সাংসারিক সমস্ত সুখে রসাভিজ্ঞ ছিলাম ॥২২॥

আরও, শব্দায়মান-ময়ূর-সমন্বিত সেই সকল পর্বতই এই; মত্ত-হরিণ-যুক্ত সেই বনভূমিই এই এবং মনোহর অশোকবৃক্ষ ও বহুতর লতাযুক্ত এবং ঘন ও নীলবর্ণ বেতসলতাসমন্বিত সেই সকল নদীতীরই এই ॥২৩॥

মেঘমালার ন্যায় এই যাহাকে দূর হইতেও পর্বত বলিয়া বুঝা যাইতেছে; এই সেই প্রস্রবণপর্বত যাহাতে গোদাবরী নদী রহিয়াছে ॥২৪॥

ইহারই বৃহৎ শৃঙ্গে পক্ষিরাজ জটায়ুর বাস ছিল; তাহার নীচে আমরাও সেই সকল পর্ণশালায় অবস্থিত ছিলাম; যেখানে ফলের ভারে গোদাবরীর জলপর্য্যন্ত অবনত শ্যামবর্ণ বৃক্ষসমূহের শোভা প্রকাশ পাইত এবং যেখানে মনোহর বনপ্রান্তে পক্ষিগণ শব্দ করিত; তাহাতে ঐ বনপ্রান্তই যেন ভিতরে শব্দ করিত বলিয়া বোধ হইত ॥২৫॥

ও! তা এইখানেই সেই পঞ্চবটী; যে পঞ্চবটীতে দীর্ঘকাল বাস করায় বিশ্বাসবশতঃ নানাবিধ অতিরিক্ত ঘটনার সাক্ষীস্থানগুলি রহিয়াছে এবং প্রিয়তমা সীতার প্রিয়সখী বাসন্তী নামে বনদেবতা বাস করেন তা, রামের আজ এ কি উপস্থিত হইল?। এখন—

বহুকাল যাবৎ অধীরতাজনক তীব্র বিষদ্রব যেন বিসৃত হইয়া পড়িতেছে; শল্যের (পেরেকের) খণ্ড যেন অনির্বচনীয় বেগে হৃদয়ের ভিতরে নিবেশিত হইতেছে; হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে বদ্ধমূল ব্রণ যেন বিদীর্ণ হইতেছে এবং শোক প্রগাঢ় হইয়া, আমাকে বিকল করিয়া তুলিতেছে এবং মূর্চ্ছিত ও বাহ্যের উপক্রম করিতেছে ॥২৬॥

তথাপি, পূর্ব্ববন্ধু স্থানগুলিকে দেখি। (দেখিয়া) ওহে! স্থানের অবস্থার বৈষম্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাই দেখাইতেছি—

( পূর্বে যেখানে স্রোত ছিল; এখন সেখানে নদীর চরা হইয়াছে; বৃক্ষসমূহের ঘনভাব ও বিরলভাব বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়াছে (পূর্বে গাছগুলি যেখানে ঘন ঘন ছিল এখন সেখানে ফাঁক ফাঁক হইয়াছে এবং যেখানে ফাঁক ফাঁক ছিল, সেখানে ঘন ঘন হইয়াছে); সুতরাং বহুকালের পর দৃষ্ট এই বনটি যেন অন্য বন বলিয়া মনে করিতেছি; তবে পর্বতগুলির অবস্থানই এই সেই বন এইরূপ ধারণাকে দৃঢ় করিতেছে ॥২৭॥

হায়! পরিত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেও, পঞ্চবটীর স্নেহই যেন আমাকে এইখানে আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে। (শোকের সহিত)

নিজ গৃহের ন্যায় যে পঞ্চবটীতে আমি সীতার সহিত সেই সকল দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম এবং যে পঞ্চবটীর বিস্তৃত কথা নিয়াই সর্বদা আমরা অযোধ্যায় রহিয়াছি; আজ পাপাত্মা রাম প্রিয়তমা সীতাকে নষ্ট করিয়া, একাকী এখন সেই পঞ্চবটীকে কি করিয়া দেখে এবং কি করিয়াই বা আদর না করিয়া যায়? ॥ ২৮ ॥

শম্বুক। (প্রবেশ করিয়া)। মহারাজ জয় হউক। মহারাজ ভগবান্ অগস্ত্য, আমার নিকট আপনার সন্নিধান শ্রবণ করিয়া, আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, স্নেহশালিনী লোপামুদ্রা (অগস্ত্যের স্ত্রী) বিমান হইতে অবতরণ করিবার মাঙ্গলিক দ্রব্য আয়োজন করিয়া, তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং সকল মহর্ষিরাও প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব আইস, আমাদিগকে সমাদৃত কর, তাহার পর বেগবান্ পুষ্পকে স্বদেশে যাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হইবে।

রাম। ভগবান্ (অগস্ত্য) যাহা আদেশ করিয়াছেন (তাহাই করি।

শম্বুক। তাহা হইলে এই দিকে পুষ্পক সঞ্চালিত করুন।

রাম। মাহাত্ম্যশালিনি! পঞ্চবটি! গুরুজনের অনুরোধে রামের এই অতিক্রম ক্ষমা করুন।

শম্বুক। মহারাজ! দেখুন দেখুন।

এই ক্রৌঞ্চাবত নামে পর্বত দেখা যাইতেছে ; ইহার কুঞ্জরূপ ক্ষুদ্র গৃহে অব্যক্তশব্দকারী পেচকগণের 'ঘুং ঘুং' শব্দ সমন্বিত বংশস্তম্বের উক্ত শব্দে কাকগণ নীরব হইয়া রহিয়াছে ,এবং এই পর্বতে ইতস্তত ভ্রমণকারী ময়ূরগণের শব্দে ভীত হইয়া, ক্রূর সর্পগণ, পুরাতন চন্দন বৃক্ষের স্কন্ধদেশে ( দোঠালা জায়গায় ) উঠিতেছে। ২৯ ॥

আরও, এই দক্ষিণ দিকের সেই সকল পর্ব্বত দেখা যাইতেছে ইহার গুহাতে গোদাবরী নদীর জল গদ্‌গদরূপ শব্দ করিতেছে এবং এই পর্বতগুলির উপরিভাগ মেঘে আবৃত থাকায় শৃঙ্গগুলি নীলবর্ণ দেখা যাইতেছে। আর এইসেই সকল অগাধজল ও পবিত্র নদীসঙ্গম দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; ইহার বিশাল তরঙ্গসমূহ, পরস্পর প্রতিঘাতে উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিতে থাকায় তাহার কোলাহলে ; এই সঙ্গমগুলি ভয়ঙ্কর দেখা যাইতেছে ॥ ৩০ ॥

( ইহার পর সকলে চলিয়া গেল )

পঞ্চবটীপ্রবেশনামক দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ ০ ॥

—০—

## তৃতীয় অঙ্ক।

তদনন্তর তমসা ও মুরলানামক নদীদ্বয়ের প্রবেশ।

তমসা। সখি! মুরলে! তুমি ব্যস্তের ন্যায় হইয়াছ কেন?।

মুরলা। ভগবতি! তমসে! নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরীকে বলিবার জন্য ভগবান্ অগস্ত্যের পত্নীলোপামুদ্রাকর্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছি। জানই ত যে, ভার্য্যা পরিত্যাগের পর হইতে—

গাম্ভীর্য্যবশতঃ রামের শোক, পুটপাকের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে না বটে; কিন্তু ভিতরে তাহার প্রগাঢ় বেদনা গুপ্তভাবে চলিতেছে॥ ১॥

সেই রূপ প্রিয়জনের দুঃখোপস্থিতি হইতে উৎপন্ন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং সুদীর্ঘ সেই নিরবচ্ছিন্ন শোকে, সম্প্রতি রামভদ্র অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় যেন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে; পঞ্চবটীবনে বধূর সহিত অবস্থানকালে বিশ্বাসবশতঃ যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সাক্ষী স্থানগুলিকে রামভদ্র অবশ্যই দেখিবেন স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি হইলেও সেই সকল স্থানে রামভদ্রের এই রূপ অবস্থায় অসীম শোকের ক্ষোভে ও আবেগে পদে পদে গুরুতর বিপদের আশঙ্কা করিতে হয়। অতএব ভগবতি! গোদাবরি! তুমি সেখানে সাবধান হইবে।

জলবিন্দুর চূর্ণ বহন করায় শীতল, পদ্ম কেশরের সৌরভবাহী এবং মন্দ মন্দ প্রেরিত তরঙ্গ-বায়ু দ্বারা প্রত্যেক মূর্চ্ছাতে রামভদ্রের চৈতন্য সম্পাদন করিবে॥ ২॥

তমসা। স্নেহের উদারতাবশতঃ আনুকূল্য করা উচিতই বটে; কিন্তু আজ রামভদ্রের চৈতন্য সম্পাদন করিবার মূল উপায়ই নিকটে আছে।

মুরলা। কি রকম?

তমসা। শোন, পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে বাল্মীকির তপোবনের নিকটে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, সীতাদেবীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়; তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখের আবেগে আপনাকে গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করেন এবং তখনই সেই স্থানে দুইটী বালক প্রসব করেন; সেই সময়ে ভগবতী পৃথিবী ও গঙ্গা, (বালক দুইটীর সহিত) সীতাকে ধরিয়া পাতালে নিয়া যান; স্তন্য দুগ্ধ পরিত্যাগের পর তাঁহার সেই বালক দুইটীকে স্বয়ং গঙ্গাদেবী, মহর্ষি বাল্মীকির নিকটে সমর্পণ করিয়া যান।

মুরলা। (বিস্ময়ের সহিত) এই রূপ লোকের বিপদও, মহা অদ্ভুত রূপে উৎপন্ন হয়, যে বিপদে এই রূপ লোক, সাহায্যকারিতা প্রাপ্ত হন॥ ৩॥

তমসা। কিন্তু এখন এই শম্বূকের ঘটনায় জনস্থানে রামভদ্রের আগমনের সম্ভাবনা করি; ইহা সরযূনদীর মুখে শুনিয়া ভগবতী গঙ্গাদেবী, স্নেহবশতঃ ভগবতী লোপামুদ্রা যাঁহা আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহাই আশঙ্কা করিয়া, সীতার সহিত, গৃহাচারচ্ছলে গোদাবরীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

মুরলা। ভগবতী গঙ্গাদেবী ভাল বিবেচনা করিয়াছেন; কারণ, রামচন্দ্র রাজধানীতে থাকিবার সময় জগতের উন্নতিকর সেই সেই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া তাঁহার মনের ক্ষোভ অবরুদ্ধ থাকে; কিন্তু কার্য্যান্তরে অব্যাপৃত অবস্থায় কেবল শোকসহায়ে উঁহার পঞ্চবটীবনে প্রবেশ, গুরুতর বিপদের কারণ।

তবে এখন সীতাদেবী রামভদ্রকে আশ্বস্ত করিবেন কি প্রকারে?।

তমসা। ভগবতী গঙ্গাদেবী ত বলিয়াছেনই যে, হে যজ্ঞভূমিসমুৎপন্নে! সীতে! আজ আয়ুষ্মান্ কুশ ও লবের জন্ম হইতে দ্বাদশ বৎসরের মাঙ্গলিক সংখ্যাগ্রন্থি বাঁধা হইতেছে; অতএব তুমি নিজহস্তসঞ্চিত পুষ্পদ্বারা, নিজের প্রাচীন শ্বশুর, বৈবস্বত মনুর সন্তান এই সকল রাজর্ষিবংশের উৎপাদয়িতা এবং পাপনাশক সূর্য্যদেবকে পূজা কর; কিন্তু তুমি ভূতলের উপরে থাকিলেও তোমাকে আমার প্রভাবে বনদেবতারাও দেখিতে পাইবেন না, মানুষের কথা আর কি বলিব; আর আমাকেও আদেশ করিয়াছেন যে, তমসে! বৎসা বধূ সীতা, তোমার প্রতি বিশেষ সৌহার্দ্দশালিনী; সুতরাং তুমিই উঁহার সহচারিণী হও। সেই আমি এখন, তাঁহার আদেশমত কার্য্য করি।

মুরলা। আমিও, এই বৃত্তান্ত ভগবতী লোপামুদ্রাকে যাইয়া জানাই। রামভদ্রও, আসিতেছেন বলিয়াই আমি মনে করি।

তমসা। এই সেই সীতাদেবী, গোদাবরীহ্রদ হইতে নির্গত হইয়া, অত্যন্তশুভ্রবর্ণ অথচ দুর্ব্বল কপোলযুগল দ্বারা মনোহর এবং চঞ্চল কবরীযুক্ত মুখমণ্ডল ধারণ করতঃ শোকের মূর্ত্তি অথবা মূর্ত্তিমতী বিরহবেদনার ন্যায় বনে আসিতেছেন॥ ৪॥

মুরলা। ইনিই সেই সীতাদেবী।

শরৎকালোৎপন্ন গ্রীষ্ম যেমন কেতকীপুষ্পের ভিতরের পত্রকে মলিন করে; সেই রূপ হৃদয়-পুষ্পের শোষণকারী, দারুণ ও দীর্ঘকালব্যাপী শোক, শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন ও মনোহর পল্লবের ন্যায় অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ এবং ক্ষীণ ইঁহার দেহখানিকে মলিন করিয়াছে॥ ৫॥

(ইহার পর উভয়ে কতিপয় পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল)

## বিষ্কম্ভক।

## তৃতীয় অঙ্ক।

---

নেপথ্যে। প্রমাদ প্রমাদ।

তদনন্তর পুষ্পচয়নে ব্যগ্রহস্ত এবং শোক ও ঔৎসুক্যের সহিত শুনিতে শুনিতে সীতাদেবীর প্রবেশ।

সীতা। ওহে! আমি বুঝিতেছি,-আমার প্রিয়সখী বাসন্তী ইহা বলিতেছে।

পুনরায় নেপথ্য। পূর্বে সম্মুখে থাকিয়া পল্লব গ্রহণ করিবার জন্য চঞ্চল, যে হস্তিশাবকটী, সীতাদেবীর স্বহস্ত-সঞ্চিত শল্লকীলতার পল্লবাগ্র দ্বারা পোষিত হইয়াছিল।—

সীতা। তাহার কি?।

এই সেই হস্তিশাবক, নিজ বধূর সহিত জলে বিহার করিতেছিল, এমন সময় মদমত্ত অন্য কোন প্রকাণ্ড হস্তী, বেগে আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে॥ ৬॥

সীতা। (ব্যস্ততার সহিত কতিপয় পদ গমন করিয়া) আর্য্যপুত্র! আমার সেই পুত্রটীকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। (চিন্তা করিয়া) হায়! হায়! পঞ্চবটী দর্শন করায়, চির অভ্যস্ত সেই অক্ষরগুলিই মন্দভাগিনী আমার অনুসরণ করিতেছে (আমার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে)। হা আর্য্যপুত্র!। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

তমসা। (প্রবেশ করিয়া)। বৎসে! আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও।

নেপথ্যে। বিমানরাজ! এই খানেই থাক।

সীতা। (আশ্বস্ত হইয়া ভয়, কম্প ও উল্লাসের সহিত) ওহে! জলপূর্ণ মেঘের গর্জনের ন্যায় গম্ভীর ও দীর্ঘ এই বাক্য, কোথা হইতে

উৎপন্ন হইয়া, স্বর দ্বারা আমার কর্ণবিবর পরিপূর্ণ করিয়া, মন্দভাগিনী আমাকেও হঠাৎ উৎফুল্ল করিল?।

তমসা। (ঈষৎ হাস্য ও অশ্রুপাতের সহিত) অয়ি বৎসে!

"কাহার শব্দ" তাহার নিশ্চয় নাই এবং কোথা হইতে আসিতেছে তাহারও স্থিরতা নাই; তথাপি মেঘের শব্দে ময়ূরীর ন্যায় তুমি কেন এ রকম চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছ॥ ৭॥

সীতা। ভগবতি! আপনি কেন বলিতেছেন যে "অব্যক্ত শব্দ" ("কাহার শব্দ, তাহার নিশ্চয় নাই")। আমি কিন্তু স্বরসংযোগে বুঝিতেছি যে, আর্য্যপুত্রই বলিতেছেন।

তমসা। শুনিয়াছি বটে, তপস্যাকারী শূদ্রের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্র জনস্থানে আসিয়াছেন।

সীতা। ভাগ্যবশতঃ সেই রাজা, রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই।

নেপথ্যে। যে স্থানের বৃক্ষসমূহও এবং পশুগণও আমার বন্ধু ছিল, যে স্থানগুলিতে প্রিয়তমা সীতার সহিত আমি, দীর্ঘ কাল বাস করিয়াছিলাম এবং যেখানে বহুতর জলপ্রবাহ ও গুহা ছিল, এই সেই সকল গোদাবরীর প্রান্তবর্ত্তী পর্বতের সন্নিহিত স্থান॥ ৮॥

সীতা। (দেখিয়া) হায়! দেহখানি, প্রভাতকালের চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, অত্যন্তক্ষীণ এবং দুর্বল হইয়া গিয়াছে; তথাপি সৌম্য ও গম্ভীর প্রভাবমাত্রে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; এই অবস্থায় আর্য্যপুত্রই ইনি! তা আমাকে ধারণ করুন। (এই বলিয়া তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

তমসা। (ধারণ করতঃ) বৎসে! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

নেপথ্যে। অন্তরে লীন দুঃখানল, আজ অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইবে; তাহার ধূমরাশির ন্যায় মোহ, পূর্ব্বেই আমাকে আবৃত করিতেছে॥ ৯॥

হা প্রিয়ে! জনকনন্দিনি!

তমসা। (স্বগত) এই সেই গুরুজনেরও আশঙ্কিত বিষয় উপস্থিত হইয়াছে।

সীতা। (আশ্বস্ত হইয়া) হায়! এরূপ কেন হইল।

পুনরায় নেপথ্যে। হা দেবি! দণ্ডকারণ্যবাসকালীনপ্রিয়সখি! বিদেহরাজতনয়ে!। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

সীতা। হায়! হায়! মন্দভাগ্যা আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া, নয়ন-নীলোৎপলযুগল মুদ্রিত করতঃ মূর্চ্ছিতই হইলেন!। হায়! হায়! ভূমির উপরে নিরুদ্যম ও অবশভাবে পতিত হইলেন!। ভগবতি! তমসে! রক্ষা, করুন রক্ষা করুন; আর্য্যপুত্রকে জীবিত করুন (এই বলিয়া তমসার চরণযুগলের উপর পতিত হইলেন)

তমসা। হে শুভে! তুমিই ভূপতিকে জীবিত কর; তোমার হস্তস্পর্শই উঁহার প্রীতিকর হইবে; সুতরাং তাহাতেই ব্যাপৃতা হও॥১০॥

সীতা। যা হউক, তা হউক; আপনি যাহা বলিলেন (তাহাই করি)। (এই বলিয়া, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন)

তদনন্তর সাশ্রুনয়না সীতা হস্তামর্শন করিতেছেন এই অবস্থায় আনন্দ ও চৈতন্যলাভের সহিত ভূপতিতভাবে রামচন্দ্রের প্রবেশ।

সীতা। (কিঞ্চিৎ আনন্দের সহিত স্বগত) বুঝিতেছি,—ত্রিলোকনাথের জীবন যেন পুনরায় আসিয়াছে।

রাম। হায় হে! এ কি!।

ইহা কি চন্দনপল্লবের নির্য্যাস? না চন্দ্রকিরণের ক্ষুদ্রাংশজাত সেক? কিম্বা সন্তপ্ত জীবন ও মনের তৃপ্তিজনক সঞ্জীবনৌষধির রস আমার হৃদয়ে, কেহ সিক্ত করিল?॥ ১১॥

জীবনীশক্তিবর্দ্ধক মনের মোহজনক এবং পূর্ব্বপরিচিত, নিশ্চয়ই এই সেই স্পর্শ; যে স্পর্শ, সন্তাপজাত মূর্চ্ছা নষ্ট করিয়া,

আনন্দ উৎপাদন দ্বারা পুনরায় জড়তা জন্মাইতেছে ॥ ১২ ॥

সীতা। (ভয় ও কম্পের সহিত সরিয়া) এখন এই পর্য্যন্তই আমার পক্ষে বহুতর।

রাম। (বসিয়া) স্নেহশালিনী সীতাদেবী আমাকে স্পর্শ করেন নাই কি?

সীতা। হায়! হায়! আর্য্যপুত্র কি আমাকে অন্বেষণ করিবেন?

রাম। হউক; দেখি।

সীতা। ভগবতি! তমসে! আমি সরিয়া যাই। যদি আমাকে দেখেন, তবে বিনা অনুমতিতে নিকটে যাওয়ায় মহারাজ আমার উপরে অধিক ক্রুদ্ধ হইবেন।

তমসা। অয়ি বৎসে! গঙ্গার বরের প্রভাবে, তুমি বনদেবতা-দিগেরও অদৃশ্যা হইয়াছ।

সীতা। হাঁ; ইহা আছে বটে।

রাম। হা প্রিয়ে! জানকি! অয়ি প্রিয়ে! জানকি!

সীতা। (শোকবশতঃ অস্পষ্ট উচ্চারণের সহিত) আর্য্যপুত্র! এই ঘটনায় এরূপ উক্তি, অনুপযুক্ত। (অশ্রুপাতের সহিত) যে বজ্রের ন্যায় কঠিন, জন্মান্তরেও যাহার দুর্লভ দর্শন অনিশ্চিত এবং যে মন্দভাগ্যা, সেই আমার উদ্দেশে এইরূপ উক্তিকারী আর্য্যপুত্রের উপরে আমি কি নির্দ্দয় হইতে পারি? আমি ইহার হৃদয় জানি এবং ইনি আমার হৃদয় জানেন।

রাম। (সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মাবমাননার সহিত) হায়! এখানে কেহই নাই।

সীতা। ভগবতি! তমসে! বিনা কারণে পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও, ইহার এই ঈদৃশ দর্শনে, আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেছি না, তাহা আমি বুঝিতেছি না।

তমসা। আমি বুঝিতেছি, ' বৎসে! আমি বুঝিতেছি।

তোমার মন, নৈরাশ্যবশতঃ উদাসীন; অপ্রিয় আচরণবশতঃ কলুষিত; এই দীর্ঘ বিরহের মধ্যে হঠাৎ সম্মেলন হওয়ায় স্তব্ধের মত; সৌজন্য বশতঃ প্রসন্ন; আবার শোকদর্শনে প্রগাঢ়শোকাক্রান্ত এবং এই ক্ষণে প্রেমবশতঃ যেন দ্রবীভূত হইয়া পড়িয়াছে॥ ১৩॥

রাম। দেবি! স্নেহবশতঃ আর্দ্র ও শীতল তোমার স্পর্শ, মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহের ন্যায়, এখনও আমাকে আনন্দিত করিতেছে; আর হে আনন্দকারিণি! তুমি কোথায় আছ?॥ ১৪॥

সীতা। অসীমস্নেহসূচক ও আনন্দবর্ষী এই সেই আর্য্যপুত্রের উচ্চ বিলাপ আমি শুনিলাম; অকারণ পরিত্যাগনিবন্ধন শল্যবিদ্ধসদৃশ হইলেও, আমার জন্মলাভকে আমি, যে উচ্চ বিলাপের বিশ্বাসবশতঃ শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করি।

রাম। অথবা, কোথায় প্রিয়তমা? নিশ্চয়ই সর্ব্বদা ভাবনার অভ্যাসজনিত ইহা রামের ভ্রম।

নেপথ্যে। প্রমাদ প্রমাদ। (" সীতাদেব্যাঃ " ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিল)

রাম। (শোক ও উৎকণ্ঠার সহিত) তাহার কি?।

পুনরায় নেপথ্যে। (বধ্বা সার্দ্ধং ইত্যাদি পরার্দ্ধ পাঠ করিল)

সীতা। এখন কাহাকে নিযুক্ত করি?।

রাম। ঐ দুরাত্মা কোথায়? যে, বধূর সহিত প্রিয়তমার পুত্রকে আক্রমণ করিতেছে। (ইহা বলিয়া উঠিলেন)

বাসন্তী। (ব্যস্ত অবস্থায় প্রবেশ করিয়া) মহারাজ রামচন্দ্র যে!।

সীতা। আমার প্রিয়সখী বাসন্তী যে!।

বাসন্তী। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক।

রাম। (নিরূপণ করিয়া) সীতাদেবীর প্রিয়সখী বাসন্তী যে!।

বাসন্তী। মহারাজ! তাড়াতাড়ি করুন তাড়াতাড়ি করুন। এখান হইতে জটায়ুগিরিশৃঙ্গের দক্ষিণ সীতাতীর্থদ্বারা গোদাবরীতে অবতীর্ণ হইয়া, মহারাজ সীতাদেবীর পুত্রকে রক্ষা করুন।

সীতা। হা পিতঃ! জটায়ু! আপনি-ভিন্ন জনস্থান শূন্য হইয়াছে।

রাম। অহহ! এই বাক্যপ্রয়োগগুলি হৃদয়ের মর্ম্মস্থান ছেদ করিতেছে।

বাসন্তী। মহারাজ! এই এই স্থান দিয়া আসুন।

সীতা। ভগবতি! সত্যই কি বনদেবতা ও আমাকে দেখিতে পান না।

তমসা। অয়ি বৎসে। গঙ্গাদেবীর ঐশ্বর্য্য (প্রভাব), সকল দেবতা হইতেই অধিক; তা আশঙ্কা করিতেছ কেন।

সীতা। তবে (উঁহাদের) অনুসরণ করি। (ইহা বলিয়া উভয়ে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন)

রাম। (পদক্ষেপ করিয়া) ভগবতি! গোদাবরি! আপনাকে নমস্কার।

বাসন্তী। (নিরূপণ করিয়া) মহারাজ! মহারাজ! বিজয়ী বধূসহচর সীতাদেবীর পুত্র দ্বারা আপনি আনন্দিত হউন।

রাম। আয়ুষ্মান্ বিজয়ী হউক।

সীতা। ওমা! এ, এইরূপ হইয়াছে!।

রাম। দেবি! ভাগ্যবশতঃ তুমি উন্নতিশালিনী হইয়াছ।

হে সুন্দরি! মৃণালাগ্রের ন্যায় দুইটী দাঁতের অঙ্কুর উঠিতেছিল এই অবস্থায় যে হস্তিশাবকটি, তোমার কর্ণালঙ্কার হইতে শোয়াইলের পল্লব আকর্ষণ করিয়া লইত; এই তোমার সেই পুত্র, মদস্রাবী হস্তিগণের বিজেতা হইয়া, যৌবনবয়সে লোকের যে মঙ্গল হইয়া থাকে, সেই মঙ্গলের পাত্র হইয়াছে॥ ১৫॥

সীতা। এখন এই দীর্ঘায়ু ( হস্তিশাবক ), এই সৌম্যদর্শনা হস্তিনীর সহিত ( চিরকাল ) অবিচ্ছিন্ন হউক।

রাম। সখি! বাসন্তি! দেখুন দেখুন, বৎস ( হস্তিশাবক ), প্রিয়তমার অনুবৃত্তি করিবার নৈপুণ্যও শিখিয়াছে।

যে হেতু, হস্তিনী, অবলীলাক্রমে কতকগুলি মৃণাল তুলিয়া, তাহার খণ্ডসকল, মুখমধ্যে ধারণ করিয়াছে; এদিকে এই হস্তিশাবক, প্রস্ফুটিত পদ্ম দ্বারা সুবাসিত নিজমুখস্থিত জল, ঐ হস্তিনীর মুখস্থিত মৃণালখণ্ডগুলির উপরে পর্য্যাপ্তরূপে সঞ্চারিত করিতেছে এবং তাহার পর, ( হস্তিনীর গাত্রের উপরে ) সরলনালসমন্বিত পদ্মপত্রের ছত্র ধারণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥

সীতা। ভগবতি! তমসে! এ, এই রকম হইয়াছে; জানি না, এত কালে সেই কুশ ও লব কেমন ধারা হইল।

তমসা। এ, যেরূপ হইয়াছে; তাহারা ও সেইরূপই হইয়াছে।

সীতা। আমি এমনই মন্দভাগিনী, যাহার সর্বদা কেবল স্বামীর বিরহ নহে, পুত্রের বিরহ ও।

তমসা। দৈবই এইরূপ।

সীতা। আমি প্রসব করিয়াই বা কি করিলাম; যে হেতু, আর্য্যপুত্র আমার পুত্রদ্বয়ের সেইরূপ নির্মল মুখপদ্ম দুইখানিকে চুম্বন করিলেন না, অল্প অল্প বিচ্ছিন্ন, কোমল ও শুভ্রবর্ণ দন্তসমূহের প্রভায় যাহার গণ্ডযুগল উজ্জ্বল, যাহাতে মনোহর অস্পষ্টমধুর স্বর ও ঈষৎ হাস্য সর্বদাই রহিয়াছে এবং যাহা জুল্‌পি ধারণ করিতেছে।

তমসা। দেবতার অনুগ্রহে তাহাই হউক।

সীতা! ভগবতি! তমসে! এই সন্তান স্মরণে আমার স্তনযুগল স্ফীত হইয়াছে ও দুগ্ধ ক্ষরণ করিতেছে এবং তাহাদের পিতা ও নিকটে রহিয়াছেন; ইহাতে আমি একটু কালের জন্য সংসারিণী হইয়াছি।

তমসা। এ বিষয়ে কি বলিব ; সন্তান, বাঁৎসল্যের উৎকর্ষের চরম সীমা ; আর ইহা, পিতা ও মাতার পরস্পর সংযোজক।

বিধাতা, পতি ও পত্নীর হৃদয়ের পরস্পর প্রণয়সম্বন্ধবশতঃ সন্তানরূপ এই একমাত্র আনন্দগ্রন্থি বন্ধন করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বাসন্তী। মহারাজ! এদিকে ও দর্শন করুন।

মনোহর ও চঞ্চল পুচ্ছদেশ, আপনা হইতে শীঘ্রই যাহার উৎপন্ন হইয়াছে এবং উত্থিত প্রভাশালী মণিময় মুকুটের ন্যায় যাহাকে দেখা যায়, এই সেই ভার্য্যাসমন্বিত ময়ূর, অত্যন্ত আনন্দে নৃত্যোৎসবের পর রব করিতেছে ॥ ১৮ ॥

সীতা। (কৌতুক ও অশ্রুপাতের সহিত) এই সেই, এই সেই।

রাম। বৎস! আমোদ কর ; আজ আমরা রহিয়াছি।

সীতা। এইরূপ হউক।

রাম। মনোহরা জনকনন্দিনী, করপল্লবের তালে তালে তোমাকে নৃত্য করাইতেন ; তোমার ভ্রমণের সময় তাঁহার ও নয়নপুটের ভিতরে তারা দুইটী, মণ্ডলক্রমে ঘুরিতে থাকিত এবং তিনি চঞ্চল ভ্রূযুগলের নৃত্য দ্বারা ঐ চক্ষুকে ভূষিত করিতেন ; স্নেহশালী চিত্ত দ্বারা সেই অবস্থার তোমাকে আমি পুত্রের ন্যায় স্মরণ করি ॥ ১৯ ॥

ভাল, তির্য্যক্‌জাতিরা ও (পশুপক্ষিগণ ও) পরিচয়ের অনুসরণ করে।

কতিপয়- পুষ্পোদ্ভব হইলে যে কদম্ববৃক্ষটী, প্রিয়তম সীতাকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল ;

সীতা। (নিরূপণ করিয়া অশ্রুপাতের সহিত) আর্য্যপুত্র, ঠিক জানিয়াছেন।

রাম। সীতাদেবীর এই পার্বত্যময়ূরটি, সেই কদম্ববৃক্ষকে (এখন ও) স্মরণ করে ; যে হেতু বন্ধুজনের ন্যায় ইহাতে (কদম্ববৃক্ষে বসিয়া) আনন্দ অনুভব করে ॥ ২০ ॥

বাসন্তী। মহারাজ এই খানে আসন গ্রহণ করুন।

কদলীবনের মধ্যবর্ত্তী এই সেই, আপনার ভার্য্যাসমন্বিত অবস্থার শয়নীয় শিলাতল। সীতা এই খানে থাকিয়া, যে হেতু বহুবার ইহাদিগকে তৃণ দিয়াছিলেন, সেই হেতু এই হরিণগণ ইহা পরিত্যাগ করে নাই ॥ ২১ ॥

রাম। ইহা দেখিতে পারিতেছি নাই বটে। (এই বলিয়া, রোদন করতঃ অন্য স্থানে বসিলেন)।

সীতা। সখি! বাসন্তি! তুমি আর্য্যপুত্রকে ও আমাকে ইহা দেখাইয়া কি কার্য্য করিলে!। হায়! হায়! সে-ই আর্য্যপুত্র; সে-ই পঞ্চবটীবন; সে-ই বাসন্তী; নানাবিধ বিশ্বস্ত ঘটনার সাক্ষী সে-ই গোদাবরী-তীরস্থ-বনভূমি; সে-ই পুত্রনির্বিশেষ পশু, পক্ষী ও বৃক্ষ সকল এবং সে-ই আমি; কিন্তু সমস্তই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলে ও, মন্দভাগিনী আমার ইহা কিছুই নাই। তা এই রূপই জীবলোকের পরিবর্ত্তন।

বাসন্তী। সখি! সীতে! তুমি রামের অবস্থা দেখিতেছ না কেন।

যিনি, সর্বদাই তোমার ইচ্ছানুসারে দর্শনের যোগ্য থাকিয়া, নীলোৎপল দলের ন্যায় স্নিগ্ধ অঙ্গ দ্বারা, নূতন নূতন নয়নানন্দ দান করিতেন; এখন শোকে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া গিয়াছে, দেহের কান্তি শ্বেতবর্ণ হইয়াছে এবং নিজে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোন রকমে তিনি বলিয়া অনুমান করা যায়; তথাপি উনি নয়নের প্রীতিকর ॥ ২২ ॥

সীতা। দেখিতেছি সখি! দেখিতেছি।

তমসা। তনয়ে! প্রিয়তমকে চিরকাল দেখিতে থাক।

সীতা। হা বিধাতঃ! ইনি আমাকে ছাড়িয়া থাকিবেন, আমি ও ইহাকে ছাড়িয়া থাকিব; ইহা স্বপ্নে ও কে মনে করিয়াছিল। তা,

একটু কালের জন্য জন্মান্তর হইতেই যেন দর্শন পাইয়া, অশ্রুজলের পতন ও উত্থানের অন্তরালে, বৎসলহৃদয় আর্য্যপুত্রকে দেখি।

তমসা। [ স্নেহ ও অশ্রুপাতের সহিত আলিঙ্গন করিয়া ] সীতে! শ্বেতবর্ণ ও অত্যন্ত সুন্দর তোমার দৃষ্টি; আনন্দ ও শোক হইতে উৎপন্ন এবং প্রবল ধারায় বিগলিত অশ্রু বর্ষণ করিতেছে; দর্শনের অভিলাষে অত্যন্তদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে এবং স্নেহ ক্ষরণ করিতেছে, এই অবস্থায় তোমার ঐ দৃষ্টি, ক্ষুদ্র দুগ্ধনদীর ন্যায় হৃদয়েশ্বরকে স্নান করাইতেছে॥ ২৩॥

বাসন্তী। মধুস্রাবী বৃক্ষসকল, পুষ্প ও ফল দ্বারা অর্ঘ্য দান করুক; প্রস্ফুটিত-পদ্ম-সৌরভ-পূর্ণ বনবায়ু বহিত হউক এবং অনুরাগে উৎকণ্ঠিত পক্ষিগণ, নিরন্তর মধুর ও অস্পষ্ট রব করুক। কারণ, মহারাজ রামচন্দ্র স্বয়ং এই বনে পুনরায় আগমন করিয়াছেন॥ ২৪॥

রাম। সখি! বাসন্তি! আইস, এই স্থানে অবস্থান কর॥

বাসন্তী। (উপবেশন করিয়া অশ্রুপাতের সহিত) মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণের মঙ্গল ত? ।

রাম। (শ্রবণের অভাব অভিনয় করিয়া) সীতাদেবী, করকমল-প্রদত্ত জল, উড়ীধান ও ঘাস দ্বারা, যে সকল বৃক্ষ, পক্ষী ও হরিণদিগকে পোষণ করিয়া গিয়াছেন; সেই গুলি দেখার পর, পাষাণ বিদারণ করিতে সমর্থ বজ্রাদির বেগের ন্যায়, আমার মনের অনির্বচনীয় একপ্রকার বিকার উপস্থিত হইতেছে॥ ২৫॥

বাসন্তী। মহারাজ! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,— কুমার লক্ষ্মণের মঙ্গল ত?।

রাম। (স্বগত) 'মহারাজ' ইত্যাকার প্রণয়বিহীন সম্বোধনপদ এবং কেবল লক্ষ্মণের বিষয়ে মঙ্গলপ্রশ্ন; তাহাতে আবার অশ্রুভারে অস্পষ্টোচ্চারিত অক্ষর; তাহাতে আমি মনে করি,— এই বাসন্তী, সীতার বৃত্তান্ত জানিয়াছেন। (প্রকাশ্যে) হাঁ, কুমার লক্ষ্মণের মঙ্গল।

বাসন্তী। অয়ি মহারাজ! আপনি এমন দারুণ হইলেন কেন?

সীতা। সখি! বাসন্তি! তুমি এইরূপ রুক্ষভাষিণী হইলে কেন? আমার আর্য্যপুত্র, সকলেরই প্রিয় ব্যবহারের যোগ্য; বিশেষতঃ আমার সখীর।

বাসন্তী। তুমি আমার জীবন; তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার নয়নযুগলের জ্যোৎস্না এবং তুমি আমার অঙ্গে অমৃত; ইত্যাদি শত শত প্রিয়োক্তি দ্বারা সরলাকে (সরলবুদ্ধি সীতাকে) সন্তুষ্ট করিয়া, তাহাকেই——। অথবা থাক; আপনার নিকটে ইহার পর বলিয়া আর ফল কি?॥ ২৬॥ (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইল।)

রাম। ইহার বাক্যরোধ ও মূর্চ্ছা, সঙ্গত বটে। সখি! বাসন্তি! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

বাসন্তী। (আশ্বস্ত হইয়া) তা, মহারাজ এই অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন কেন?।

সীতা। সখি! বাসন্তি! বিরত হও, বিরত হও।

রাম। লোকে সহ্য করে না, এই জন্য।

বাসন্তী। তা, কি জন্য (সহ্য করে না)?।

রাম। সেই লোকই কিছু জানে।

তমসা। তাহাদের তিরস্কার করা উচিত ছিল।

বাসন্তী। হে নিষ্ঠুর! যশই আপনার প্রিয়; কিন্তু ইহার পর ভয়ঙ্কর অযশ আর কি হইতে পারে?। হে মহারাজ! হরিণলোচনা সীতার, বনে কি দশা হইল, তাহাতে আপনি কি মনে করেন; তাহা বলুন॥ ২৭॥

সীতা। সখি! বাসন্তি! তুমিই দারুণনিষ্ঠুর; যে তুমি এই রূপ বিলাপ করিতে থাকিয়া (আমাদের শোকানল আরও) উদ্দীপিত করিতেছ।

তমসা। স্নেহই ইহা বলিয়েছে এবং শোকও।

রাম। সখি! এ বিষয়ে মনে করিবার কি আছে।

ত্রস্ত এবং একবর্ষবয়স্ক হরিণের ন্যায় চঞ্চলনয়না এবং পরিস্পন্দিত গর্ভের ভারে অলসা সেই সীতাদেবীর জ্যোৎস্নাসদৃশী এবং কোমল ও নূতন মৃণালের ন্যায় অঙ্গলতিকা, মাংসভোজীপ্রাণিকর্তৃক নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২৮॥

সীতা। আর্য্যপুত্র! আছি, এই আমি আছি।

রাম। হা প্রিয়ে! সীতে! তুমি কোথায় আছ?।

সীতা। হায়! হায়! আর্য্যপুত্রও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন!

তমসা। বৎসে! ইহা সঙ্গতই বটে। কারণ, দুঃখিতেরা দুঃখ দূর করিবে ত। যে হেতু,—

জলরাশি বৃদ্ধি পাইয়া, জলাশয়ের অনিষ্ট আরম্ভ করিলে, তাহার জল নিঃসারণই প্রতীকার। এবং শোকের উদ্বেলন আরম্ভ হইলে, বিলাপ দ্বারাই হৃদয়কে ধারণ করা হয়॥ ২৯॥

বিশেষতঃ, জীবলোকে রামভদ্রের নানাবিধ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

একাগ্রচিত্তে এবং যথাবিধানে এই জগতের, পালন করিতে হইবে; তাহাতে, গ্রীষ্ম যেমন পুষ্পকে ম্লান করে, সেই রূপ প্রিয়তমার শোকে, জীবনকে ম্লান (অবসন্ন) করিতেছে। তাহাতে আবার, নিজে ত্যাগ করিয়া, বিলাপের দ্বারা যে একটু শোকাপনোদন করিবেন, তাহাও সুলভ নহে; সুতরাং এখন শোকপ্রকাশকর যে রোদন তাহাই (উঁহার পক্ষে) লাভ॥ ৩০॥

রাম। দারুণ কষ্ট হে! দারুণ কষ্ট।

গাঢ় শোকাবেগ, হৃদয়কে দলিত করিতেছে, কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে না; বিকল দেহ, মোহ বহন করিতেছে, কিন্তু

একেবারে চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না; অন্তরের দাহ দেহকে জ্বালাইতেছে; কিন্তু একে বারে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে না এবং মর্ম্মচ্ছেদী বিধাতা প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু একেবারে জীবন নষ্ট করিতেছেন না ॥ ৩১ ॥

সীতা। ইহা এইরূপই বটে।

রাম। হে মহাত্মা পৌরজানপদগণ!

গৃহে সীতাদেবীর অবস্থান করা, আপনাদের অভিমত ছিল না; তাই, শূন্য বনে তৃণের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাহার পরে শোক ও করি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, চিরপরিচিত সেই সেই পদার্থ, আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে; তাই, রক্ষকহীন অবস্থায় এই একটু রোদন করিতেছি; এখনও এই ভাবে আপনারা একটু প্রসন্ন হউন ॥ ৩২ ॥

তমসা। শোকসাগরের অতিগভীর পূর্ণতা।

বাসন্তী। মহারাজ! অতীত বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

রাম। সখি! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন এ কথা কেন বলিতেছ।

সীতাশূন্য অবস্থায় জগতের এই দ্বাদশ বৎসর চলিতেছে; তাহাতে তাঁহার নামপর্য্যন্ত ও যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ইহাতে ও রাম যে জীবিত নাই, এমন নহে ॥ ৩৩ ॥

সীতা। আর্য্যপুত্রের এই সকল বাক্যে আমি একেবারে মোহিত হইতেছি।

তমসা। এই রূপই বটে। বৎসে!

এই সকল বাক্য, তোমার অতিশয় প্রীতিকর হইতেছে না। কারণ, এ গুলি, স্নেহে আর্দ্র হইলে ও শোকে নিদারুণ; সুতরাং এ গুলি, বিষমিশ্রিত সেই মধুর ধারা, তোমার প্রতি ক্ষরিত হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

রাম। বাসন্তি! অন্তরে তির্য্যগ্‌ভাবে (তেরচা রকমে) প্রবিষ্ট প্রজ্জলিত লৌহশলাকা এবং বিষযুক্ত দংশন, যেমন বেদনাদায়ক হয়; সেই রূপই তীব্র, হৃদয়ের শোকশেল, মর্ম্মপর্য্যন্ত ছিন্ন করিতেছে; তথাপি আমি তাহা কি সহ্য করিতেছি না? ॥ ৩৫ ॥

সীতা। মন্দভাগ্যা আমি, বার বার আর্য্যপুত্রের এই রূপ ক্লেশদায়িনী হইতেছি।

রাম। এই রূপে অতিনিশ্চলভাবে অন্তঃকরণকে অবরুদ্ধ করিতেছি, তথাপি বহুতর প্রীতিকর পরিচিত পদার্থের দর্শন করায়, আমার শোকাবেগ, অতিপ্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেখ—

অত্যন্ত চঞ্চলভাবে উদ্বেলিত শোকের প্রকাশকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য, আমি কোন প্রকারে যে যে যত্ন করিতেছি, অপ্রতিহতবেগ জলের প্রবাহ, যেমন বালুকাময় সেতুকে ভগ্ন করিয়া প্রসৃত হইতে থাকে; সেইরূপ অনির্বচনীয় চিত্তের বিকার, বলপূর্ব্বক সেই সেই যত্নকে ভেদ করিয়া, ভেদ করিয়া প্রসৃত হইতেছে। ৩৬ ।

সীতা। আর্য্যপুত্রের এই দুঃখের প্রকাশারম্ভ, অনিবার্য্য ও ভয়ঙ্কর; ইহাতে নিজের দুঃখ প্রকাশিত হওয়ায়, আমার হৃদয় যেন অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে।

বাসন্তী। হায় কষ্ট! মহারাজ শোকে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং উঁহার চিত্ত ও নয়নকে অন্য দিকে সঞ্চালিত করি। (প্রকাশ্যে) চিরপরিচিত এই সমস্ত জনস্থানের অংশগুলিকে দর্শন করিয়া, মহারাজ চিত্তকে আনন্দিত করুন।

রাম। এই রূপই হউক। (ইহা বলিয়া উঠিয়া পাদক্ষেপ করিতে লাগিলেন)

সীতা। প্রিয়সখীকৃত এই শোকাপনোদনের উপায়, প্রত্যুত শোকোদ্দীপকই হইবে; ইহা আমি মনে করি।

বাসন্তী। মহারাজ! মহারাজ!

আপনি এই লতাগৃহেই থাকিয়া, সীতার আগমনপথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি গোদাবরীর তীরে হংসগণ দ্বারা কৌতুক করিয়া বহুক্ষণ বিলম্ব করিয়াছিলেন; তাহার পর আসিতে আসিতে, আপনাকে অপ্রসন্নচিত্তের ন্যায় দেখিয়া, কাতরতাবশতঃ পদ্মমুকুলের ন্যায় মনোহর এবং প্রণতিসূচক অঞ্জলি বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

সীতা। দারুণ হইয়াছ, সখি! বাসন্তি! তুমি দারুণ হইয়াছ; যে তুমি, হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে প্রোথিত শঙ্কুর [ পেরেকের ] তুল্য এই সকল নিদর্শন দ্বারা, মন্দভাগিনী আমাকে এবং আর্য্যপুত্রকে ও, বার বার সন্তপ্ত করিতেছ।

রাম। কোপনস্বভাবে! সীতে! তুমি চারিদিকেই যেন দৃষ্টিগোচর হইতেছ; অথচ দয়া করিতেছ না।

হায়! হায়! দেবি! হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; দেহের সন্ধিবন্ধন সকল খুলিয়া যাইতেছে; জগৎটাকে শূন্য এবং অবিশ্রান্তজ্বালাময় মনে করিতেছি; ভিতরে দগ্ধ হইতেছি; বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া, প্রগাঢ় অন্ধকারে যেন মগ্ন হইতেছে এবং মূর্চ্ছা সকল দিক্ আবৃত করিতেছে। হায়! মন্দভাগ্য আমি এখন কি করি!॥ ৩৮॥

(ইহার পর মূর্চ্ছিত হইলেন)

সীতা। হায়! হায়! আর্য্যপুত্র আবারও মূর্চ্ছিত হইলেন!

বাসন্তী। মহারাজ! আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন।

সীতা। হা আর্য্যপুত্র! আপনি সমস্ত জীবলোকের মঙ্গলের আধার; তথাপি মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া আপনার জীবন, জন্মাবধি বার বার সংশয়াপন্ন হইতেছে; অতএব অবস্থার পরিণাম এখন দারুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; হায়! ইহাতে আমি মরিয়াছি।

( এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন )

তমসা। বৎসে! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও; আবারও তোমার হস্তস্পর্শই, রামভদ্রের চৈতন্য-সম্পাদনের উপায়।

বাসন্তী। হায়! এখনও চৈতন্যলাভ করিলেন না!। হা প্রিয়সখি! সীতে! তুমি কোথায় আছ; নিজের প্রাণেশ্বরকে জীবিত কর।

সীতা। ( ব্যস্ততার সহিত নিকটে যাইয়া রামচন্দ্রের হৃদয়ে ও ললাটে স্পর্শ করিতে লাগিলেন )

বাসন্তী। ভাগ্যবশতঃ রামচন্দ্র চৈতন্য লাভ করিয়াছেন।

রাম। আবারও, সেই সংস্পর্শ, হঠাৎ আমাকে চৈতন্যসম্পন্ন করিয়া, শরীরের ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত ধাতুকে, অমৃতময় প্রলেপ দ্বারাই যেন লিপ্ত করতঃ, আনন্দে অন্যপ্রকার মোহ জন্মাইতেছে ॥৩৯॥

( আনন্দবশতঃ মুদ্রিতনয়ন অবস্থাতেই ) সখি! বাসন্তি! ভাগ্য-বশতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছ।

বাসন্তী। মহারাজ! কি রকম?।

রাম। সখি! আর কি, পুনরায় সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। মহারাজ! কোথায় তিনি?।

রাম। ( স্পর্শসুখ অভিনয় করিয়া ) দেখ, এই যে সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। মহারাজ! আমি একেই প্রিয়সখীর শোকানলে দগ্ধ ও মন্দভাগিনী; তা, আপনি আবার মর্ম্মচ্ছেদনিবন্ধন দারুণ এই সকল প্রলাপ দ্বারা কেন আমাকে দগ্ধ করিতেছেন।

সীতা। আমি সরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। কারণ; আর্য্যপুত্রের এই সংস্পর্শ, চিরানুরাগনিবন্ধন মনোহর ও শীতল; আমার সন্তাপ,

দীর্ঘকালব্যাপী ও ভয়ঙ্কর হইলেও,. ঐ সংস্পর্শ হঠাৎ তাহা নষ্ট করিয়াছে এবং ঐ সংস্পর্শবশতই আমার অবশ হস্ত, আর্য্যপুত্রের অঙ্গের সঙ্গে যেন বজ্রলেপ দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে এবং হস্ত হইতে ঘর্ম্ম নিসৃত হইতেছে, আর, তাহা, আর্য্যপুত্রের দেহের উপরে অবশভাবে পতিত হইয়া কম্পিত হইতেছে।

রাম। সখি! প্রলাপ কোথায়?।

পূর্বে বিবাহের সময়ে, কঙ্কণধারী যাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং অমৃতের ন্যায় শীতল ইচ্ছাকৃত সংস্পর্শ দ্বারা যে পরিচিত ছিল।

সীতা। আর্য্যপুত্র! সেই আপনিই এখনও আছেন।

রাম। হিম ও বর্ষোপলের (শিলের) সাদৃশ্যনিবন্ধন মনোহর এবং কোমল লবলীর (নয়াড়ির, লোয়াইলের) নবাঙ্কুরের তুল্য, তাহার সেই হাতখানিই আমি পাইয়াছি॥ ৪০॥

(এই বলিয়া, সীতার হাত ধরিলেন)

সীতা। হায়! হায়! আর্য্যপুত্রের স্পর্শে আমি মোহিত হইয়া পড়িয়াছি; তাই আমার অনবধানতা হইয়াছে।

রাম। সখি! বাসন্তি! আনন্দে মুদ্রিতনেত্র অবস্থায় আমি পরাধীন (অবশ) হইয়া পড়িয়াছি; তা, তুমি ইহাকে ধর।

বাসন্তী। হায় কি কষ্ট! উন্মাদ অবস্থাই বটে।

সীতা। (ব্যস্ততার সহিত হস্ত আকর্ষণ করিয়া সরিয়া গেলেন)

রাম। হায়! অনবধানতা, হায় অনবধানতা।

অবশ, কম্পমান ও ঘর্ম্মাক্ত আমার হস্ত হইতে, অবশ কম্পমান ও ঘর্ম্মাক্ত, তাহার সেই হস্তপল্লব, হঠাৎই স্খলিত হইয়া গিয়াছে॥ ৪১॥

সীতা। হায়! হায়! আর্য্যপুত্রের নয়নযুগল, কখন ও অস্থির হইতেছে, কখন ও নিশ্চল রহিতেছে, কখন ও অপ্রতিভ হইতেছে এবং কখন ও ঘুরিতেছে; তা, ইনি এখন ও আপনাকে স্থিরকরিতে পারেন নাই।

তমসা। ( স্নেহ, হাস ও কৌতুকের সহিত দেখিয়া )

বৎসা সীতার অঙ্গসকল, প্রিয়তমের সংস্পর্শসুখে ঘর্ম্মাক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতেছে; সুতরাং বায়ুদ্বারা কম্পিত, নূতন বৃষ্টির জলে সিক্ত এবং প্রস্ফুটিত কলিকাসমন্বিত কদম্ববৃক্ষের ন্যায় সীতাকে দেখা যাইতেছে। ৪২।

সীতা। ( স্বগত ) ভগবতী তমসা, আমার এই অবশ দেহ দেখিয়া, আমাকে লজ্জিত করিয়াছেন। ইনি কি ইহা মনে করিবেন যে, এই তোমার পরিত্যাগ; আবার এই তোমার মনের আসক্তি।

রাম। [ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ] হায়! না-ই; হে নির্দ্দয়ে! সীতে!।

সীতা। সত্যই আমি নির্দ্দয়; যে আমি, আপনাকে এই অবস্থায় দেখিয়া ও, জীবন ধারণ করিতেছিই।

রাম। দেবি! কোথায় আছ, প্রসন্ন হও; এই অবস্থায় আমাকে তুমি পরিত্যাগ করিতে পার না।

সীতা। আর্য্যপুত্র! ইহা যেন উল্টা বলা হইল।

বাসন্তী। মহারাজ! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন; নিজের অলৌকিক ধৈর্য্যগুণেই অত্যন্তশোকাপন্ন চিত্তকে স্থির করুন। এখানে আমার প্রিয়সখী সীতা কোথায়?।

রাম। নিশ্চয়ই নাই; না হইলে, বাসন্তী ও তাঁহাকে দেখিতেছে না কেন। তবে কি ইহা স্বপ্ন হইবে? আমি ত নিদ্রিত নই; অথবা রামের স্বপ্ন কোথায়?। নিশ্চয়ই, ইহা সেই বহুবার চিন্তাপ্রসূত শক্তিশালী প্রতারণা, বার বার আমার অনুসরণ করিতেছে।

সীতা। দারুণপ্রকৃতি আমিই আর্য্যপুত্রকে প্রতারণা করিয়াছি।

বাসন্তী। মহারাজ! দেখুন দেখুন।

জটায়ুকর্ত্তৃক ভগ্ন লৌহময় এই রাবণের রথ রহিয়াছে; দেখুন, পিশাচের ন্যায় মুখ ও কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট এই সকল রাবণের রথের অশ্বতর, সম্মুখে রহিয়াছে এবং শত্রু রাবণ, তরবারি দ্বারা জটায়ুর পক্ষমূল ছেদন করিয়া, দুঃখসন্তপ্তা সীতাকে বহন করতঃ, মধ্য-সঙ্কলিত-বিদ্যুৎ মেঘের ন্যায়, এই স্থান হইতে আকাশে উঠিয়াছিল। ৪৩ ॥

সীতা। ( ভয়ের সহিত ) আর্য্যপুত্র! পিতৃস্থানীয় জটায়ুকে হত্যা করিতেছে; এবং আমাকে ও অপহরণ করিতেছে; অতএব পরিত্রাণ করুন পরিত্রাণ করুন।

রাম। ( বেগের সহিত উঠিয়া ) আ পাপিষ্ঠ! পিতৃস্থানীয় জটায়ুর প্রাণ ও সীতার অপহরণকারী! কোথায় যাইতেছিস্ ?।

বাসন্তী। হে মহারাজ! রাক্ষসবংশবিনাশের ধূমকেতু! এখন ও আপনার ক্রোধের বিষয় আছে কি ?।

সীতা। হায়! আমি উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছি।

রাম। আমার এই উক্তি, তখনে অযর্থই ছিল, কিন্তু এখনে প্রলাপে পরিণত হইয়াছে।

উপায় ছিল বলিয়া, অবিশ্রান্ত মনঃস্ফূর্ত্তিকর বিবিধ ঘটনামিশ্রিত বীরগণের আড়ম্বরে জগতে অতিআশ্চর্য্য জন্মাইয়া, মনোহরনয়না সীতার সেই বিরহ, শত্রুবিনাশের পরই শেষ হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের সীমাবিহীন বিরহকে, আমি নীরবে কি করিয়া সহ্য করিব। ৪৪ ॥

সীতা। সীমাবিহীন, হায়! মন্দভাগিনী আমি মরিয়াছি। ( এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন )

রাম। হায় কি কষ্ট!।

যেখানে, বানররাজ সুগ্রীবের সহিত আমার সখিত্বও নিরর্থক;

যেখানে বানরগণের বল এবং জাম্ববানের বুদ্ধিও নিষ্ফল ; যেখানে বায়ুপুত্র হনুমানেরও গমন সম্ভবপর নহে এবং যেখানে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলও, পথ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ নহে ; হে প্রিয়তমে ! লক্ষ্মণেরও বাণের অবিষয় তেমন কোন্ স্থানে তুমি রহিয়াছ ? ৷ ৪৫ ৷

সীতা। বর্ত্তমান সময়ের বিরহ, সেই পূর্ব বিরহকে শ্লাঘা বলিয়া স্বীকার করাইয়াছে।

রাম। সখি ! বাসন্তি ! এখন রামের সন্দর্শন, বন্ধুজনের দুঃখের জন্যই হইয়া পড়ে। তা এই সন্দর্শন, কত কাল তোমাকে কাঁদাইবে ; সুতরাং গমন করিবার জন্য আমাকে অনুমতি কর।

সীতা। (উদ্বেগের সহিত তমসাকে ধরিয়া) ভগবতি ! তমসে ! আর্য্যপুত্র কি যাইতেছেনই ?।

তমসা। বৎসে ! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। ওহে আমারাও আয়ুষ্মান্ কুশ ও লবের বর্ষবৃদ্ধির মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য গঙ্গাদেবীর চরণ সন্নিধানেই যাইব।

সীতা। ভগবতি ! প্রসন্ন হউন ; ক্ষণকালমাত্রও দুর্ল্লভজনকে দেখিয়া লই।

রাম। অশ্বমেধের জন্য আমার সহধর্ম্মিণী আছেন।

সীতা। (রামের বাক্যের মধ্যে, স্বগত) আর্য্যপুত্র ! কে সে ?

রাম। সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

সীতা। (নিশ্বাসত্যাগের সহিত, অশ্রুপাতপূর্বক) আর্য্যপুত্র ! আপনি এখন আপনি হইয়াছেন। আর্য্যপুত্র, এখন আমার পরিত্যাগ-নিবন্ধন লজ্জাশল্য উদ্ধার করিয়াছেন।

রাম। তাহাতেই অশ্রুস্ফীত নয়নকে আনন্দিত করি।

সীতা। সে ধন্য ; যাহাকে আর্য্যপুত্র আদর করেন এবং যে আর্য্যপুত্রকে আশ্বস্ত করতঃ, জীবলোকের আশার রক্ষক হইয়াছে।

তমসা। (ঈষৎ হাস্য, স্নেহ ও অশ্রুপাতের সহিত সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া) বৎসে! এই ভাবে নিজের প্রশংসা করিতেছ!।

সীতা। (লজ্জার সহিত অধোমুখী হইয়া স্বগত) ভগবতী তমসা আমাকে পরিহাস করিলেন।

বাসন্তী। আপনার এই সম্মেলন, আমাদের পক্ষে গুরুতর অনুগ্রহ। কিন্তু যাহাতে কার্য্যহানি না হয়, আপনার গমনের বিষয়ে তাহা হউক।

সীতা। এখন বাসন্তী আমার প্রতিকূল হইয়াছে।

তমসা। বৎসে! আইস, আমরা যাই।

সীতা। (কষ্টের সহিত) ইহাই করি।

তমসা। কি প্রকারেই বা যাই? যে তোমার ——

নয়ন, প্রিয়তম রামের দেহে যেন রোপিত হইয়া পড়িয়াছে এবং দর্শনলালসায় দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং মর্ম্মপীড়াজনক চেষ্টা, উহার আকর্ষণ শেষ করিতে পারিতেছে না॥ ৪৬॥

সীতা। পূর্ব পুণ্যেই যাহার দর্শন ঘটাইয়াছে, আর্য্যপুত্রের সেই চরণকমল উদ্দেশে বার বার নমস্কার করি। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

তমসা। বৎসে! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

সীতা। (আশ্বস্ত হইয়া) মেঘের অপসরণে কত কালই বা পূর্ণিমাচন্দ্রের দর্শন ঘটিবে?।

তমসা। বিধাতার সৃষ্টি আশ্চার্য্য।

এক করুণ রসই, কারণভেদে ভিন্ন হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ পরিণাম অবলম্বন করিতেছে; যেমন জল, আবর্ত্ত (-ঘোঁলা), বুদ্বুদ (জলের ফোস্কা) এবং তরঙ্গরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে সমস্তই জল॥ ৪৭॥

রাম। বিমানরাজ ! এই দিক্ এই দিক চল।

( সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন )

তমসা, সীতার প্রতি এবং বাসন্তী রামের প্রতি। আমাদের ন্যায় ব্যক্তির সহিত পৃথিবী ও গঙ্গা এবং যিনি ছন্দের প্রথম প্রয়োগ কারী, সেই কুলপতি বাল্মীকি, আর অরুন্ধতীদেবীর সহিত সেই মহর্ষি বশিষ্ঠ, জগতের প্রচুর মঙ্গলের জন্য, তোমার প্রতি ( আপনার প্রতি ) মঙ্গল দান করুন ॥ ৪৮ ॥

( ইহার পরে সকলে চলিয়া গেলেন )

---

ছায়ানামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥ ০ ॥

---

# উত্তররামচরিত।

## চতুর্থ অঙ্ক।

তদনন্তর দুইটি তপস্বীর প্রবেশ।

একটি। সৌধাতকি! অধিকসংখ্যক অতিথি উপস্থিত করা হইয়াছে; তাহাতেই অধিক আয়োজন চলিতেছে; তাই আজ ভগবান্ বাল্মীকির আশ্রমের সৌন্দর্য্য দেখ। যথা—

উড়ীধান্যের তণ্ডুল পাক করা হইতেছে, সেই অন্নের উষ্ণ ও সুস্বাদু মণ্ড (মাড়) নির্গত হইতেছে; সদ্যই সন্তানপ্রসবকারিণী হরিণী সেই মণ্ড পান করিলে পর যাহা অতিরিক্ত থাকিতেছে, তাহা তপোবনের হরিণ, পর্য্যাপ্তরূপে পান করিতেছে আর বদরীফলযুক্তশাক পাকের সৌরভ, চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে; এবং ঘৃতসংযুক্ত অবস্থায় পক্ক অন্নের পোলাউর সৌরভ অল্প অল্প বাহির হইয়া, পূর্ব্বোক্ত সৌরভের অনুসরণ করিতেছে॥ ১॥

সৌধাতকি। আজ পক্কশ্মশ্রুদিগের আগমন, বিশেষ অনধ্যায়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথম তপস্বী। (হাস্য করিয়া) সৌধাতকি! গুরুজনদিগের প্রতি তোমার এই সম্মানসূচক বাক্য, অনির্বচনীয় আশ্চর্য্য।

সৌধাতকি। ভাণ্ডায়ন! বিশাল বৃদ্ধগণের ধুরন্ধর হইয়া (সর্দ্দার হইয়া) এই যে অতিথি আজ আসিয়াছেন, উঁহার নাম কি?

ভাণ্ডায়ন। উপহাস ভাল নহে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতীকে অগ্রে করিয়া, তৎপশ্চাৎ মহারাজ দশরথের ভার্য্যাদিগকে লইয়া, ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে এই আসিয়াছেন; তা, কি প্রলাপ বকিতেছ!।

সৌধাতকি। হ, বশিষ্ঠ!।

ভাণ্ডায়ন। হাঁ।

সৌধাতকি। আমি কিন্তু মনে করিয়াছিলাম যে, এ একটা বাঘ, বা একটা যোষ (কেন্দুয়া বাঘ)।

ভাণ্ডায়ন। আঃ, বলা হইতেছে কি?।

সৌধাতকি। তিনি উপস্থিত হইয়াই, সেই ক্ষুদ্র কল্যাণীকে (কল্যাণী নামে বাছুরটাকে) "মড় মড়" করিয়া চর্ব্বণ করিয়াছেন।

ভাণ্ডায়ন। "মাংসের সহিত মধুপর্ক দিবে" এই বেদবাক্যের বিশেষ আদর করিয়া গৃহস্থগণ, অভ্যাগত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ক্ষুদ্র গরুর বাছুর, কিম্বা বৃহৎ বৃষ, অথবা বৃহৎ ছাগল, দিয়া থাকেন যে হেতু, মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ, সেইরূপ দান ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন।

সৌধাতকি। ওহে! তুমি পরাজিত হইলে।

ভাণ্ডায়ন। কি রকম?।

সৌধাতকি। যে হেতু, বশিষ্ঠ আসিলে, গোবৎসা হত্যা করা হইল; কিন্তু অদ্যই রাজর্ষি জনক আসিয়াছেন; তাঁহার জন্য ভগবান্ বাল্মীকিই, দধি ও মধুদ্বারাই মধুপর্ক সম্পাদন করিয়াছেন; কিন্তু গোবৎসা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ভাণ্ডায়ন। যাঁহারা মাংসবর্জ্জন করেন নাই (অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করেন) তাঁহাদের জন্য ঋষিরা এইরূপ কর্ত্তব্য (মাংস দান কর্ত্তব্য) মনে করেন; কিন্তু মহারাজ জনক, মাংস ত্যাগ করিয়াছেন।

সৌধাতকি।' কি নিমিত্ত (মাংস ত্যাগ করিয়াছেন)?

ভাণ্ডায়ন। তিনি (জনক), সীতাদেবীর সেইরূপ দৈবদুর্বিপাক শুনিয়া, তখনই বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়াছেন এবং চন্দ্রদ্বীপতপোবনে তপস্যা করিতেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহার কয়েক বৎসর গিয়াছে।

সৌধাতকি। সেখান হইতে আসিলেন কেন?

ভাণ্ডায়ন। বহুকালের প্রিয়সুহৃদ বাল্মীকিকে দেখিতে।

সৌধাতকি। আজ বেহাইনদের সহিত, ইঁহার দেখা হইয়াছে কি না?

ভাণ্ডায়ন। "নিজে উপস্থিত হইয়া জনকের সঙ্গে দেখা করিবে" এই কথা বলিবার জন্য ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এখনই ভগবতী অরুন্ধতীকে কৌশল্যাদেবীর নিকট পাঠাইয়াছেন।

সৌধাতকি। এই বৃদ্ধগণ যেমন পরস্পর মিলিত হইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ অন্যান্য বালকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, খেলা করতঃ, অনধ্যায়মহোৎসবের সম্মাননা করিব।

(ইহার পর উভয়ে পাদক্ষেপ করিতে লাগিল)

ভাণ্ডায়ন। সেই বেদবক্তা প্রাচীন রাজর্ষি জনক, বাল্মীকি ও বশিষ্ঠের সেবা করিয়া, এখন আশ্রমের বাহিরে বৃক্ষমূলে এই অবস্থান করিতেছেন; যে ইনি,—

যাহার অভ্যন্তরে অগ্নি ব্যাপ্ত হয়, সন্তপ্যমান সেই বৃক্ষের ন্যায় সর্বদাই হৃদয়ে অবস্থিত সীতার শোকে সন্তপ্ত হইতেছেন॥ ২॥

(ইহার পর উভয়ে চলিয়া গেল)

বিষ্কম্ভক।

—০—

তদনন্তর জনকের প্রবেশ।

জনক। সন্তান সীতার সেই রূপ যে নির্বাসনদুঃখ হইয়াছিল; বিশাল, তীব্র, হৃদয়ের ক্ষতজনক ও বেদনা উৎপাদক সেই দুঃখে আমার যে শোক জন্মাইয়াছে, তাহা হৃদয় বিদারণ করিতে সমর্থ হইতেছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে, বহুকাল গেলেও নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে এবং করাতের ন্যায় মর্ম্মস্থান ছেদকরত ও বিরত হইতেছে না॥ ৩॥

হায় কি কষ্ট! এই রূপ বার্দ্ধক্য এবং দুঃসহ দুঃখ, আবার পরাক ও সান্তপনপ্রভৃতি তপস্যা, আমার দেহের সমস্ত রস ও ধাতু শুকাইয়া ফেলিয়াছে; তাহাতে এই দেহ, সকল কার্য্যেই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি এই পোড়া দেহ, আজও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে না।

যাহারা আত্মঘাতী হয়, বিধাতা তাহাদের জন্য; সূর্য্যালোকশূন্য অন্ধতামিস্রনামে প্রসিদ্ধ নরক নির্দিষ্ট করেন; ঋষিরা এইরূপ মনে করেন।

অনেক বৎসর অতীত হইলে ও, আমার সেই শোকের আবেগ, চিন্তামাত্রেই প্রত্যেক ক্ষণে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং নূতনের ন্যায় ভীষণ হইয়া, (কিছুতেই) বিরত হয় না।

হায় মা! যজ্ঞভূমিসমুৎপন্নে! দেবি! সীতে! তোমার জীবনের শেষভাগ এইরূপে পরিণত হইল যে, লজ্জাবশতঃ, ইচ্ছানুসারে কাঁদিতে ও পারিতেছি না। হা হা তনয়ে!

যাহাতে রোদন ও হাস্য অনির্দ্দিষ্ট ছিল এবং কতিপয় দন্তমুকুলের অগ্র প্রকাশ পাইতেছিল এবং যাহা হইতে অসম্পূর্ণ ও অসম্বদ্ধ অথচ মনোহর বাক্য নির্গত হইত; তোমার শিশু অবস্থার সেই মুখকমলখানি স্মরণ করিতেছি॥ ৪॥

ভগবতি! পৃথিবি! তুমি সত্যই বড় দৃঢ়। (কারণ) তুমি,

অগ্নিদেব, বশিষ্ঠ-বাল্মীকিপ্রভৃতি মুনিগণ এবং গঙ্গা, এমন কি রঘুবংশের আদিপুরুষ স্বয়ং সূর্য্যদেব, ইহারা যাহার মাহাত্ম্য জানিতেন এবং বেদবাণী যেমন ব্রহ্মবিদ্যা প্রসব করে, সেইরূপ তুমি যাহাকে প্রসব করিয়াছিলে; হে নিষ্ঠুরে! নিজের সম্মুখে (অগ্নিপরীক্ষায়) নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত সেই কন্যার সেইরূপ দুঃখ, তুমি কি প্রকারে সহ্য করিলে? ॥ ৫ ॥

নেপথ্যে। ভগবতী এবং মহাদেবী এই পথে এই পথে আসুন।

জনক। (দেখিয়া) ও! ভগবতী অরুন্ধতী; গৃষ্টিনামক কঞ্চুকী উঁহার পথ বলিয়া দিতেছেন। (উঠিয়া) কিন্তু মহাদেবী বলিলেন কাহাকে? । (নিরূপণ করিয়া) হায়! মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী আমার প্রিয়সখী কৌশল্যা!। কে এরূপ বিশ্বাস করে যে, ইনিই সেই কৌশল্যা।

ইনি দশরথের ঘরে রাজলক্ষ্মীর ন্যায় ছিলেন; অথবা সাদৃশ্য-বাচক শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? ইনি সেই রাজলক্ষ্মীই ছিলেন; হায়! কি কষ্ট; বর্ত্তমানে দৈববশতঃ দুঃখস্বরূপ যেন অন্য কোন অনির্বচনীয় প্রাণী হইয়া গিয়াছেন; কি আশ্চর্য্য পরিণাম ॥ ৬ ॥

এই আর একটি পাপজনিত অবস্থার পরিবর্ত্তন।

যে লোকই, পূর্বে আমার নিকট মূর্তিমান্ মহোৎসবস্বরূপ ছিল; ক্ষতস্থানে লবণের ন্যায় অসহ্য, সেই লোকেরই সন্দর্শন উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥

তদনন্তর অরুন্ধতী, কৌশল্যা ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। ওহে! আমি বলিতেছি,—" নিজে যাইয়া বিদেহ-রাজের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে " ইহা তোমাদের কুলগুরুর আদেশ; এই জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি। সুতরাং পদে পদে তোমার কি এ গুরুতর খেদ!।

কঞ্চুকী। দেবি! চিত্তকে স্থির করুন, ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের আদেশ পালন করুন; ইহা আমি নিবেদন করিতেছি।

কৌশল্যা। এইরূপ সময়ে মিথিলাধিপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে; এই জন্য সমস্ত দুঃখই একদা আবির্ভূত হইতেছে। যাহার মূলবন্ধন উঠিয়া গিয়াছে, সেই চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না।

অরুন্ধতী। এ বিষয়ে সন্দেহ কি?।

নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদজনিত মানুষের দুঃখ, অপর বন্ধুজনকে দেখিলে দুঃসহ হইয়া, সহস্র স্রোতে যেন প্রবাহিত হইতে থাকে ॥ ৮ ॥

কৌশল্যা। বৎসা বধূর এই রূপ হইলে, সেই রাজর্ষিকে কি করিয়া মুখ দেখাইব।

অরুন্ধতী। জনকবংশের ধুরন্ধর ইনি তোমাদের শ্লাঘ্য সম্বন্ধী; যাজ্ঞবল্ক্যমুনি, যাঁহার নিকট সমস্ত বেদ বলিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

কৌশল্যা। মহারাজের (দশরথের) হৃদয়ের আনন্দজনক এবং বৎসা বধূ সীতার পিতা ইনি সেই রাজর্ষি জনক।। হায়! হায়! যে দিন মহোৎসব উপস্থিত নাই, সেই দিনে ইঁহার দর্শনে সমাদৃত হইলাম। হা বিধাতঃ! সে সমস্তই নাই।

জনক। (নিকটে যাইয়া) ভগবতি! অরুন্ধতি! বিদেহদেশবাসী সীরধ্বজ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।

প্রাচীন গুরুদিগের মধ্যে ও প্রধান গুরু এবং পবিত্র ব্রহ্মণ্য তেজের আধার হইয়া ও আপনার পতি (বশিষ্ঠদেব), যাঁহা দ্বারা আত্মাকে পবিত্র মনে করেন; উষাদেবীর ন্যায় ত্রিলোকের মঙ্গলজনিকা এবং জগতের বন্দনীয়া আপনাকে, ভূতলাবলুণ্ঠিত মস্তক দ্বারা নমস্কার করিতেছি ॥ ১০ ॥

অরুন্ধতী। আপনার পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হউক এবং রজোগুণের

অতীত ও জগৎপ্রসিদ্ধ এই সূর্য্যদেব, আপনাকে পবিত্র করুন; এই যিনি তাপ দান করিতেছেন।

জনক। আর্য্য! গৃষ্টি! এই প্রজাপালকের মাতার মঙ্গল ত?।

কঞ্চুকী। (স্বগত) আমরা, নিরতিশয় ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কৃত হইলাম। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষি! কৌশল্যাদেবী, এই ক্রোধবশতই চিরকালের জন্য রামভদ্রের মুখচন্দ্র-দর্শন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অত্যন্তদুঃখিত রহিয়াছেন; সুতরাং উঁহাকে আবার দুঃখিত করা আপনার উচিত নহে। রামভদ্রের ও অনির্বচনীয় দৈবদুর্নিযোগ হইয়াছিল; যে হেতু, সকল দিকেই যাহাদের মধ্যে কুৎসিত কিংবদন্তী চলিতেছিল, সেই ক্ষুদ্রচেতা পুরবাসিগণ এবং দেশবাসিগন, অগ্নিপরীক্ষায় সীতাদেবীর পবিত্রতার প্রমাণ ও বিশ্বাস করিতেছিল না; এই জন্যই রামভদ্র, সেই ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

জনক। আঃ! আমার কন্যার পবিত্রতা প্রমাণ করিতে অগ্নিটা কে?। আমরা রামকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া ও পুনরায় এইরূপবাদী লোককর্তৃক তিরস্কৃত হইতেছি।

অরুন্ধতী। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ইহা এইরূপই বটে। 'অগ্নি' এই অক্ষরগুলি, সীতার বিষয়ে অতিক্ষুদ্র; সীতা এই টুকুই যথেষ্ট। হা বৎসে!

তুমি আমার নিকট শিশু অথবা শিষ্যা; ইহার যাহাই হও তাহা সেই ভাবেই থাক; কিন্তু পবিত্রতার উৎকর্ষই, তোমার প্রতি আমার ভক্তিকে দৃঢ় করিতেছে। তোমার শিশুত্বই, হউক, কিম্বা স্ত্রীত্বই হউক তথাপি তুমি নিশ্চয়ই জগতের পূজনীয়; কারণ, গুণই পূজার স্থান; সুতরা গুণী ব্যক্তির স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্বপ্রভৃতি লিঙ্গ, কিম্বা বালকত্ব বৃদ্ধত্ব প্রভৃতি বয়স দেখিতে হয় না। ১১।

কৌশল্যা। ওমা! বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

জনক। হায় কি কষ্ট! এ কি?।

অরুন্ধতী। রাজর্ষি! অন্য আর কি।

আপনি বন্ধুজন; আপনার দর্শনে সেই রাজা দশরথ, রামচন্দ্র-প্রভৃতি সেই শিশুগণ এবং সেই দিনগুলি; এই সমস্তই স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার পর এই ভয়ঙ্কর অবস্থাপরিবর্ত্তনের সময়ে আপনার সখী মূর্চ্ছিত হইয়াছেন; কারণ, পতিপুত্রবতী রমণীদিগের চিত্ত, পুষ্পের ন্যায় কোমল হইয়া থাকে। ১২।

জনক। হায়! হায়! সর্বপ্রকারেই আমি নৃশংস হইয়াছি; যে আমি বহুকালের পর দৃষ্ট প্রিয়সুহৃদের প্রিয়তমা ভার্য্যাকে স্নেহের সহিত দেখিতেছি না।

সেই দশরথ আমার শ্লাঘ্য সম্বন্ধী (বৈবাহিক) ছিলেন এবং তিনি প্রিয়সুহৃদ, তিনি হৃদয়, তিনি সাক্ষাৎ আনন্দ; এমন কি তিনিই জীবনের সমস্ত ফলস্বরূপ ছিলেন; শরীর, কিম্বা জীবন, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম যাহা কিছু; রাজলক্ষ্মীশালী মহারাজ দশরথ; আমার নিকট উহার কি না ছিলেন? ॥ ১৩ ॥

হায় কি কষ্ট! ইনিই সেই কৌশল্যা।

উঁহার বা উঁহার স্বামীর নির্জনস্থানে যে গুরুতর দোষ হইত, তাহাতে আমি, ঐ দম্পতির মধ্যে প্রত্যেকের নিকট পৃথক্ পৃথক্ তিরস্কারের পাত্র হইতাম। তাহার পর, প্রসন্নতা জন্মাইতে কিম্বা ক্রোধ উৎপাদন করিতে যে কার্য্যের আবশ্যকতা, তাহা আমার অধীন থাকিত। অথবা তাহা স্মরণ করিবার প্রয়োজন নাই, যাহা হৃদয়কে আক্রমণ করিয়া দগ্ধ করে ॥ ১৪ ॥

অরুন্ধতী। হায় কি কষ্ট! অতিদীর্ঘকাল নিশ্বাস নিরুদ্ধ করায় ইহার হৃদয় নিষ্ঠুর বটে।

জনক। হা প্রিয়সখি!। (কমণ্ডলুর জল দ্বারা সেক করিতে লাগিলেন)

কঞ্চুকী। বন্ধুর ন্যায় বিধাতা, প্রথমে ধারাবাহিক একরকমে অনুকূলতা প্রকাশ করিয়া, সুখদাতা হইয়া, হায়! অসময়ে পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন পুনরায় ভীষণ হইয়া, অতিরিক্ত ভাবে মনের পীড়া জন্মাইতেছেন। ১৫।

কৌশল্যা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) হা বৎসে! জানকি! তুমি কোথায় আছ; বিবাহের শ্রীধারণই যাহার একমাত্র অলঙ্কার ছিল এবং প্রস্ফুটিত নির্ম্মল হাস্যে যাহা মনোহর হইত, তোমার সেই মুখকমলখানিকে আমি স্মরণ করিতেছি। কার্ত্তিক মাসীয় চন্দ্রের প্রকাশমান জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর অঙ্গ দ্বারা; আমাদিগকে আনন্দিত কর; হে কন্যে! আবার আমার কোল উজ্জ্বল কর। মহারাজ (দশরথ) সর্ব্বদা বলিতেন,— এই সীতা, রঘুকুলের প্রাচীনদিগের বধূ; আমাদের কিন্তু জনকের সহিত সখিত্ববশতঃ কন্যাই।

কঞ্চুকী। রাণী ঠিক্ বলিয়াছেন।

রাজা দশরথের পাঁচটী সন্তান থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে রামচন্দ্রই বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং চারিটী বধূ থাকিলেও, কন্যা শান্তা যেমন প্রিয়া ছিলেন, সীতা ইহার তেমনই প্রিয়া ছিলেন। ১৬।

জনক। হা প্রিয়সুহৃদ! মহারাজ দশরথ! আপনি সর্ব্ব প্রকারে এই রূপ প্রিয়তম ছিলেন; কি প্রকারে আপনাকে বিস্মৃত হইব?।

কন্যার পিতৃপক্ষই, জামাতার বন্ধুজনের পূজা করিয়া থাকে; কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাহা বিপরীতই হইয়াছিল, আপনিই আমার পূজা করিতেন। আপনি সেই রূপ হইলেও, কাল আপনাকে এবং সম্বন্ধের

মৃগকারণ সীতাকে অপহরণ করিয়া নিয়াছে; সুতরাং এই ভয়ঙ্কর জীবলোক রূপ নরকে, পাপিষ্ঠ আমার জীবিত থাকাকেই ধিক্। ১৭॥

কৌশল্যা। কন্যে! জানকি! কি করিব পোড়া জীবনের বন্ধন বজ্রলেপদ্বারা দৃঢ়ভাবে যেন যোজিত হওয়ায় একে বারে নিশ্চল হইয়া গিয়াছে; তাই মন্দভাগিনী আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না।

অরুন্ধতী। রাজকন্যে! আশ্বস্ত হও; মধ্যে মধ্যে অশ্রুবিসর্জনের বিরামও করিতে হইবে; তাহার আরও কারণ আছে; তুমি কি স্মরণ করিতেছে না? ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে তোমাদের কুলগুরু যে বলিয়াছিলেন; তাহা হইয়াছেই; কিন্তু ভবিষ্যৎ ফল মঙ্গলময় হইবে।

কৌশল্যা। ভগবতি! মনের আশা লোপ পাইয়াছে।

অরুন্ধতী। রাজপুত্রি! তবে কি তাহা মিথ্যা কথা বলিয়া মনে করিতেছ? হে সৎক্ষত্রিয়বংশজাতে! ইহা মিথ্যা বলিয়া মনে করিও না; তাহা হইবেই। (কারণ,)

যাঁহাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের যে সকল উক্তি, তাহাতে যেন সংশয় না হয়। কারণ,— ইঁহাদের বাক্যে উৎকৃষ্ট সত্যসম্পদ লাগিয়াই থাকে; উঁহারা মিথ্যা কথা বলেন না॥ ১৮॥

নেপথ্যে কোলাহল। সকলে শুনিতে লাগিলেন।

জনক। আজ বেদপাঠীদিগের অনধ্যায়; এই জন্য যাহারা উদ্ধতভাবে খেলা করিতেছে, সেই ব্রাহ্মণবালকগণের কোলাহল।

কৌশল্যা। বাল্যকালে সুখটা সুলভই হইয়া থাকে। (নিরূপণ করিয়া) ওমা! ইহাদের মধ্যে এটি কে, রামচন্দ্রের শোভায় পরিশোভিত, সুলক্ষণ, সুন্দর এবং সুন্দরভঙ্গিসমন্বিত অঙ্গ দ্বারা আমাদের নয়নও শীতল করিতেছে?।

অরুন্ধতী। (ফিরিয়া, আনন্দ ও উৎকণ্ঠার সহিত স্বগত) গঙ্গাদেবী যে, গুপ্ত বৃত্তান্ত জানাইয়াছিলেন, আমি মনে করি,—

ইহাই সেই কর্ণের অমৃতরূপ বৃত্তান্ত; কিন্তু আয়ুষ্মান্ কুশ ও লবের মধ্যে এটি কে? ইহা বুঝিতেছি না।

জনক। নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ, কাকপক্ষশোভিত এবং পবিত্রশোভাসম্পন্ন, আর সেই দেহশোভা দ্বারা ব্রাহ্মণবালকগণকে যেন অলঙ্কৃত করিতেছে; সুতরাং আমার বৎস সেই রামচন্দ্র যেন পুনরায় বালক হইয়াছেন; আর দৃষ্টিগোচর হইয়া, হঠাৎ নয়নযুগলে অমৃতলেপের কার্য্য করিতেছে; অতএব এই বালকটি কে?॥ ১৯॥

কঞ্চুকী। আমি মনে করি,- এই বালকটি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারী হইবে।

জনক। ইহা সত্য। দেখুন।

পৃষ্ঠের দুই দিকে দুইটি তূণীর ধারণ করিতেছে; তাহার ভিতরের বাণগুলির কঙ্কপক্ষ সকল, লম্বিত কেশকলাপকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইতেছে; বক্ষস্থলে পবিত্র ভস্মরাশির চিহ্ন রহিয়াছে; রুরুর (হরিণবিশেষের) চর্ম্ম ধারণ করিয়াছে; পরিধেয় বসন; মঞ্জিষ্ঠারাগে রঞ্জিত এবং তাহা, মৌর্বী মেখলা দ্বারা বদ্ধ; আর বাম হস্তে ধনু এবং দক্ষিণ হস্তে জপের মালা ও অশ্বত্থের দণ্ড রহিয়াছে॥ ২০॥

ভগবতি! অরুন্ধতি! এ বালকটি কোথা হইতে আসিয়াছে, এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?।

অরুন্ধতী। আমরা ও, অদ্যই আসিয়াছি।

জনক। আর্য্যগৃষ্টি! আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আপনি, ভগবান্ বাল্মীকির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করুন এবং এই বালকটীকে বলুন যে, "তোমার অপরিচিত এই বৃদ্ধগণ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন।"

কঞ্চুকী। যাহা আদেশ করেন। (এই বলিয়া চলিয়া গেলেন)।

কৌশল্যা। এইরূপ বলিলে আসিবে কি? এবিষয় আপনারা কি বলেন?।

অরুন্ধতী। এইরূপ আকৃতির কি সদ্ব্যবহার নষ্ট হয়?।

কৌশল্যা। সেই বৎসটী, বিনয়ের সহিত গৃষ্টির (কঞ্চুকীর) বাক্য শুনিয়া, ঋষিবালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, এই আমাদের অভিমুখেই আসিতেছে।

জনক। (বহুকাল যাবৎ দেখিয়া) ওহে! এ কোন অনির্বচনীয় বস্তু!।

এই বালকটীতে সাতিশয় মাহাত্ম্য রহিয়াছে; সে মাহাত্ম্যটী আবার বিনয় ও শিশুতার সরলতায় কোমল হইয়াছে এবং সে মাহাত্ম্য; বিচক্ষণেরই বোধগম্য; কিন্তু অবিচক্ষণের বোধগম্য নহে। যেমন ক্ষুদ্র চুম্বুকলোহার খণ্ড, লোহাকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ গুরুতর আনন্দ, আমার নিশ্চল হৃদয়কেও, আকর্ষণ করিতেছে। ২১।

লব। (প্রবেশ করিয়া, স্বগত-) ইঁহারা আমার পূজনীয় হইলেও, ইঁহাদের নাম বা বংশ, কিম্বা কাঁহাকে পূর্ব্বে বা পরে নমস্কার করিতে হইবে তাহা জানি না; সুতরাং কি ধরণে ইঁহাদিগকে নিজে ঠিক্ করিয়া নমস্কার করিব?। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু এই রকমটা বিরুদ্ধ নহে- ইহা প্রাচীনদিগের নিকট শুনিয়া থাকি। (বিনয়ের সহিত নিকটে যাইয়া) লবের মস্তক দ্বারা এই আপনাদের পূজ্যতাক্রমে নমস্কার।

অরুন্ধতী ও জনক। কল্যাণভাজন! আয়ুষ্মান্ হও।

কৌশল্যা। বৎস! চিরজীবী হও।

অরুন্ধতী। আইস বৎস! (এই বলিয়া লবকে ক্রোড়ে করিয়া স্বগত) ভাগ্যবশতঃ কেবল আমার ক্রোড় নহে, দীর্ঘকালের পর অভিলাষও পূর্ণ হইল।

কৌশল্যা। বৎস! এই দিকেও একবার আইস। ( ক্রোড়ে করিয়া ) ওমা! ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, অথচ উন্নত দেহ দ্বারাই যে কেবল রামভদ্রের অনুকরণ করিতেছে, তাহা নহে; মুখের ভিতরে পদ্মের কেশর থাকায় যাহার স্বর সুমধুর হয়, সেই কলহংসের শব্দের ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ কণ্ঠস্বর দ্বারাও রামভদ্রের অনুকরণ করিতেছে, আর পূর্ণাবয়ব পদ্মকোষের ন্যায় এই বৎসটীর শরীরস্পর্শও, রামভদ্রের তুল্যই। বৎস! দেখি তোমার মুখচন্দ্র খানি। ( চিবুক উত্তোলন করিয়া, বিশেষরূপে দেখিয়া, অশ্রু ও বিশেষ অভিপ্রায়ের সহিত ) রাজর্ষি! দেখিতেছেন না কি, নিপুণভাবে দেখিলে, ইহার মুখখানি, বৎসা সীতার মুখচন্দ্রের সহিত মিলিতই হয়।

জনক। দেখিতেছি, সখি! দেখিতেছি।

কৌশল্যা। ওহে! আমার চিত্ত যেন উন্মত্ত হইয়া, কোন বিষয় চিন্তা করতঃ, বহুরকম প্রলাপ বলিতেছে।

জনক। [ বিশেষভাবে দেখিয়া ]

বৎসা সীতা ও রামচন্দ্রের সমস্তই সেই আকৃতি এবং সেই কান্তি, এই বালকটীতে অবিকল প্রতিবিম্বিত হইয়াই প্রকাশ পাইতেছে এবং সে-ই বাক্য, সে-ই বিনয়, আর স্বভাবিক সে-ই পবিত্র প্রভাব ব্যক্ত হইতেছে। হা হা বিধাতঃ! আমার চঞ্চল মন, কেন উৎপথে ধাবিত হইতেছে ॥ ২২ ॥

কৌশল্যা। তোমার মা আছে? বাপকে স্মরণ করিয়া থাক?।

লব। না না।

কৌশল্যা। তবে, কার তুমি?।

লব। ভগবান্ বাল্মীকির।

কৌশল্যা। বৎস! বলিতে হইবে, বল।

লব। এতটুকু মাত্রই জানি।

নেপথ্যে। ওহে ওহে সৈন্যগণ! কুমার চন্দ্রকেতু আদেশ করিতেছেন যে, কেহই যেন আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থান আমক্রমণ না করে।

অরুন্ধতী ও জনক। ও! যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষার জন্য, বৎস চন্দ্রকেতু উপস্থিত হইয়াছে, আজ তাহাকে দেখা যাইবে। সুতরাং আজ শুভ দিন বটে।

কৌশল্যা। বৎস লক্ষ্মণের পুত্র আদেশ করিতেছে,—এই অক্ষর গুলি অমৃতবিন্দুর ন্যায় সুন্দর শুনা যাইতেছে।

লব। আর্য্য! চন্দ্রকেতু নামে ইনি কে?।

জনক। দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে জান?।

লব। উঁহারাই ত রামায়ণ-উপাখ্যানের প্রধান পাত্র?।

জনক। হাঁ।

লব। তাঁহাদিগকে কেন জানিব না?।

জনক। ইনি, সেই লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু।

লব। তাহা হইলে, উর্ম্মিলার পুত্র এবং রাজর্ষি মিথিলাধিপতির দৌহিত্র।

অরুন্ধতী। (হাস্য করিয়া) বৎস, রামায়ণ-উপাখ্যানের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

জনক। (চিন্তা করিয়া) যদি তুমি, উপাখ্যানে এইরূপ অভিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে বল দেখি, জিজ্ঞাসা করিতেছি,— সেই দশরথের পুত্রদিগের কোন্ কোন্ ভার্য্যাতে কি কি নামে কতগুলি সন্তান জন্মিয়াছে?।

লব। উপাখ্যানের এই অংশটী, আমি বা অন্য কেহ পূর্ব্বে শোনে নাই।

জনক। কবি (বাল্মীকি) কি রচনাই করেন নাই ?।

লব। রচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই। তাহারই কোন এক অংশকে অন্য সন্দর্ভের সঙ্গে মিলাইয়া, অভিনয়ের উপযোগী সরস করিয়াছেন এবং ভগবান্ মুনি (বাল্মীকি) তাহা নিজ হস্তে লিখিয়া, নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সূত্রকার ভরত- মুনির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

জনক। কি জন্য ?।

লব। সেই ভগবান্ ভরতমুনি, অপ্সরাদের দ্বারা তাহার অভিনয় করাইবেন; এই জন্য।

জনক। এ সমস্তই, আমাদের কৌতুকজনক।

লব। ভগবান্ বাল্মীকির কিন্তু সেই অংশটীতে গুরুতর যত্ন রহিয়াছে; কতকগুলি ছাত্রের হাত দিয়া, সেই পুস্তক খানিকে, ভরতের আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আর তাহাদের বিপদ নিবারণের জন্য, ধনুষ্পাণি অবস্থায় আমার ভ্রাতাকে, তাহাদের অনুগামী করিয়া পাঠাইয়াছেন।

কৌশল্যা। বৎস! তোমার ভাইও, আছে ?।

লব। আছেন; সেই আর্য্যের নাম 'কুশ'।

কৌশল্যা। জ্যেষ্ঠ ইহা বলা যায় ?।

লব। ইহা এইরূপই বটে; প্রসবক্রমে তিনি জ্যেষ্ঠ।

জনক। তোমরা কি যমজ ?।

লব। হাঁ।

জনক। বল, উপাখ্যানের শেষটী কি রকম ?।

লব। রাজা, পুরবাসিবর্গের মিথ্যাপ্রবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া, যজ্ঞভূমি-সমুৎপন্না সীতাদেবীকে নির্বাসিত করিলেন; আর লক্ষ্মণ, আসন্ন-প্রসববেদনা অবস্থায় একাকিনী সেই সীতাদেবীকে বনে পরিত্যাগ করিয়া, ফিরিয়া আসিলেন (ইহাই শেষ)।

কৌশল্যা। হা বৎসে! মনোহরচন্দ্রবদনে! একাকিনী অবস্থায় তোমার কুসুমকোমল শরীরের এই সময় দৈবদুর্নিয়োগবশতঃ কি ভয়ঙ্কর পরিণামই উপস্থিত হইয়াছিল!।

জনক। হা বৎসে! তুমি নূতন অথচ দারুণ অপমান এবং প্রসবকালকৃত সেই বেদনা অনুভব করিয়া, মাংসভোজী জন্তুগণ চারি দিকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলে; অত্যন্তভীত হইয়া, আমি রক্ষক এই জন্য, নিশ্চয়ই বারং বার আমাকে স্মরণ করিয়াছিলে॥ ২৩॥

লব। (অরুন্ধতীর প্রতি) আর্য্যে! ইহারা কে?।

অরুন্ধতী। ইনি কৌশল্যা, ইনি জনক।

লব। (বিশেষ আদর, বিষাদও কৌতুকের সহিত দেখিতে লাগিল)

জনক। দুরাত্মা পুরবাসিগণের কি মর্য্যাদাহীনতা!- রাজা রামের কি হঠাৎ কার্য্যকারিতা!।

আমি সর্ব্বদাই এই হিংসাকর দারুণ বজ্রপাত জানিতেছিলাম, কিন্তু ধনু দ্বারাই হউক, কিম্বা অভিশাপ দ্বারাই হউক, 'ধক্' করিয়া ক্রোধের জ্বলিয়া উঠিবার ইহাই সময়॥

কৌশল্যা। ভগবতি! অরুন্ধতি! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; ক্রুদ্ধ রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন।

অরুন্ধতী। গুরুজনকৃত এই তিরস্কারই, অপমানিত মনস্বীদিগের প্রায়শ্চিত্ত; বিশেষতঃ, রাজন্! রাম আপনার সন্তান এবং ক্ষুদ্র প্রজারাও আপনার রক্ষণীয়॥ ২৪॥

জনক। অথবা রামচন্দ্রে সে উভয়ই (ধনুর্ধারণ এবং শাপ) বিরত হউক; কারণ তিনি আমার পুত্রস্নেহের পাত্র: আর পুরবাসীদিগের মধ্যেও; বহুপরিমাণেই ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ এবং স্ত্রীলোক রহিয়াছে॥ ২৫॥

ব্রাহ্মণবালকগণ ব্যস্ত অবস্থায় প্রবেশ করিয়া। কুমার! লোকালয়ে "অশ্ব" "অশ্ব" বলিয়া কোন প্রাণিবিশেষ শুনা যায়; এখন আমরা সেই প্রাণীকে এই প্রত্যক্ষ করিলাম।

লব। পশুশাস্ত্রে ও যুদ্ধশাস্ত্রে "অশ্ব" "অশ্ব" এইরূপ পাঠ করিয়াছি; তা বল কি রকম?।

ব্রাহ্মণবালকগণ। শোন।

পিছনের দিকে বৃহৎ লাঙ্গুল ধারণ করিতেছে; তাহা আবার অনবরত সঞ্চালিত করিতেছে; তাহার গ্রীবা দীর্ঘ এবং চারি খানাই খুর; নবতৃণ ভক্ষণ করে আমের মত বড় বড় বিষ্ঠাপিণ্ড ত্যাগ করে; এসব বলিয়া কি হইবে; সে কিন্তু দূরে যাইতেছে; সুতরাং আইস আইস, আমরা যাই ॥২৬॥

(বালকগণ এই বলিয়া, নিকটে যাইয়া, লবের উত্তরীয় কৃষ্ণসারের চর্ম্মে এবং হস্তযুগলে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল)

লব। (কৌতুক, বাধা ও বিনয়ের সহিত) আর্য্যগণ! দেখুন, দেখুন; ইহারা আমাকে নিয়া চলিল। (এই বলিয়া তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ করিতে লাগিল)।

অরুন্ধতী ও জনক। বৎস কৌতুক পূর্ণ করুক।

কৌশল্যা। ভগবতি! আমি বুঝিতেছি যে, ইহাকে না দেখিয়া যেন, বাঁচিব না; অত এব অন্য স্থানে যাইয়া, গমনকারী এই দীর্ঘায়ুকে দেখি।

অরুন্ধতী। সেই চঞ্চলস্বভাব বালকটী, অতিবেগে দূর পথ অতিক্রম করিয়াছে; তুমি দেখিবে কিরূপে।

কঞ্চুকী (প্রবেশ করিয়া)। ভগবান্ বাল্মীকি বলিলেন,— "আপনারা ইহা (লবের বৃত্তান্ত) যথাসময়ে জানিতে পারিবেন"।

জনক। ইহা অতিশয় দুর্বোধ; সুতরাং অনির্বচনীয় ঘটনা হইবে।

ভগবতি ! অরুন্ধতি ! সখি ! কৌশল্যে ! আর্য্যা ! গৃষ্টে ! আমরা নিজেরাই যাইয়া ভগবান্ বাল্মীকিকে দেখি।

( ইহার পর প্রাচীনগণ চলিয়া গেলেন )

ব্রাহ্মণবালকগণ। কুমার ! সেই আশ্চর্য্য প্রাণীকে দেখ।

লব। দেখিয়াছি, বুঝিয়াছিও ; নিশ্চয়ই এই অশ্ব, অশ্বমেধ-যজ্ঞের।

ব্রাহ্মণবালকগণ। কিপ্রকারে জানিলে ?।

লব। ওহে মূর্খগণ ! তোমরা সেই অশ্বমেধকাণ্ডে ত পড়িয়াছই। দেখিতেছ না কি ? একশতসংখ্যক কবচধারী, একশতসংখ্যক দণ্ডধারী এবং একশসংখ্যক ধনুর্দ্ধারী রক্ষক থাকিবে ; এই সৈন্যগুলিও প্রায় সেই রকমই দেখিতেছি। যদি ইহাতে বিশ্বাস না কর, তবে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর।

ব্রাহ্মণবালকগণ। ওহে ! ওহে ! পরিবেষ্টিত অবস্থায় এই অশ্ব, কি প্রয়োজনে ভ্রমণ করিতেছে ?।

লব। ( স্পৃহার সহিত সগত ) ও ! " অবমেধ " ইহা, বিশ্ববিজয়ী ক্ষত্রিয়দিগের তেজের সূচক এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের ন্যূনতাজনক স্বকীয় উৎকর্ষের গুরুতর পরীক্ষাস্থান।

নেপথ্যে। রাবণবংশধ্বংসকারী এবং সপ্তলোকের মধ্যে অদ্বিতীয়বীর রাম-চন্দ্রের এইঅশ্ব এবং এই পতাকা; অথবা ইহা বীরত্বের ঘোষণামাত্র ॥ ২৭॥

লব। [ব্যথার সহিতই যেন ] ও ! কি উত্তেজক বাক্য !।

ব্রাহ্মণবালকগণ। বলিব কি, কুমার অভিজ্ঞই বটে।

লব। ওহে ! ওহে ! তবে কি পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য ? যে এই রকম দর্পের সহিত ঘোষণা করিতেছ।

নেপথ্যে। ওরে ! মহারাজের প্রতি আবার ক্ষত্রিয় কোথায় ?।

লব। অবিবেচকদিগকে ধিক্।

রাম, যদি সেইরূপ মহাবীরই হন, হউন ; কিন্তু অন্যপ্রকার এই ভয় প্রদর্শনটা কি। এ সব বলিয়া কি হইবে ; আমি উপস্থিত হইয়াই, তোমাদের পতাকা হরণ করিলাম॥ ২৮॥

ওহে ব্রাহ্মণবালকগণ! তোমরা এই অশ্বটাকে পরিবেষ্টন করিয়া লোষ্ট্র দ্বারা তাড়ন করিতে করিতে নিয়া যাও ; এই ক্ষুদ্র অশ্বটা, হরিণগণের মধ্যে বিচরণ করুক।

ক্রোধ ও দর্পসমন্বিত কোন পুরুষ (প্রবেশ করিয়া) এ চপলতাকে আমি ধিক্কার দি ; কি বলিলে? অস্ত্রধারী লোক সকল, উগ্রস্বভাব অথ চ নির্দ্দয়প্রকৃতি ; সুতরাং তাঁহারা বালকেরও,—গর্বিত বাক্য সহ্য করেন না। প্রসিদ্ধ বীর শত্রুহন্তা রাজপুত্র চন্দ্রকেতুও, আশ্চর্য্য-বনদর্শনের কৌতুকে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; যে পর্য্যন্ত তিনিও না আসেন, ইহার মধ্যেই তোমরা এই ঘন ঘন গাছগুলির ভিতর দিয়া, তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাও।

ব্রাহ্মণবালকগণ। কুমার! এই ঘোড়া দিয়া আমাদের দরকার নাই ; অস্ত্র চকমক করিতেছে, এই অবস্থায় অস্ত্রধারী লোকগুলি কুমারকে ভর্ৎসনা করিতেছে ; আশ্রমও দূরে ; অতএব আইস, আমরা হরিণের ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া পালাইয়া যাই।

লব। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কি অস্ত্র চকমক করিতেছে!। (ধনুতে গুণ আরোপণ করতঃ)

জিহ্বার ন্যায় গুণ, আমার এই ধনুখানাকে গোলাকার করুক, দন্তদ্বয়ের ন্যায় ইহার অগ্রদ্বয় ভয়ঙ্কর হউক এবং ইহা হইতে ঘন ঘন ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনি উঠিতে থাক ; এই অবস্থায় আমার এই ধনুর ভীষণ

অভ্যন্তরভাগ, প্রলয়কালে জগৎগ্রাস করিতে প্রবৃত্ত যমের মুখমণ্ডল-ব্যাদানের অনুকরণ করুক। ২৯।

(ইহার পর উপযুক্ত ভাবে পদক্ষেপ করিয়া, সকলে চলিয়া গেল)

---

কৌশল্যা ও জনকের সম্মেলননামে চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥০॥

---

## পঞ্চম অঙ্ক।

নেপথ্যে। ওহে ওহে সৈন্যগণ! হইয়াছে, আমাদের অবলম্বন হইয়াছে।

ওহে! চন্দ্রকেতু, আমাদের যুদ্ধ শুনিয়া, রথে (আরোহণ করিয়া) এই উপস্থিত হইতেছেন; ত্বরান্বিত সুমন্ত্র অশ্বগণকে চালাইতেছেন; তাহাতে অশ্বগণ ধাবিত হইয়া অত্যন্ত বেগবান্ হইয়াছে এবং উন্নত অবনত স্থানে চলিতে থাকায়, রক্তকাকনখ্‌নির্ম্মিত রথের ধ্বজ কম্পিত হইতেছে। ১।

তদনন্তর সুমন্ত্র-সারথি-চালিত রথে, ধনুষ্পাণি অবস্থায়, বিস্ময়, আনন্দ ও ব্যস্ততার সহিত চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! সুমন্ত্র! দেখুন দেখুন।

অপরিচিত এই বীরবালক, সমরাঙ্গনে সৈন্যগণের উপরে শিশিরের ন্যায় শর নিক্ষেপ করিতেছে; অবলম্বিত কিঞ্চিৎ কোপে ইহার মুখশ্রী রক্তবর্ণ হইয়াছে এবং পাঁচটি চূড়াই কম্পিত হইতেছে; আর ধনুর দুই দিকই অনবরত শব্দ করিতেছে। ২।

কি আশ্চর্য্য!। রঘুবংশের অপ্রসিদ্ধ নূতন অঙ্কুরের ন্যায়, একটিমাত্র মুনিবালক, সকল সৈন্যের দেহে, প্রজ্বলিত বহুতর শর প্রবেশ করাইয়া, আমার কৌতুক জন্মাইতেছে; হস্তিগণের গণ্ডের অস্থি মর্দ্দন করিবার সময় "টং টং" শব্দে ঐ শরাঘাত ভয়ঙ্কর হইতেছে ॥ ৩ ॥

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য!।

সুমন্ত্র। আয়ুষ্মন্! দেবগণ এবং দানবগণেরও বিক্রম লঙ্ঘনকারী এবং তোমারই তুল্য-আকৃতি এই বালটিকে দেখিয়া আমি, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞধ্বংসকারী রাক্ষসগণের বিনাশের সময় ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৪ ॥

চন্দ্রকেতু। কিন্তু এই এক জনকে লক্ষ্য করিয়া, বহুলোকের যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে; ইহাতে আমার চিত্ত লজ্জিত হইতেছে।

কদলীবৃক্ষের ন্যায় বিশাল হস্তে ধৃত ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহ, চকমক্ করিতেছে; স্বর্ণের কিঙ্কিণীগুলি শব্দ করিতেছে; রথগুলি "ঝন ঝন" শব্দ করিতেছে এবং এই সৈন্যগণের মধ্যে মেঘের ন্যায় প্রচুর মদজলবর্ষী হস্তীও রহিয়াছে; এই অবস্থায় সকল সৈন্য, সম্মিলিত হইয়া, সমরাঙ্গনে এই একটিমাত্র শিশুকে পরিবেষ্টন করিয়াছে ॥ ৫ ॥

সুমন্ত্র। বৎস! ইহারা সম্মিলিত হইয়াই বা ইহার কি করিবে, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে আর বলিবার কি আছে।

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! ত্বরা করুন; কারণ, এ, আমার আশ্রিত জনের গুরুতর বিধ্বংস আরম্ভ করিয়াছে। দেখুন——

এই বালক, জ্যাশব্দ উৎপাদন করিতেছে; আমাদের পক্ষের বিশাল দুন্দুভিধ্বনি, ঐ জ্যাশব্দকে বর্দ্ধিত করিতেছে; লতা প্রভৃতি দ্বারা পর্ব্বতের আবৃত স্থানে যে সকল হস্তী, ভয়বশতঃ রব করিতেছে; ঐ জ্যাশব্দ, তাহাদেরও কর্ণপীড়া জন্মাইতেছে; এদিকে ঐ বীরবালক

বহুসৈন্যের মস্তকচ্ছেদ করিয়াছে, সেই দেহগুলি স্পন্দিত হইতেছে, এবং মস্তকগুলিতে ভূতল ব্যাপ্ত হইয়াছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, যম প্রচুর আহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারই ভয়ঙ্কর মুখ হইতে নিপতিত ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারাই যেন সমরাঙ্গন পরিব্যাপ্ত হইতেছে॥ ৬॥

সুমন্ত্র। (স্বগত) এই রূপ বীরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবার জন্য, বৎস চন্দ্রকেতুকে কি করিয়া অনুমতি দি?। (চিন্তা করিয়া) অথবা আমরা ইক্ষ্বাকুগৃহের প্রাচীন; সুতরাং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আর উপায় কি।

চন্দ্রকেতু। (বিস্ময়, লজ্জা ও ব্যস্ততার সহিত) ধিক্; আমার সৈন্যগণ সকল দিকেই পরাঙ্মুখ হইল।

সুমন্ত্র। (রথের বেগ অভিনয় করিয়া) আয়ুষ্মন্! সেই বীর এই তোমার আলাপের বিষয় হইয়াছে (নিকটবর্ত্তী হইয়াছে)।

চন্দ্রকেতু। (বিস্মরণ অভিনয় করিয়া) আর্য্য! যুদ্ধের বার্ত্তাবাহীরা ইহাঁর কি নামটা বলিয়াছিল?।

সুমন্ত্র। বৎস! "লব" এই নাম।

চন্দ্রকেতু। ওহে ওহে মহাবাহু লব! এই সকল সৈন্যগণ দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন?। এই আমি রহিয়াছি, আমার নিকটে আইস; তেজ তেজে লীন হউক॥ ৭॥

সুমন্ত্র। কুমার! দেখ দেখ।

দর্পিত সিংহশাবক যেমন মেঘের গর্জন শুনিয়া, হস্তিসমূহের বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই রূপ এই বীরবালক, তোমাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া, সৈন্য বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে॥ ৮॥

তদনন্তর সত্বর ও দর্পিতভাবে পাদ ক্ষেপ করিয়া লবের প্রবেশ।

লব। ভাল, রাজপুত্র! ভাল; সত্যই আপনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়; তা এই আমি ফিরিয়া আসিয়াছিই।

নেপথ্যে বৃহৎ কৈালাহল।

লব। ( আবেগের সহিত ফিরিয়া ) কি সেনাপতিগণ এখনই পরাজিত হইয়াও, আবার ফিরিয়া, যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া, সকল দিকেই দর্পের সহিত দাঁড়াইয়া, আমাকে প্রহার করিতেছে! তা নীচপ্রকৃতিদিগকে ধিক্।

প্রলয়কালীন বায়ুবেগে উদ্বেলিত সমুদ্রের জলপ্রবাহ যেমন পর্বতসংঘর্ষে ক্ষুভিত বাড়বানলের কবলতা প্রাপ্ত হয় সেই রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘনঘন উৎপন্ন তুমুল সৈন্যকোলাহল, আমার প্রচণ্ড ক্রোধানলের কবলতা প্রাপ্ত হউক॥ ৯॥

( এই বলিয়া পাদক্ষেপ করিতে লাগিল )

চন্দ্রকেতু। ওহে ওহে কুমার!

তুমি, অত্যন্ত আশ্চর্য্য গুণাধিক্যবশতঃ আমার প্রীতিকর হইয়াছ; অতএব তুমি আমার সখা হইয়াছ; সুতরাং যাহা আমার তাহাই তোমার। তবে নিজের পরিজনের প্রতি উৎপীড়ন করিতেছ কেন?। ওহে! তোমার দর্পের পরীক্ষার স্থান এই চন্দ্রকেতু॥ ১০॥

লব। ( আনন্দ ও ব্যস্ততার সহিত ফিরিয়া ) ওহে! মহাপ্রভাবশালী সূর্য্যবংশীয় কুমারের বীরবাক্যপ্রয়োগ, প্রসন্ন ও বটে, কর্কশ ও বটে। তা, ইহাদের দ্বারা কি হইবে ইহাকেই সম্মানিত করি।

নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল।

লব। ( ক্রোধ ও আত্মাবজ্ঞার সহিত ) আঃ! বীরের সহিত সম্মিলিত হইবার বিঘ্নকারী এই সকল সৈন্য দ্বারা আমি বার বার বিড়ম্বিত হইতেছি। ( সৈন্যগণের অভিমুখে পাদক্ষেপ করিতে লাগিল )।

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! এই দেখিবার বিষয়টী দেখুন।

দর্প ও কৌতুকবশতঃ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছে; আবার পশ্চাৎ দিক্ হইতে আমাদের সৈন্যগণ অনুসরণ করিতেছে বলিয়া ধনু উত্তোলন করিয়াছে; সুতরাং এই লব, দুই ভাবে উত্থিত-বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনুসমন্বিত মেঘের শোভা ধারণ করিতেছে ॥ ১১ ॥

সুমন্ত্র। কুমারই (তুমিই) ইহাকে দেখিতে জানে; আমি কিন্তু কেবল বিস্ময়ে অবশ হইয়াছি।

চন্দ্রকেতু। ওহে ওহে রাজগণ!

আপনারা হস্তী, অশ্ব ও রথে স্থিত, অসংখ্য, বর্ম্মে আবৃতদেহ এবং বয়সে জ্যেষ্ঠ; আর এই যোদ্ধা পাদচারী, একাকী, পবিত্র কৃষ্ণসারচর্ম্মের উত্তরীয়ধারী এবং নূতন বয়স বলিয়া কমনীয়দেহ; এই অবস্থায় আপনারা যে যুদ্ধে উদ্যম করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদিগকেও ধিক্, আমাকেও ধিক্ ॥ ১২ ॥

লব। (ক্রোধের সহিত) ইনি যে দয়া করিতেছেন!। (চিন্তা করিয়া) হউক, কালক্ষেপ না হওয়ার জন্য, জৃম্ভকাস্ত্র দ্বারা সকল সৈন্যগণকে স্তব্ধ করি (এই বলিয়া ধ্যানের অভিনয় করিতে লাগিল)

সুমন্ত্র। তা, হঠাৎ আমাদের সৈন্যের কোলাহল বিরত হইল কেন?।

লব। ধৃষ্টতার সহিত এখন আমি ইহাকে দেখি।

সুমন্ত্র। (ব্যস্ততার সহিত) বৎস! আমি মনে করি যে এই কুমার (লব) জৃম্ভকাস্ত্র আহ্বান করিয়াছে।

চন্দ্রকেতু। এ বিষয়ে সন্দেহ কি।

অন্ধকার ও বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর সম্মিশ্রণ, এখানে আবির্ভূত হইয়াছে;

মনোযোগের সহিত চক্ষু নিক্ষেপ করিলেও, তাহা প্রথম আকর্ষণ করে; পরে ছাড়িয়া দে এবং উৎপীড়িত করে। এই সৈন্যগণ, চিত্রিতের ন্যায় নিষ্পন্দ রহিয়াছে; সুতরাং নিশ্চয়ই অমিতপ্রভাব জৃম্ভকাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

প্রলয়কালে উত্তোলন ও সঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা জগৎ সংসারকে সংহার করিতে সমর্থ, বেগবান্ ও ভয়ঙ্কর এইরূপ বায়ু কর্ত্তৃক যাহা বিক্ষিপ্ত হয় এবং সংযুক্ত মেঘসমূহের বিদ্যুতে যাহার গুহাগুলি পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়; বিন্ধ্যপর্ব্বতের সেই সকল শৃঙ্গের ন্যায় এই জৃম্ভকাস্ত্রগুলিকে দেখা যাইতেছে; আর এই জৃম্ভকাস্ত্রগুলি, পাতালের অভ্যন্তরে লতাদি দ্বারা আবৃত স্থানে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল পিত্তলের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ তেজে ইহার (জৃম্ভকাস্ত্রের) দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে; এই সকল জৃম্ভকাস্ত্র আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

সুমন্ত্র। ইহার আবার জৃম্ভকাস্ত্রের প্রাপ্তি হইবে কোথা হইতে?।

চন্দ্রকেতু। ভগবান্ বাল্মীকি হইতে ইহা আমি মনে করি।

সুমন্ত্র। উহার (বাল্মীকির) অস্ত্রব্যবহার নাই, বিশেষতঃ জৃম্ভকাস্ত্রের। যে হেতু —

এই সকল জৃম্ভকাস্ত্র, কৃশাশ্ব হইতে উৎপন্ন; কৃশাশ্ব হইতে বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়াছিল; তাহার পর বিশ্বামিত্র দান করিয়াছিলেন বলিয়া, রামভদ্রে আসিয়া রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

চন্দ্রকেতু। সত্ত্বগুণের প্রকাশ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে মন্ত্রজ্ঞ অন্য মহাত্মারাও নিজেরাই জানিতে পারেন।

সুমন্ত্র। বৎস! সাবধান হও; মহাবীর উপস্থিত হইয়াছে।

লব ও চন্দ্রকেতু। (পরস্পরের প্রতি) ভাল, কুমার প্রিয়-দর্শন বটেন। (স্নেহ ও অনুরাগের সহিত দর্শন করিয়া)

উহাকে দেখার পর, কি ঈশ্বরেচ্ছাকৃত সম্মেলন, না গুণের আধিক্য, কিম্বা জন্মান্তরীয় গাঢ়বন্ধননিবন্ধন কোন চিরপরিচয়, অথবা দৈববশতঃ অজ্ঞাত কোন আত্মীয় সম্বন্ধ, আমার চিত্তকে একাগ্র করিতেছে? ॥ ১৬ ॥

সুমন্ত্র। প্রায়ই প্রাণিগণের ধর্ম্ম এই যে, কাহারও প্রতি কাহারও অনুরাগাত্মক প্রণয় জন্মে; যে প্রণয়কে লোকে "তারামৈত্রক কিম্বা চক্ষূরাগ" ইহা বলিয়া ব্যবহার করে; সেই প্রণয়কে লোকে "ইয়ত্তাবিহীন ও অকারণজন্য" বলিয়া থাকে।

বিনা কারণে যে প্রণয় জন্মে, তাহার নাশ হয় না। কারণ স্নেহস্বরূপ সেই সূত্র, অন্তরের মর্ম্মস্থানগুলিকে সেলাই করিয়া দেয় ॥ ১৭ ॥

লব ও চন্দ্রকেতু। (পরস্পরের প্রতি) পালিস করা রাজপট্ট-মণির ন্যায় কমনীয় এই শরীরে কি প্রকারে বাণক্ষেপ করিব? যে শরীর পাওয়া মাত্র, আলিঙ্গনের ইচ্ছায় আমার অঙ্গসকল, উৎপন্নরোমাঞ্চ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৮ ॥

কিন্তু আমার প্রচণ্ড প্রভাবের আক্রমণকারী এই ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রব্যবহার ভিন্ন অন্য কি উপায় আছে? আর সে অস্ত্র দিয়াই বা কি হইবে, যে অস্ত্রের বিষয় এই রূপ লোক না হইবে। এ, অস্ত্র উত্তোলন করিলেও, আমি যুদ্ধে বিমুখ থাকিলে, এই বা আমাকে কি বলিবে; সুতরাং বীরগণের ভয়ঙ্কর নিয়ম, স্নেহের নিয়মকে বাধা করে ॥ ১৯ ॥

সুমন্ত্র। (লবকে দেখিয়া, অশ্রুপাতের সহিত স্বগত) হে মন! তুমি কেন অন্যরকম কল্পনা করিতেছ।

অভিলাষের যাহা কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বিধাতা নষ্ট করিয়াছেন।

লতা পূর্ব্বেই ছিন্ন হইলে, পুষ্পের উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে?॥ ২০॥

চন্দ্রকেতু। আর্য্য! সুমন্ত্র! আমি রথ হইতে অবতরণ করি।

সুমন্ত্র। তাহা কিসের জন্য?।

চন্দ্রকেতু। যে হেতু, এই বীরপুরুষ সম্মানিত হন; আরও, আর্য্য! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। কারণ শাস্ত্রজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, রথারোহিগণ, পাদচারীকে প্রহার করেন না।

সুমন্ত্র। (স্বগত) কষ্টকর অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম যে। (কারণ) আমার মত লোক, ন্যায়সঙ্গত কার্য্য কি প্রকারে নিষেধ করিবে? আবার কি প্রকারেই বা একমাত্র সাহসের কার্য্যের অনুমতি দিবে॥ ২১॥

চন্দ্রকেতু। ধর্ম্ম ও অর্থের সংশয় উপস্থিত হইলে, যখন পিতৃপুরুষগণ ও, পিতার প্রিয়সখা বলিয়া, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করেন; তখন আপনি কি বিবেচনা করিতেছেন?।

সুমন্ত্র। আয়ুষ্মান্! তুমি ইহাই (রথ হইতে অবতরণই) ধর্ম্মসঙ্গত মনে করিয়াছ।

ইহাই যুদ্ধের নিয়ম, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম এবং ইহাই রঘুবংশীয় মহাপুরুষগণের বীরাচারের পদ্ধতি ॥ ২২ ॥

চন্দ্রকেতু। আপনার বাক্য, অনুরূপই বটে।

ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং রঘুবংশের কৌলিক রীতি,— এ সমস্ত আপনারাই জানেন॥ ২৩॥

সুমন্ত্র। (স্নেহও অশ্রুপাতের সহিত আলিঙ্গন করিয়া) বৎস! ইন্দ্রজিতের নিহন্তা তোমার পিতা বৎস লক্ষ্মণ যে জন্মিয়াছে; সে আজ কয়টি দিন; তাহার পুত্রও, বীরব্যবহারের অনুসরণ করিতেছে; সুতরাং ভাগ্যবশতঃ দশরথের বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রকেতু। (কষ্টের সহিত) রঘুকুলপ্রধান রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠা কি হইল, এই দুঃখেই আমার অপর পিতৃপর্য্যায়ত্রয়, সন্তপ্ত হইতেছেন ॥ ২৫ ॥

সুমন্ত্র। অহহ! চন্দ্রকেতুর এই কথাগুলি, হৃদয়ের মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিতেছে।

লব। বর্ত্তমানে আমার হৃদয়ে বাৎসল্য ও বীররস মিশ্রিত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে।

চন্দ্র উদিত হইলে, কুমুদিনী যেমন আনন্দ লাভ করে; ইহার (চন্দ্রকেতুর) দর্শনে আমার দৃষ্টিও, তেমন আনন্দ লাভ করিতেছে। কিন্তু এই বাহু আবার. 'ঝণ, ঝণ' এই রূপ কর্কশভাবে শব্দায়মান গুণের আকর্ষণে গর্জনকারী বিশাল ধনুর প্রতি আগ্রহ ধারণ করিয়াছে এবং এই বাহুর ভয়ঙ্কর উৎসাহরস প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২৬ ॥

চন্দ্রকেতু। (রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে থাকিয়া) আর্য্য! (সুমন্ত্র!) সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রকেতু অভিবাদন করিতেছে।

সুমন্ত্র। বরাহমূর্ত্তিধারী সনাতন নারায়ণ, মঙ্গলের জন্য, পুরঞ্জয়ের ন্যায় তোমারও, অন্যের অজেয়, পবিত্র ও বলবান্ তেজ দান করুন ॥ ২৭ ॥

আরও, যিনি তোমার বংশের উৎপাদক, সেই সূর্য্যদেব যুদ্ধে (বিজয় দান করিয়া) তোমাকে আনন্দিত করুন, যিনি তোমার গুরুজনবর্গেরও গুরু, সেই বশিষ্ঠদেবও তোমাকে আনন্দিত করুন। ইন্দ্রের, বিষ্ণুর, অগ্নির, বায়ুর এবং গরুড়ের বল, তোমার হউক; আর রাম ও লক্ষ্মণের ধনুষ্টঙ্কারের মন্ত্র, তোমার জয় দান করুক ॥ ২৮ ॥

লব। কুমার! তুমি রথে থাকিয়াই অত্যন্ত শোভা পাইতেছিলে; অতএব অতিরিক্ত আদর দেখাইবার প্রয়োজন নাই প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রকেতু। তাহা হইলে, মহাভাগও (আপনিও) অন্য রথ অলঙ্কৃত করুন।

লব। আর্য্য! (সুমন্ত্র!) রাজপুত্রকে রথের উপরে তুলুন।

সুমন্ত্র। তুমিও, চন্দ্রকেতুর বাক্য রক্ষা কর।

লব। নিজের ব্যবহার্য্যদ্রব্যে বিবেচনা করিবার ছিল কি; কিন্তু আমরা বনবাসী, তাই, রথে বিচরণ করা আমাদের অভ্যাস নাই।

সুমন্ত্র। বৎস! তুমি, অহঙ্কার অথচ বিনয়ের উপযুক্ত বলিতে জান বটে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামভদ্র, যদি এইরূপ তোমাকে দেখিতেন; তবে ইঁহার হৃদয় স্নেহে গলিয়া যাইত।

লব। আর্য্য! সেই রাজর্ষিকে সুজন বলিয়া শুনিতে পাই। (লজ্জার সহিতই যেন) কিন্তু——

আমরা ও, এইরূপ যজ্ঞধ্বংসী নহি; এই জগতে কোন্ ব্যক্তি, সেই রাজাকে দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণে আদর না করে? তথাপি অশ্বরক্ষকদিগের সেই উক্তিই, সকল ক্ষত্রিয়গণের অবমাননা করিয়াছে বলিয়া, ক্রোধে আমার বিকার জন্মাইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

চন্দ্রকেতু। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) পিতার (রামচন্দ্রের) প্রতাপের উৎকর্ষ শুনিলেও, আপনার অসহিষ্ণুতা হয় না কি?।

লব। এ বিষয়ে আমার অসহিষ্ণুতা হউক, বা না হউক; কিন্তু ইহা জিজ্ঞাসা করি,- রঘুবংশীয় সেই রাজাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া শুনি; সুতরাং তিনি নিজে অহঙ্কার করেন না, ইঁহার প্রজার মধ্যেও অহঙ্কার জন্মে না, তবে ইঁহার লোকগুলি রাক্ষসের বাক্য বলে কেন?।

মুনিগণ, উন্মত্ত ও গর্বিত লোকের বাক্যকে রাক্ষসের বাক্য বলিয়া থাকেন। কারণ, সেই বাক্যই সর্ব্বপ্রকার শত্রুতার হেতু এবং সেই বাক্যই লোকের অলক্ষ্মীস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

এই জন্যই লোকে গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বাক্যের নিন্দা করে

আবার তদ্বিপরীত বাক্যের, প্রশংসা করে।

সত্য অথচ প্রিয় যে বাক্য, সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করে; অলক্ষ্মীকে দূর করে, যশ উৎপাদন করে এবং পাপ নষ্ট করে; পণ্ডিতগণ সেই এই সত্য-প্রিয় বাক্যকে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের উৎপাদক কামধেনু বলিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

সুমন্ত্র। বাল্মীকির ছাত্র, পবিত্রস্বভাব এই বালকটি, মুনিগণের সমান-সংস্কারসম্পন্ন বাক্য বলিতেছে।

লব। চন্দ্রকেতু! তুমি আবার যে বলিলে—"পিতার প্রতাপের উৎকর্ষ শুনিলেও, আপনার অসহিষ্ণুতা হয় নাকি"; তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করি;— ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কি নির্দ্দিষ্টবিষয়?।

সুমন্ত্র। ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত সেই রাজা রামচন্দ্রকে তুমি মোটেই জান না যেহেতু এইরূপ বলিতেছ। অতএব অসম্ভব ঔদ্ধত্য হইতে বিরত হও বিরত হও।

সৈন্যগণের পরাজয় করিয়া সত্যই তুমি তেজস্বীর ন্যায় আচরণ করিয়াছ; কিন্তু পরশুরামেরও, দমনকারী রামচন্দ্রের প্রতি এরূপ বলিতে পার না ॥ ৩২ ॥

লব। (হাস্যের সহিত) 'সেই রাজা পরশুরামেরও, দমনকারী', এটা একটা উচ্চকণ্ঠে বলিবার বাক্য কি। (কারণ)

ইহাই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণের বল, বাক্যে; কিন্তু যাহা বাহুবল, তাহা ক্ষত্রিয়দিগের। পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়া, অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দমন করিয়া থাকিলে, তাহাতে সে রাজার প্রশংসা কি? ॥ ৩৩ ॥

চন্দ্রকেতু। (মর্ম্মবেদনার সহিত) আর্য্য! আর্য্য! একথার পর আর উত্তরের প্রয়োজন নাই।

বর্ত্তমানে ইনি অনির্ব্বচনীয় নূতনপুরুষাবতার হইয়াছেন কিনা

যাহার নিকট ভগবান্ পরশুরামও বীর নহেন। যাহাতে সপ্ত লোকের অভয়দান পর্য্যাপ্ত রূপে হইয়াছিল, সেই পবিত্র রামচরিত্রও, যিনি জানেন না॥ ৩৪॥

লব। কোন্ ব্যক্তি রামের চরিত্র ও মাহাত্ম্য জানে না ?। যদিও কিছু বক্তব্য আছে ; অথবা থাক।

তাঁহারা প্রাচীন ; সুতরাং তাঁহাদের চরিত্রের বিচার করা উচিত নহে ; সেই ভাবেই তাঁহারা থাকুন। অথবা কি বর্ণনা করিব ! সুন্দাসুরের স্ত্রী তাড়কাকে বধ করিয়াও, তাঁহারা জগতে অখণ্ডকীর্ত্তি ও মহাত্মাই হইয়াছেন। খরের সহিত যুদ্ধের সময় যে তিন পা অপরাঙমুখভাবে পিছনের দিকে সরিয়া ছিলেন ; কিম্বা বালিবধে যে নৈপুণ্য হইয়াছিল ; সে বিষয়ও লোকে জানে॥ ৩৫॥

চন্দ্রকেতু। আঃ, ওরে! পিতার নিন্দা দ্বারা ন্যায্যপথাতিক্রম-কারীন্! বড়ই অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ যে।

লব। ওরে! আমার উপরেই ভ্রুকুটীধারী হইয়াছ!।

সুমন্ত্র। ইহাদের ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার কারণ—পরস্পর প্রহারাভিপ্রায়জাত কম্প, শিখাসমূহের বন্ধন কম্পিত করিতেছে; স্বভাবতই রক্তপদ্মপত্রের প্রায় ?মান নয়নযুগল, আরও রক্তবর্ণ হইতেছে এবং হঠাৎ নৃত্যকারী ভ্রূযুগলের কৌটিল্য করায় ইহাদের মুখ দুইখানি সুস্পষ্ট চিহ্নসমন্বিত চন্দ্রের এবং উর্দ্ধে ভ্রমণকারী ভ্রমরান্বিত পদ্মের শোভা ধারণ করিতেছে॥ ৩৬॥

লব ও চন্দ্রকেতু। তা, এখান হইতে যুদ্ধের উপযুক্ত স্থানে যাই।

(ইহার পর সকলে চলিয়া গেল।)

কুমারবিক্রমনামে পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত॥ ০॥

## ষষ্ঠ অঙ্ক।

তদনন্তর উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া বিদ্যাধর দম্পতির প্রবেশ।

বিদ্যাধর। সূর্য্যবংশীয় এই বালক দুইটী, হঠাৎ যুদ্ধে উগ্রমূর্ত্তি হইয়াছে, ইহাদের ক্ষত্রিয়োচিত বিজয়শ্রী প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাদের বিক্রম দেখিয়া, দেব ও দানবগণ বিস্ময়ে অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রিয়ে! দেখ দেখ।

এই বালক দুইটী, দুইখানি শব্দায়মান ধনু বিস্তৃত করিয়া বাণক্ষেপ করিতেছে; ঐ ধনুর কিঙ্কিণীগুলি, কঙ্কণের ন্যায় "ঝণ ঝণ" শব্দ করিতেছে এবং বৃহৎগুণ ও দুই প্রান্তভাগ, ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতেছে; ইহাদের চূড়া অনবরত কাঁপিতেছে; এই অবস্থায় ইহাদের এই ভুবন-ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্য যুদ্ধ, ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১ ॥

ইহাদের দিব্য অস্ত্র সকলও, আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে; আবার দুই জনেরই মঙ্গলের জন্য, মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর দুন্দুভির "দুম্ দুম্" শব্দও ব্যাপ্ত হইতেছে ॥ ২ ॥

অতএব এই মহাবীর দুইটীর উপরে অবিরত পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ কর; তাহাতে যেন প্রস্ফুটিত, সুন্দর ও ঘন ঘন স্বর্ণপদ্মের মনোহর ধারা থাকে এবং তাহা যেন পারিজাতপ্রভৃতি দেবতরুর নূতন মণিময়কলিকাসমূহের মধুসংস্রবে আরও সুন্দর হয়।

বিদ্যাধরী। অসময়ে প্রকাশিত বিদ্যুতের আলোকে, আকাশমণ্ডল হঠাৎ যেন পিঙ্গলবর্ণ হই। গেল কেন?।

বিদ্যাধর। তবে কি আজ—

বিশ্বকর্ম্মার শাণযন্ত্রের ঘূর্ণনে ঘূর্ণমান সূর্য্যমণ্ডলের তেজের ন্যায় উজ্জ্বল, মহাদেবের ললাটস্থ নয়নের আবরণের উন্মোচন হইল না কি ?॥ ৩॥

( চিন্তা করিয়া ) ও ! বুঝিতে পারিয়াছি ,— বৎস চন্দ্রকেতু আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে ; যাহার এই অগ্নি-প্রভাবিস্তার। এখনে ধ্বজের চামরগুলি দগ্ধ হইয়া বিচিত্র হইলে , বিমান সকল পালাইয়া গিয়াছে ; আর এই সকল অগ্নির শিখা , ধ্বজস্থ অঙ্কুশে বদ্ধ পতাকার এক দিকে ক্ষণকালের জন্য কুঙ্কুমলেপনের শোভা ধারণ করিতেছে ॥ ৪ ॥

আশ্চর্য্য বটে ; মহাপ্রভাবশালী অগ্নিরাশি এই উৎপন্নই হইল ; ইহা বজ্রখণ্ড বিদারণে সমর্থ , উৎক্ষমান স্ফুলিঙ্গসমূহে বিশাল , এবং ভয়ঙ্কর ও সঙ্কুলভাবে লেলিহান জ্বালাসমূহে ভয়ানক। ইহার তাপ সকল দিকেই প্রচণ্ড হইয়া পড়িতেছে ; সুতরাং অঙ্গের আবরণে প্রিয়তমাকে আবৃত করিয়া , দূরে সরিয়া যাই। ( তাহাই করিল )।

বিদ্যাধরী। ভাগ্যবশতঃ , নির্ম্মল মুক্তার ন্যায় শীতল , স্নিগ্ধ, পালিস , অথচ কঠিন এই প্রিয়তমের দেহসংস্পর্শে আমার সন্তাপ তিরোহিতই হইয়াছে ; বিশেষতঃ নয়নযুগল , আনন্দে ঈষৎ মুদ্রিত ও ঘূর্ণিত হইতেছে।

বিদ্যাধর। ওঃহ ! এ বিষয়ে আমি কি করিলাম। অথবা কিছু না করিয়াও , সুখদ্বারাই দুঃখনাশ করে। কারণ , যে যাহার প্রিয়জন , সে তাহার নিকট কোন অনির্বচনীয় দ্রব্য ॥ ৫ ॥

বিদ্যাধরী। নিরন্তর চঞ্চল ও ঘূর্ণমান বিদ্যুতের শোভায় পরিশোভিত এবং মত্তময়ূরের কণ্ঠদেশের ন্যায় শ্যামবর্ণ মেঘসমূহ , আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল কেন ?।

বিদ্যাধর। ভাল ভাল , ইহা কুমারলব-নিক্ষিপ্ত বারুণাস্ত্রের প্রভাব। বেস্ , নিরন্তর জলধারাসমূহ-বৃষ্টিকর্ত্তৃক , আগ্নেয়াস্ত্র নিবারিত হইয়াছে।

বিদ্যাধরী। আমার প্রীতিকর বটে, আমার প্রীতিকর বটে।

বিদ্যাধর। হায়! হায়! সকল পদার্থই বেশী হইলে দোষের হইয়াই দাঁড়ায়। যে হেতু প্রবল ঝড়ের বেগে গম্ভীর ও "গুণ গুণ" শব্দকারী মেঘের আবরণে স্নিগ্ধ অন্ধকার হইয়াছে; সেই অন্ধকার যেন জগতের প্রাণিগণকে প্রগাঢ় ভাবে আবৃত করিয়াছে; এক উদ্যমেই জগৎ গ্রাস করিবার জন্য প্রসারিত মহাদেবের কণ্ঠবিবরের ভিতরেই যেন প্রাণিগণ অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়কালে নারায়ণ, যোগনিদ্রা দ্বারা দেহের সমস্ত দ্বার অবরুদ্ধ করিলে তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট থাকিয়াই যেন প্রাণিগণ কম্পিত হইতেছে। ভাল, বৎস চন্দ্রকেতু! ভাল; তুমি যে বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ; তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। যে হেতু—

তত্ত্বজ্ঞান যেমন ব্রহ্মপদার্থে জগতের লয় সম্পাদন করে, সেই রূপ বায়ব্যাস্ত্র, প্রচুর মেঘসমূহেরও, কোন স্থানে লয় করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ৬ ॥

বিদ্যাধরী। নাথ! এই কোন্ ব্যক্তি, দূর হইতেই ব্যস্ততার সহিত উত্তোলিত হস্তে বস্ত্রাঞ্চল ঘূর্ণিত করিয়া, মধুর বাক্যে যুদ্ধের নিষেধ করিয়া, এই কুমারদ্বয়ের মধ্যস্থানে বৃহৎ এক খানা বিমান নামাইতেছে?।

বিদ্যাধর। (দেখিয়া) রঘুনাথ রামচন্দ্র শম্বূকবধ করিয়া এই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

লব, মহাপুরুষের উচ্চারিত নিষেধবাক্য শুনিয়া, তাঁহার গৌরবে যুদ্ধ নিবর্ত্তিত করিয়া, শান্ত হইল; চন্দ্রকেতু কিন্তু একেবারে প্রণতই হইল। এখন পুত্রসম্মেলনে রাজার মঙ্গল হউক ॥ ৭ ॥

(এই বলিয়া বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী চলিয়া গেল)

বিষ্কম্ভক।

তদনন্তর রাম, লব ও প্রণত অবস্থায় চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

রাম। (পুষ্পক হইতে নামিতে নামিতে) হে সূর্য্যবংশের চন্দ্রস্বরূপ চন্দ্রকেতু! শীঘ্র আইস, আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর; বরফখণ্ডের ন্যায় শীতল তোমার অঙ্গসংস্পর্শে, আমার মনের সন্তাপও, নিবৃত্তি পাউক ॥ ৮ ॥

চন্দ্রকেতু। নমস্কার করিতেছি।

রাম। (চন্দ্রকেতুকে তুলিয়া, স্নেহ ও অশ্রুপাতের সহিত আলিঙ্গন করিয়া) তোমার দিব্যাস্ত্রধারী দেহের মঙ্গল ত ?।

চন্দ্রকেতু। অত্যন্ত অদ্ভুতকার্য্যকারী এবং প্রিয়দর্শন লবের প্রাপ্তিরূপ সম্পদে আমার মঙ্গল। সুতরাং আমি নিবেদন করিতেছি যে, আমারই মত, অথবা আমা অপেক্ষাও বিশেষ কৃপাদৃষ্টিতে এই প্রশস্ত মহাবীরকে পিতা দর্শন করুন।

রাম। (লবকে দেখিয়া) ভাগ্যবশতঃ বৎসের এই বয়স্যটীর আকৃতি বড়ই ধীর, বড়ই মনোহর এবং বড়ই মঙ্গলসূচক বটে।

জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য, ধনুর্বেদ যেন শরীরধারীরূপে পরিণত হইয়াছে; বেদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, ক্ষাত্রধর্ম্ম যেন দেহ ধারণ করিয়াছে; ইহা যেন বিক্রমের রাশি ও গুণের পুঞ্জ এবং জগতের পুণ্যরাশি যেন আবির্ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ৯ ॥

লব। কি আশ্চর্য্য! এই মহাপুরুষের প্রভাব ও রূপ উভয়ই পবিত্র!

ইনি ভরসা, স্নেহ ও ভক্তির একমাত্র বৃহৎ আশ্রয় এবং উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ যেন নির্ম্মলতা ॥ ১০ ॥

কি আশ্চর্য্য! এই মহাপুরুষকে দেখিলে পর তৎক্ষণাৎই বিরোধ বিরত হইয়াছে; আনন্দে পরিপূর্ণ অনুরাগ উচ্ছলিত হইয়াছে; সেই ঔদ্ধত্য কোথাও গিয়াছে; বিনয় আমাকে অবনত করিতেছে এবং আমি যেন কেমন পরাধীন হইয়া গিয়াছি; অথবা ইনি যেন মহাতীর্থসমূহের কোন মহামূল্য উৎকর্ষ ॥ ১১ ॥

রাম। এই বালকটী, সহসাই আমার দুঃখের অবসান করিতেছে কেন? কেনই বা কোন কারণে অন্তরাত্মাকে স্নেহার্দ্র করিতেছ? অথবা স্নেহ, কোন কারণ অপেক্ষা করিয়া হইবে, ইহা বিরুদ্ধ।

আভ্যন্তরিক কোন কারণ, পদার্থকে পরস্পর সম্মিলিত করে; কিন্তু ভালবাসাটা বাহিরের কোন সম্পর্ককে অবলম্বন করে না। কারন সূর্য্যের উদয় হইলে পদ্ম প্রফুটিত হয় এবং চন্দ্র উদিত হইলে চন্দ্রকান্তমনি জল নিঃসারণ করে॥ ১২॥

লব। চন্দ্রকেতু! ইনি কে?।

চন্দ্রকেতু। সখে! ইনি পিতা।

লব। তাহা হইলে ধর্ম্মত আমারও ত তাহাই; যে হেতু প্রিয়-বয়স্য তুমি এরূপ বলিতেছ। কিন্তু রামায়ণ-উপাখ্যানের প্রধানপাত্র মাননীয় চারি জনই, তোমার এই রূপ সংজ্ঞার অধিকারী; অতএব বিশেষ বল।

চন্দ্রকেতু। ওহে! ইনি আমার জেষ্ঠতাত ইহা অবগত হও।

লব। (আনন্দোল্লাসের সহিত) আঁ!! স্বয়ং রঘুনাথই। ভাগ্যবশতঃ আজ সুপ্রভাত! যে হেতু এই রাজাকে দেখিলাম। (বিনয় ও কৌতুকের সহিত দেখিয়া) পিতঃ বাল্মীকির ছাত্র লব অভিবাদন করিতেছে।

রাম। (স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করিয়া) আইস, আইস। বৎস! অতিবিনয়ে প্রয়োজন নাই, অতিবিনয়ে প্রয়োজন নাই। অনেকবার গাঢ় আলিঙ্গন কর।

পরিণত ও পূর্ণাবয়ব পদ্মের অভ্যন্তরস্থ পত্রের ন্যায় অত্যন্ত-পালিস ও কোমল এবং চন্দ্র ও চন্দনরসের তুল্য শীতল তোমার স্পর্শ আমাকে আনন্দিত করিতেছে॥ ১৩॥

লব। (স্বগত) আমার প্রতি ইহাদের এই রূপ অকারণ স্নেহ; আর মূর্খ আমি, উঁহাদের বিদ্রোহ করিয়াছি। যে হেতু, দুরভি-

সন্ধিটা, অস্ত্রধারণপর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। (প্রকাশ্যে) পিতা, লবের এই মূর্খতা এখন মার্জ্জনা করুন।

রাম। বৎস কি অপরাধ করিয়াছে?।

চন্দ্রকেতু। অশ্বের অনুগামিগণের নিকট পিতার প্রতাপপ্রকাশ শুনিয়া, ইনি বীরের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন।

রাম। ইহা ত ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কারই।

তেজীয়ান্ কখনও অপরের বিস্তীর্ণ তেজ সহ্য করে না; তাহা তাহার স্বভাব; কিন্তু প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট বলিয়া তাহা কৃত্রিম নহে। যদি সূর্য্যদেব, কিরণদ্বারা অনবরত সন্তপ্ত করিতে থাকেন; তবে সূর্য্যকান্তমণি কি অপমানিতের ন্যায় থাকিয়া, তেজ উদ্গিরণ করে? ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রকেতু। পিতঃ! এই বীরের অসহিষ্ণুতাও শোভা পাইতেছে। পিতা তাহা দেখুন, সকলদিকের সৈন্যগণই, প্রিয়বয়স্য-নিক্ষিপ্ত জৃম্ভকাস্ত্রের প্রভাবে নিশ্চল ও স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

রাম। বৎস! লব! তুমি অস্ত্রের উপসংহার কর; আর চন্দ্রকেতু! তুমিও, নিরুদ্যম ও বিস্ময়াপন্ন সৈন্যগণকে আশ্বস্ত কর।

লব। পিতা যাহা আদেশ করেন। (এই বলিয়া ধ্যান অভিনয় করিতে লাগিল।)

চন্দ্রকেতু। যাহা আদেশ করিলেন (এই বলিয়া চলিয়া গেল)

লব। আমার জৃম্ভকাস্ত্র নিবৃত্ত হইয়াছে।

রাম। বৎস! মন্ত্র, নিক্ষেপ ও উপসংহারের সহিত জৃম্ভকাস্ত্র সকল গুরুপরম্পরায় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাপ্রভৃতি প্রাচীন গুরুগণ, বেদের মঙ্গলের নিমিত্ত, সহস্রেরও অধিক বৎসর কাল তপস্যা করিয়া, স্বকীয় তপোময় তেজরূপে এই অস্ত্রগুলিকে দেখিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তাহার পর ভগবান্ কৃশাশ্বমুনি, সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল

ছাত্ররূপে অবস্থিত কুশিক নন্দন বিশ্বামিত্রের নিকট এই ভৃগুকাস্ত্রের মন্ত্রাত্মক গুপ্ত বিদ্যা বলিয়াছিলেন; সেই ভগবান্ বিশ্বামিত্র, আমার নিকট বলিয়াছিলেন ইহাই হইল গুরুপরম্পরা। কিন্তু কুমারের গুরুপরম্পরা, কোথা হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করি।

লব। এই অস্ত্রগুলি স্বভাবতই আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে।

রাম। (চিন্তা করিয়া) জগতে কি সম্ভাবনা না করা যায়? হয় ত অতিরিক্ত পুণ্যের ফলে এই অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য হইবে। কিন্তু দ্বিবচন দিলে কেন?।

লব। আমরা যমজ দুই ভাই।

রাম। তবে সেই দ্বিতীয়টী কে?।

নেপথ্যে। ভাণ্ডায়ন! ভাণ্ডায়ন!

রাজসৈন্যের সহিত আয়ুষ্মান্ লবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তুমি কি এই কথা বলিতেছ? সখে! তাহাই। তবে আজ জগতে মহারাজ শব্দ অস্ত যাউক এবং আজ ক্ষত্রিয়জাতির অস্ত্রানল নির্বাণ প্রাপ্ত হউক॥ ১৬॥

রাম। ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শ্যামলকান্তি এটি কে? নীলবর্ণ নূতন মেঘের গম্ভীর গর্জনের সময় কলিকাধারী কদম্ববৃক্ষের ন্যায় আমাকে কণ্ঠস্বরেই রোমাঞ্চিত করিতেছে॥ ১৭॥

লব। ইনি আমার সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা আর্য্য কুশ, ভরতের আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রাম। (কৌতুকের সহিত) বৎস! এই আয়ুষ্মান্কে ও এই খানেই আহ্বান কর।

লব। ইহাই করি। (এই বলিয়া পাদক্ষেপ করিতে লাগিল)

তদনন্তর কুশের প্রবেশ।

কুশ। ( বিস্ময়, আনন্দ ও ধৈর্য্যের সহিত ধনু আস্ফালন করতঃ ) ভগবান্ বৈবস্বতমনু হইতেই যাঁহারা দেবরাজকে অভয় দান করিয়া আসিতেছেন এবং দর্পিত লোকের দমনের জন্য যাঁহারা স্বকীয় ক্ষত্রিয়—প্রতাপানল প্রজ্বালিত করিয়া থাকেন; সেই সূর্য্যবংশীয় রাজগণের সহিত যদি যুদ্ধ সংঘটিত হয়; তাহা হইলে উজ্জ্বল অস্ত্রসমূহের প্রকাশমান কিরণশিখা দ্বারা কৃতারত্রিক গুণ-সমন্বিত আমার এই ধনু ধন্য হইবে॥ ১৮॥

( এই বলিয়া দর্পোদ্ধতভাবে পাদক্ষেপ করিতে লাগিল )

রাম। এই ক্ষত্রিয়বালকে অনির্বচনীয় পুরুষকারাতিশয় রহিয়াছে। ( কারণ— )

ইহার দৃষ্টি, ত্রিভুবনস্থ প্রাণিগণের সামর্থ্যকে যেন তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিতেছে; ধীর ও উদ্ধত গতি, যেন পৃথিবীকে অবনত করিতেছে এবং এই বালক বাল্য বয়সেও পর্বতের ন্যায় ভার বহন করতঃ, কি মূর্ত্তিমান্ বীররস, না সাক্ষাৎ দর্পরূপ হইয়াই আসিতেছে॥ ১৯॥

লব। ( নিকটে যাইয়া ) আর্য্যের জয় হউক।

কুশ। আয়ুষ্মান্! "যুদ্ধ যুদ্ধ" এ বৃত্তান্তটা কি হে?।

লব। ইহা যৎসামান্য কিছু। আপনি দর্পিতভাব পরিত্যাগ করিয়া, উঁহার নিকটে বিনয় সহকারে অবস্থান করুন।

কুশ। কি নিমিত্ত?।

লব। এই রাজা রঘুনাথ অবস্থান করিতেছেন; তিনি আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন এবং আপনার সন্নিধানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

কুশ। ( বিতর্কের সহিত ) সেই রামায়ণ-উপাখ্যানের নায়ক এবং বেদ-নিধির রক্ষক?।

লব। হাঁ।

কুশ। সেই মহাত্মার পূজ্যজনক দর্শন বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু কি ভাবে উপস্থিত হইব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।

লব। গুরুজনের নিকট যেমন, তেমন ভাবে উপস্থিত হইবেন।

কুশ। ওরে! এরূপ করিতে হইবে কেন?।

লব। উর্ম্মিলার পুত্র চন্দ্রকেতু অত্যন্ত-উদারস্বভাব এবং সুজন; তিনি "প্রিয়বয়স্য" এই কথা বলিয়া, আমাকে বন্ধুভাবে আপ্যায়িত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে এই রাজর্ষি আমাদের ধর্ম্ম-পিতাই হন।

কুশ। এখন ক্ষত্রিয়েও বিনয় করিতে হইল।

লব। আকৃতি, প্রভাব ও গাম্ভীর্য্য দ্বারাই যাঁহার নানাবিধ অলৌকিক সাতিশয় কার্য্যকলাপ অনুমান করা যায়; এই সেই মহাপুরুষকে আর্য্য, দর্শন করুন।

কুশ। (দর্শন করিয়া) কি আশ্চর্য্য প্রসন্ন মূর্ত্তি এবং পবিত্র-প্রভাব। সুতরাং রামায়ণের কবি (বাল্মীকি), বাগ্‌দেবীকে (ভাষাকে) যুক্তিসঙ্গতভাবেই পরিণমিত করিয়াছেন॥ ২০॥

(নিকটে যাইয়া) পিতঃ! বাল্মীকির ছাত্র কুশ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।

রাম। আয়ুষ্মান্! আইস আইস।

এই ব্যক্তি, বাৎসল্যবশতঃ, জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় তোমার স্নিগ্ধ দেহের আলিঙ্গনের নিমিত্ত, উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ২১॥

(আলিঙ্গন করিয়া স্বগত) তবে কি এই বালকটি আমার সন্তান?

যে হেতু, প্রত্যেক অঙ্গ হইতে বিগলিত স্বকীয় দেহজাত স্নেহের সারাংশই যেন মনে করিতেছি; চৈতন্যপদার্থই যেন প্রাদুর্ভূত হইয়া বাহিরে অবস্থান করিতেছে; প্রগাঢ় আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ের

রসেই যেন নির্ম্মিত হইয়াছে এবং আলিঙ্গনের সময় অমৃতরসের স্রোতেই যেন আমার দেহ সিক্ত করিতেছে॥ ২২।

লব। পিতঃ! সূর্য্য, লক্ষট সন্তপ্ত করিতেছেন (সূর্য্য সম্মুখে পড়িয়াছেন); অতএব এই সালবৃক্ষের ছায়ায় পিতা কিছুকাল আসন গ্রহণ করুন।

রাম। বৎসের যাহা অভিরুচি হইয়াছে!

(সকলে পাদক্ষেপ করিয়া উপবেশন করিলেন)

রাম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বিনয়ের সময়েও, কুশের এবং লবের গমন, অবস্থান এবং উপবেশন ইত্যাদি সকল কার্য্যই সাম্রাজ্যসূচক। ২৩।

মনোহর রশ্মি যেমন নির্ম্মল রত্নকে আশ্রয় করে এবং মধুবিন্দু যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মকে অবলম্বন করে; সেই রূপ অকৃত্রিম কান্তি-বিভ্রম, সকলের আহ্লাদজনক মনোহর ইহাদের শরীর আশ্রয় করিয়াছে। ২৪॥

এই বালক দুইটীতে বেশী পরিমাণে রঘুবংশীয় বালকের ছায়া দেখিতেছি।

ইহাদের শরীর, পরিণতবয়স্ক-কপোত-কণ্ঠের ন্যায় শ্যামবর্ণ; বৃষের ন্যায় উন্নত স্কন্ধ; বাহুমূল সমান; প্রসন্নচিত্ত সিংহের ন্যায় দৃষ্টি এবং মাঙ্গলিক মৃদঙ্গ ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি॥ ২৫॥

(সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করিয়া) ওহে! ইহাদের আকৃতি, কেবল আমার অঙ্গের তুল্য নহে;

এই বালক দুইটীতে সীতারও, সেই সেই সাদৃশ্য সুস্পষ্ট রহিয়াছে; তাহা নিপুণতা সহকারে বুঝিতে হয় এবং নব প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনোহর প্রিয়তমা সীতার সেই মুখখানি, যেন পুনরায় আমার নয়নগোচর হইতেছে॥ ২৬॥

মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল দন্তের শোভায় মনোহর এই ওষ্ঠও, সে-ই এবং সেই সুন্দর কর্ণ; কিন্তু নয়নযুগল যদিও, রক্ত ও নীলবর্ণ মিশ্রিত; তথাপি সৌন্দর্য্যগুণ সেই। ২৭॥

বাল্মীকির অধিষ্ঠিত সেই বনও এই, যেখানে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, ইহাদের আকৃতিও এই; বয়সও এই এবং প্রভাব ও এই। আর জৃম্ভকাস্ত্র যে স্বভাবতই প্রকাশিত, সে বিষয়ে আমি বিবেচনা করি, চিত্রদর্শনের বেলায় আমি যে অস্ত্রের অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহাই উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, জৃম্ভকাস্ত্রগুলি, গুরু-পরম্পরা ভিন্ন আসিতে পারে না; ইহা প্রাচীনদিগের নিকটেই শুনিয়াছি।

আবার মনের এই সুখাতিশয়, আমার সংশয়াপন্ন আত্মাকে (ইহারা আমারই পুত্র বলিয়া) বিশ্বাস করাইতেছে। বিশেষতঃ আমি সীতা-দেবীর গর্ভটী, দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া বহুবার বুঝিয়াছিলাম।

(অশ্রুপাতের সহিত) পূর্বে যে স্নেহ জন্মিয়াছিল, ক্রমে পরিচয় প্রকাশ পাওয়ায় তাহাই বৃদ্ধি পাইলে, নির্জনস্থানে তিনি বিশ্বস্ত থাকিলেও স্বাভাবিক লজ্জায় তাঁহার নয়নযুগল মুদ্রিত হইয়া যাইত এই অবস্থায় হাত বুলাইয়া আমিই আগে তাঁহার গর্ভের পিণ্ড দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম; তাহার পর কিছু দিন গেলে তিনি বুঝিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

(রোদন করিয়া) তা, কোন উপায়ে কি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব?।

লব। এ কি!।

অশ্রুবৃষ্টি, জগতের মঙ্গলজনক আপনার মুখমণ্ডলকে শিশির-সিক্ত পদ্মের মনোহরতা প্রাপ্ত করাইতেছে ॥ ২৯ ॥

কুশ। অয়ি বৎস!

সীতাদেবী না থাকায় কোন্ বস্তু রঘুনাথের দুঃখজনক নহে? কারণ প্রিয়তমার অভাব হইলে, সমস্ত জগৎই অরণ্যে পরিণত হয়। সেই স্নেহ ও এত পরিমাণে ছিল; আবার এই বিচ্ছেদ ও অসীম। অতএব রামায়ণ না জানা লোকের মত জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ॥ ৩০ ॥

রাম। (স্বগত) ওহে! ইহাদের আলাপটা উদাসীন (সীতার সম্পর্করহিত); সুতরাং জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। হে হৃদয়!

আকস্মিক তোমার এই স্নেহচঞ্চল বিকার কেন?। এই ভাবে মনের আবেগ প্রকাশিত হওয়ায়, শিশুজনও আমার প্রতি দয়া করিতেছে। হউক, মনের আবেগ আবৃত করি। (প্রকাশ্যে) বৎসদ্বয়! শুনিতেছি রামায়ণ নামে ভগবান্ বাল্মীকির বাক্যামৃতের নিঃসরণ হইয়াছে এবং তাহা সূর্য্যবংশের প্রশস্তিস্বরূপ; কৌতুকবশতঃ সে বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

কুশ। আমরা সেই সন্দর্ভ সমস্তই অভ্যাস করিয়াছি; কিন্তু বালচরিতের শেষ অধ্যায়ের এই দুইটী শ্লোক স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়াছে।

রাম। বৎস তাহা পাঠ করুক।

কুশ। সীতাদেবী, স্বভাবতই মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রিয়তমা ছিলেন; কিন্তু সীতাদেবী সেই প্রিয়ভাবটা নিজগুণেই বাড়াইয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

সেই রূপই রামও, সীতার প্রাণ হইতেও প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ই পরস্পরের প্রণয় জানিত ॥ ৩২ ॥

রাম। কি কষ্ট! হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে অতিদারুণ আঘাত উপস্থিত হইল। হা দেবি! এই রূপই তখন ছিল। সংসারের এই সকল ঘটনার অবস্থা, বিনা কারণে উল্টাইয়া যাওয়ায় নিষ্ঠুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শেষে বিচ্ছেদে পরিণত হইয়াছে; তাই সন্তাপ জন্মাইতেছে।

নিরতিশয় বিশ্বাসবশতঃ প্রগাঢ় তত খানি আনন্দ আজ কোথায়; পরস্পরের প্রতি সেই যত্নই বা কোথায় এবং সেই নিবিড় কৌতুকরসই বা কোথায়; আর সুখে কিম্বা দুঃখে হৃদয়দ্বয়ের সেই ঐক্যই বা কোথায়। তথাপি এই প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, কিন্তু পাপিষ্ঠ (প্রাণ) বিরত হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

হায়, কি কষ্ট! প্রিয়তমার সহস্রগুণের একমাত্র প্রকাশসমর্থ যে সময়টাই দুশ্চিন্তা ছিল; এই বালক আমাকে সেই সময়টাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

সেই সময়ে হরিণনয়না সীতার স্তনযুগল একটু একটু করিয়া উঠিতেছিল; কয়েক দিনের মধ্যে তাহা আবার ঈষৎ বিস্তৃত হইয়াছিল; যে সময়ে বয়স, অনুরাগ ও অভিপ্রায়ের সম্মেলনে প্রগাঢ় হইয়া কাম, উদ্দাম আড়ম্বরে মনে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং দেহে নিরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে। ৩৫।

কুশ। গঙ্গা ও চিত্রকূটের নিকটবর্ত্তী বনে বিহারের সময় সীতা-দেবীকে লক্ষ্য করিয়া, রঘুনাথ এই শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিলেন।

এই বিস্তৃত প্রস্তর খানি, তোমার জন্যই যেন কেহ সম্মুখে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে; যাহার সকল দিকে, পুষ্পসমূহই যেন স্বকীয় কেসর-গুলিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছে ॥ ৩৬ ॥

রাম। (লজ্জা, ঈষৎহাস্য, স্নেহ ও শোকের সহিত) আমি মনে করি,— এই বালকটী অতিশয়মুগ্ধ, বিশেষতঃ বনচর। হা দেবি! সেই সময়ে অত্যন্তবিশ্বাস বশতঃ যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার সাক্ষী সেই স্থানটীকে স্মরণ কর কি?। কষ্ট হায় কি কষ্ট।

যে মুখখানি, পরিশ্রমবশতঃ ঘর্ম্মজলে শীতল হইতেছিল, মন্দমন্দসঞ্চারী মন্দাকিনীর বায়ুবেগে কম্পিত কেশকলাপে যাহার ললাটচন্দ্রের শোভা আকুল হইতেছিল, কুঙ্কুমচিহ্নিত না হইয়া ও যাহার গণ্ডযুগল উজ্জ্বল ছিল এবং অলঙ্কার না থাকায়ও মনোহর কর্ণযুগল দ্বারা যাহা সুন্দর দেখা যাইত; সেই মুখখানি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ৩৭।

(স্তম্ভিতের ন্যায় থাকিয়া শোকের সহিত) হায় হায়!

দীর্ঘকাল যাবৎ চিন্তা করিয়া, চিন্তা করিয়া, নির্ম্মাণপূর্ব্বক সম্মুখে যেন সংস্থাপিত প্রিয়জন, স্থানান্তরেও যে আশ্বাস জন্মায় না, এমন নহে। সেই চিন্তা বিরত হইলে জগৎটা জীর্ণারণ্যে পরিণত হইয়া যায়; তাহার পর হৃদয় যেন তুষানলে দগ্ধ হইতে থাকে। ৩৮।

নেপথ্যে। অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দশরথের মহিষী কৌশল্যা এবং জনক, ইহারা বালকদিগের যুদ্ধ শুনিয়া ভীত হইয়া, আশ্রমের অত্যন্ত দূরতাবশতঃ পরিশ্রমে অসমর্থ হইয়া, মন দ্রুতগামী হইলেও, জরাগ্রস্ত দেহে অতিবিলম্বে আসিতেছেন। ৩৯।

রাম। হায় ভগবতী অরুন্ধতী, ভগবান্ বশিষ্ঠ, মাতা এবং জনকও, এই খানেই। কি কষ্ট! কি করিয়া ইহাদিগকে দেখিব। (শোকের সহিত দেখিয়া) অহহ! পিতা জনকও, এই খানেই আসিতেছেন; ইহাতে মন্দভাগ্য আমি বজ্র দ্বারাই তাড়িত হইলাম।

সম্বন্ধের বান্ধবীয়তাবশতঃ আনন্দিত বশিষ্টপ্রভৃতিকর্তৃক সেবিত সন্তানগণের সেই শুভবিবাহ-মহোৎসবে পিতা দশরথ ও জনকের সেই সম্মেলন দেখিয়া, এই মহানৃশংস কার্য্য হইয়া গেলে পর আবার এই অবস্থায় পিতার সখা জনককে দর্শন করত: আমি সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছি না কেন; অথবা রামের দুষ্কর কার্য্য কি আছে॥ ৪০॥

নেপথ্যে। কষ্ট! হায় কি কষ্ট।

যাঁহার সৌন্দর্য্য, শারীরিক তেজোমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই রূপ রামচন্দ্রকে সহসাই দর্শন করিয়া, কৌশল্যা-প্রভৃতি, প্রথম— মূর্চ্ছিত জনকের সংজ্ঞালাভের পর শোকবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন॥ ৪১॥

রাম। হা পিতঃ! হা মাতঃ হা জনক!।

জনক ও রঘুবংশীয়দিগের উভয়বংশের যাহা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলস্বরূপ ছিল; আমি তাহার প্রতিই নির্দ্দয়, সুতরাং পাপাত্মা; অতএব আমার প্রতি আপনাদের দয়া করা বৃথা॥ ৪২॥

যাহা হউক আমি ইহাদের অভ্যর্থনা করি। (এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন)

কুশ ও লব। পিতা এই এই পথে আসুন।

(শোকের সহিত পদক্ষেপ করিয়া, সকলে প্রস্থান করিলেন)

———:০:———

কুমারপ্রত্যভিজ্ঞান নামে ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত॥

———:০:———

তদনন্তর লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ওহে! ভগবান্ বাল্মীকি, আমাদের সহিত এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পুরবাসী ও দেশবাসী গণের সহিত প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া, অসুরগণ এবং পশু-পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত জঙ্গম ও স্থাবর সমস্ত প্রাণিগণকেই নিজের প্রভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আর্য্য (রামচন্দ্র ও) আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, বৎস! লক্ষ্মণ! নিজ রচিত কোন প্রবন্ধ অপ্সরারা অভিনয় করিবে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত, ভগবান্ বাল্মীকি — আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; অতএব বাদ্যের (কনসার্টের) স্থান গঙ্গাতীরে যাইয়া, সভা স্থাপন কর। আমিও, মনুষ্য ও অমনুষ্যরূপ প্রাণিগণকে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করাইয়াছি।

কিন্তু এই গৃহাশ্রমে থাকিলেও, যিনি কষ্টকর মুনিব্রত আশ্রয় করিয়াছেন, সেই আর্য্য বাল্মীকির গৌরব-রক্ষার্থ এই দিকেই আসিতেছেন ॥ ১ ॥

তদনন্তর রামের প্রবেশ।

রাম। বৎস! লক্ষ্মণ! রঙ্গদর্শকগণ যথাস্থানে অবস্থান করিয়াছেন ত?।

লক্ষ্মণ। হাঁ।

রাম। কিন্তু, এই বৎস কুশ ও লবকে চন্দ্রকেতুর তুল্য স্থান লাভ করাইতে হইবে।

লক্ষ্মণ। প্রভুর স্নেহ অনুমান করিয়া, আমি তাহাই করিয়াছি। কিন্তু এই রাজার আসন আস্তীর্ণ হইয়াছে, আর্য্য উপবেশন করুন।

রাম উপবেশন করিলেন, অন্য সকলেও উপবেশন করিল।

লক্ষ্মণ। ওহে! আরম্ভ কর।

সূত্রধার (প্রবেশ করিয়া) ওহে! ওহে! সত্যবাদী ভগবান্ বাল্মীকি, সচরাচর জগৎকে আদেশ করিতেছেন যে, আমি আর্ষ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া পবিত্র এবং করুণ ও অদ্ভুতরস-সমন্বিত এই যে কিছু রচনা করিয়াছি; কাব্যের গুরুত্বহেতু আপনারা সে বিষয়ে মনোযোগ করিবেন।

রাম। ইহা বলা যাইতে পারে, মহর্ষিরা ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সুতরাং মাহাত্ম্যশালী সেই মহর্ষিগণের জ্ঞান, মুক্তিপ্রতিপাদক এবং রজোগুণের অতীত অতএব তাহা কোথাও, ব্যাহত হয় না; এই জন্য সে বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নহে।

নেপথ্যে। হা আর্য্যপুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ! মন্দভাগ্যা আমি এই বনে একাকিনী রহিলাম; আমার রক্ষক কেহ নাই; প্রসব-বেদনাও উপস্থিত হইয়াছে; তাই আমি হতাশ হইয়াছি; হিংস্রজন্তুগণ আমাকে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছে; সেই মন্দভাগ্যা আমি এখন আপনাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতেছি।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হায় কষ্ট! অন্যই কিছু।

সূত্রধার। রাজা রামচন্দ্র, পৃথিবীর কন্যা সীতাদেবীকে মহাবনে নির্বাসন করিয়াছিলেন; প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে তিনি আপনাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতেছেন। ২।

(এই বলিয়া চলিয়া গেল)

রাম। দেবি! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! ইহা নাটক, ইহা নাটক।

রাম। হা দেবি! দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি! রাম হইতে তোমার এই দৈবদুর্বিপাক উপস্থিত হইল!।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! নাটকের বিষয়টা দেখুন।

রাম। আমি বজ্রময় কি না; তাই এই প্রস্তুত হইয়াছি।

তদনন্তর পৃথিবী ও গঙ্গা এক একটি বালককে ক্রোড়ে করিয়া ধারণ করিয়াছেন,— এই অবস্থায় সীতার প্রবেশ।

রাম। বৎস! লক্ষ্মণ! অজ্ঞাত ও অহেতুৎপন্ন অন্ধকারেই যেন আমি প্রবেশ করিতেছি; অতএব আমাকে ধর।

গঙ্গা। হে কল্যাণি! বিদেহনন্দিনি! তুমি আশ্বস্ত হও, ভাগ্যবশতঃ তোমার অভ্যুদয় হইয়াছে; কারণ তুমি জলের ভিতরে রঘুবংশরক্ষক দুইটী বালককে প্রসব করিয়াছ। ৩।

সীতা। (আশ্বস্ত হইয়া) আমি ভাগ্যবশতঃ দুইটী বালককে প্রসব করিয়াছি। হা আর্য্যপুত্র!। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

লক্ষ্মণ। (রামের চরণে নিপতিত হইয়া) আর্য্য! আর্য্য ভাগ্যে আমরা উন্নতি লাভ করিয়াছি। রঘুবংশের মঙ্গলকর অঙ্কুর জন্মিয়াছে। (দেখিয়া) হায়! হায়! উদ্বেলিত অশ্রুরাশিতে পূর্ণ হইয়া আর্য্য মূর্চ্ছিতই হইয়াছেন!। (এই বলিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন)

পৃথিবী। বৎসে! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

সীতা। (আশ্বস্ত হইয়া) ভগবতি! আপনি কে? ইনি বা কে?।

পৃথিবী। ইনি, তোমার শ্বশুরকুলের দেবতা গঙ্গা।

সীতা। ভগবতি! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার।

গঙ্গা। নিজচরিত্র-বর্দ্ধিত মঙ্গলসম্পত্তি লাভ কর।

লক্ষ্মণ। অনুগৃহীত হইলাম।

গঙ্গা। ইনি তোমার জননী পৃথিবী।

সীতা। হা মাতঃ! তুমি এই অবস্থায় আমাকে দেখিলে!।

পৃথিবী। আয় বৎসে! আয় কন্ধে!। (এই বলিয়া, সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

লক্ষ্মণ। (আনন্দের সহিত) ভাগ্যবশতঃ পৃথিবী ও গঙ্গাদেবী আর্য্যাকে আশ্রয় দিয়াছেন।

রাম। (দেখিয়া) এ ঘটনা, অত্যন্তশোকোদ্দীপক বটে।

গঙ্গা। বিশ্বম্ভরা পৃথিবীও, দুঃখ অনুভব করিতেছেন; সুতরাং সন্তানস্নেহেরই জয়। অথবা এই সন্তানস্নেহ, সকলেরই সমান মোহবন্ধনস্বরূপ এবং প্রাণিগণের অন্তঃকরণবর্ত্তী দুশ্ছেদ্য সংসারসূত্রস্বরূপ। বৎসে! বিদেহনন্দিনি! দেবি! ভূতধাত্রি! আপনারা আশ্বস্ত হউন।

পৃথিবী। দেবি! সীতাকে প্রসব করিয়া, কি প্রকারে আশ্বস্ত হইব।

সীতার এক দীর্ঘকাল যাবৎ রাক্ষসগণের মধ্যে অবস্থান সাঙ্গ হইল; আবার দ্বিতীয় যাহা হইল; তাহা একেবারে অশ্রাব্য।

গঙ্গা। ফলী জন্মাইতে প্রবৃত্ত দৈবের পথ অবরোধ করিতে-কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? ॥ ৪ ॥

পৃথিবী। ভাগীরথি! আপনি উপযুক্ত কথা বলিয়াছেন। রামভদ্রের এটা উচিতই হইয়াছে!

বাল্যকালে বালক অবস্থায় কৃত পানিপীড়নের অপেক্ষা করিলেন না; আমাকে না, জনককে না, অগ্নিকে না, অনুগত্যকে না এবং সন্তানেরও না।॥ ৫ ॥

সীতা। হায়! আর্য্যপুত্রকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

পৃথিবী। আ:! তোমার আর্য্যপুত্র কে?।

সীতা। (লজ্জাও অশ্রুপাতের সহিত) অথবা, মা যেমন বলেন।

রাম। মাতঃ! পৃথিবি! আমি এই রূপই বটি।

গঙ্গা। ভগবতি! পৃথিবি! আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি জগৎ-সংসারের শরীর; অতএব অজ্ঞানা লোকের ন্যায় জামাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন?।

জগতে ভয়ঙ্কর অযশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; তার পর লঙ্কাদ্বীপে যে অগ্নিতে নির্দ্দোষিতার প্রমাণ হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষের লোক তাহা বিশ্বাস করিবে কি প্রকারে?। তার পর ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের ইহাই কৌলিক নিয়ম যে, সকল লোককে (প্রজাকে) সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে; তাহা কিন্তু অত্যন্তদুষ্কর; এ অবস্থায় বৎস রামভদ্র, আর কি করিবেন?॥ ৬॥

লক্ষ্মণ। প্রাণিগণের বিষয়ে দেবতাদের অন্তর্যামিত্ব অব্যাহত; বিশেষতঃ গঙ্গার। অতএব আপনার (গঙ্গার) উদ্দেশে এই প্রণামার্থ অঞ্জলি বন্ধন করিলাম।

রাম। মা! আপনি ভগীরথের ঘরে অনুগ্রহ অনুবর্ত্তন করিয়া আনিতেছেন।

পৃথিবী। দেবি! আমি আপনাদের প্রতি সর্ব্বদাই প্রসন্ন আছি। কিন্তু সন্তানের শোক আপাততঃ দুঃসহ হয়, সেই জন্য এইরূপ বলিলাম; কিন্তু আমি সীতার প্রতি রামভদ্রের স্নেহ যে জানি না এমন নহে।

দৈববশতঃ বৎসা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া; শোকসন্তপ্তচিত্ত রামভদ্র, স্বকীয় অলৌকিক ধৈর্য্যে এবং প্রজার পুণ্যে জীবন ধারণ করিতেছেন॥ ৭॥

রাম। গুরুজনগণ, সন্তানস্বরূপ ব্যক্তিদের প্রতি সদয়ই থাকেন।

সীতা। (রোদন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া) মা আমাকে নিজের অঙ্গে বিলীন করুন।

রাম। আর বলিবেন কি?।

গঙ্গা। থাক্; তুমি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবিলীন থাক।

পৃথিবী। বৎসে! পুত্র দুইটীকে তোমার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

সীতা। আমি যে অনাথা।

রাম। হৃদয়! তুমি বজ্রময় হইয়াছ।

গঙ্গা। তুমি সনাথা হইয়াও, অনাথা হইবে কেন।

সীতা। দুর্ভাগ্যা আমি; সুতরাং সনাথতা কি রকম।

গঙ্গা ও পৃথিবী। তুমি, জগতের মঙ্গলকর আত্মাকে অবজ্ঞা করিতেছ কেন। যাহার সংসর্গে আমাদেরও, পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে॥ ৮॥

লক্ষ্মণ। আর্য্য! শুনুন।

রাম। লোকে শুনুক।

(নেপথ্যে কোলাহল)

রাম। কোনও বিশেষ আশ্চর্য্য হইবে।

সীতা। আকাশ জ্বলিয়া উঠিল কেন?।

গঙ্গা ও পৃথিবী। বুঝিয়াছি।

প্রথমে কৃশাশ্ব, তাহার পর বিশ্বামিত্র এবং তৎপর রাম; এই যাহাদের উপদেশকের ক্রম, জৃম্ভকের সহিত সেই সকল অস্ত্র আবির্ভূত হইতেছে॥ ৯।

নেপথ্যে। দেবি! সীতে! আপনাকে নমস্কার; আপনার পুত্রদ্বয়ই আমাদের গতি। যে হেতু, চিত্রদর্শনের সময় রাজা রামচন্দ্র উহাই বলিয়াছিলেন॥ ১০॥

লক্ষ্মণ। আর্য্য বলিয়াছিলেন যে, "নিশ্চয়ই তোমার পুত্রের নিকট উপস্থিত হইবে।"

সীতা। ভাগ্যবশতঃ অস্ত্রদেবতারা প্রকাশ পাইয়াছেন।

রাম। আপনারা পরমাস্ত্র; তাই আপনাদিগকে নমস্কার। আপনাদিগকে

গ্রহণ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। স্মরণ করিবামাত্র আপনারা বৎসদের নিকট উপস্থিত হইবেন। আপনাদের মঙ্গল হউক ॥ ১১ ॥

উদ্বেলিত শোকের তরঙ্গ, বিস্ময় ও আনন্দের সংযোগে বিন্দু বিন্দু হইয়া, বর্ত্তমানে আমার কোন অনির্বচনীয় অবস্থা জন্মাইয়াছে ॥১২ ॥

গঙ্গা ও পৃথিবী। আনন্দিতা হও, বৎসে! আনন্দিতা হও। তোমার পুত্র দুইটী এখন রামভদ্রের তুল্য হইল।

সীতা। হে ভগবতীদ্বয়! কে ইহাদের ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিবে?।

রাম। বশিষ্ঠরক্ষিত রঘুকুলের বংশবর্দ্ধিনী সীতাও, পুত্রদ্বয়ের সংস্কার-কারক লোককে পাইতেছেন না, হায় কি কষ্ট! ॥ ১৩ ॥

গঙ্গা ও পৃথিবী। কন্যে! তোমার এ চিন্তার প্রয়োজন কি?। কারণ, স্তন্যদুগ্ধ পরিত্যাগের পর এই বৎস দুইটীকে ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে সমর্পণ করিব, তিনিই ইহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারকার্য্য করিবেন। (কারণ)

বশিষ্ঠ ও শতানন্দ ঋষি যেমন রঘু ও জনক এই উভয় বংশের গুরু; বাল্মীকি ঋষি ও, তেমন ঐ উভয় বংশের গুরু ॥ ১৪ ॥

রাম। ভগবতী গঙ্গা ও পৃথিবী, ভাল বিবেচনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আমি সত্যই জানিতেছি যে, সেই সেই রকমেই বৎস কুশ ও লবকে মনে করিতেছি। (কারণ)

ইহারা দুই জনেই আজন্ম-সিদ্ধাস্ত্র এবং মহর্ষি বাল্মীকি হইতে সংস্কার লাভ করিয়াছে, বীর হইয়াছে এবং বয়সেও দ্বাদশবৎসর হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

রাম। বৎস! এই জন্যই আমার মন, আনন্দে চঞ্চল হইয়াছে; তাই আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

পৃথিবী। আইস বৎসে! পাতালকে পবিত্র কর।

রাম। হা প্রিয়ে! তুমি লোকান্তরে গেলে!।

সীতা। মা, আমাকে নিজের অঙ্গে বিলীন করুন; আমি জীবলোকের এরূপ পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারিতেছি না।

রাম। ইহার কি উত্তর হইবে!।

পৃথিবী। বৎসে! পুত্র দুইটীর স্তন্যদুগ্ধ পরিত্যাগপর্য্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর; তাহার পরে তোমার যেমন রুচি হইবে (তাহাই করিবে)।

গঙ্গা। ইহাই হউক।

তাহার পর গঙ্গা, পৃথিবী ও সীতা চলিয়া গেলেন।

রাম। বিদেহনন্দিনী লয়ই পাইয়া গেল!। হা দেবি! দণ্ডকারণ্য-বাসপ্রিয়সখি! হা সচ্চরিত্রের দেবতা! তুমি লোকান্তরে চলিয়া গেলে! (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

লক্ষ্মণ। ভগবন্! বাল্মীকে! রক্ষা করুন; এই কি আপনার কাব্যের অর্থ।

নেপথ্যে। চতুর্বিধ বাদ্য (কন্সার্ট) থামাও। ওহে ওহে! জঙ্গম ও স্থাবরগণের সহিত মর্ত্ত্যবাসী ও অমর্ত্ত্যবাসী প্রাণিগণ! তোমরা দেখ,— মহর্ষি ভগবান্ বাল্মীকি পবিত্র অথচ আশ্চর্য্য কোন বিষয় আদেশ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ। (দেখিয়া) গঙ্গার জল, মন্থনবশতই যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং দেবগণ ও ঋষিগণকর্ত্তৃক আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; কি আশ্চর্য্য! গঙ্গা ও পৃথিবীদেবীর সহিত আর্য্যা সীতাদেবী, জল হইতে উঠিতেছেন॥ ১৬॥

পুনরায় নেপথ্যে। জগৎপূজনীয়ে! অরুন্ধতি! আমি গঙ্গা আর আমি পৃথিবী, আমাদিগকে আপ্যায়িত করুন। পবিত্রব্রতা বধূ এই সীতাদেবীকে আপনার নিকটে সমর্পণ করিলাম॥ ১৭॥

লক্ষ্মণ। ভাগ্যবশতঃ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য!। আর্য্য! দেখুন দেখুন। হায় কষ্ট! আর্য্য এখনও সংজ্ঞালাভ করিতেছেন না।

তদনন্তর অরুন্ধতী ও সীতার প্রবেশ।

অরুন্ধতী। বৎসে! বিদেহনন্দিনি! সত্বর হও; লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ কর।, আইস, প্রিয়স্পর্শ স্বকীয় পাণি দ্বারা আমার বৎস রামভদ্রকে জীবিত কর॥ ১৮॥

সীতা। (সত্বর নিকটে যাইয়া, রামকে স্পর্শ করতঃ) আর্য্যপুত্র আশ্বস্ত হউন।

রাম। (আশ্বস্ত হইয়া আনন্দের সহিত) ওহে! এ কি! (দেখিয়া, আনন্দ ও আশ্চর্য্যের সহিত) সীতা দেবী যে!। (লজ্জাও

(ঈষৎ হাস্যের সহিত) মাতা অরুন্ধতী, শ্বশুর শুশ্রূষার সহিত সমস্ত গুরুজনগণ যে আনন্দিত হইয়াছেন!।

অরুন্ধতী। বৎস! ভগীরথের গৃহদেবতা এই ভগবতী গঙ্গাদেবী অত্যন্তপ্রসন্না হইয়াছেন।

নেপথ্যে। জগদীশ্বর! রামচন্দ্র! চিত্রদর্শনের সময় আমার প্রতি নিজের বাক্য স্মরণ কর যে, "মা! পুত্রবধূ সীতার প্রতি সেই আপনি অরুন্ধতীর ন্যায় শুভানুধ্যানপরায়ণা হউন।" আমি সে বিষয়ে অনৃণা হইয়াছি।

অরুন্ধতী। ইনি তোমার শাশুড়ী পৃথিবী।

নেপথ্যে। পূর্বে বৎসা সীতার পরিত্যাগের সময়, আয়ুষ্মান্ (আপনি) বলিয়াছিলেন যে, "ভগবতি! পৃথিবি! শ্লাঘ্য তনয়া সীতার পর্য্যবেক্ষণ করুন।" আপনি প্রভুও বটেন, বৎসও বটেন; তাই আপনার আদেশ এখন আমি পালন করিয়াছি।

রাম। হায়! আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি; তথাপি ভগবতী গঙ্গা এবং পৃথিবী, আমার প্রতি দয়া করিলেন!। তা আপনাদিগকে নমস্কার।

অরুন্ধতী। ওহে ওহে পুরবাসিগণ! জনপদবাসিগণ! আমি

অরুন্ধতী। ভগবতী গঙ্গা ও পৃথিবী, এইরূপ প্রশংসা করিয়া সীতাদেবীকে আমার নিকট সমর্পণ করিয়াছেন; পূর্বেও ভগবান্ অগ্নি, ইহার পবিত্র চরিত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন; ব্রহ্মার সহিত দেবগণও ইহার পরিচয় পাইয়াছেন; সুতরাং সূর্য্যবংশের বধূ এবং যজ্ঞভূমি হইতে সমুৎপন্না সীতাদেবীকে রামচন্দ্র পুনরায় গ্রহণ করুন এ বিষয়ে আপনাদের মত কি?।

লক্ষ্মণ। আর্য্যা অরুন্ধতীকর্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত প্রজাগণ এবং সমস্ত প্রাণিগণ, আর্য্যা সীতাকে নমস্কার করিতেছেন এবং দিক্‌পালগণও সপ্তর্ষিগণ, পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা আরাধনা করিতেছেন।

অরুন্ধতী। জগদীশ্বর! রামচন্দ্র!

হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তির পবিত্র প্রকৃতি সহধর্ম্মিণী প্রিয়তমা সীতাকে তুমি পুণ্যাহনামক যজ্ঞে নিযুক্ত কর ॥ ১৯ ॥

সীতা। (স্বগত) আর্য্যপুত্র, সীতার দুঃখ মার্জন করিতে জানেন।

রাম। ভগবতী যেমন আদেশ করেন।

লক্ষ্মণ। কৃতার্থ হইলাম।

সীতা। বাঁচিলাম।

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! নির্লজ্জ লক্ষ্মণ এই প্রণাম করিতেছে।

সীতা। বৎস! তুমি এইরূপ হইয়াও চিরজীবী হও।

অরুন্ধতী। ভগবন্! বাল্মীকি! সীতার গর্ভসম্ভূত রামভদ্রের পুত্র এই কুশ ও লবকে আনয়ন করুন। (এই বলিয়া চলিয়া গেলেন)

রাম ও লক্ষ্মণ। ভাগ্যবশতঃ তাহা সেই রূপই হইল।

সীতা। (অশ্রু ও অভিপ্রায়ের সহিত) আমার সেই পুত্র দুইটী কোথায়?।

তদনন্তর বাল্মীকি, কুশ ও লবের প্রবেশ।

বাল্মীকি। বৎস কুশ! বৎস লব! এই রঘুনাথ তোমাদের পিতা, লক্ষ্মণ কনিষ্ঠতাত, সীতাদেবী জননী এবং এই রাজর্ষি জনক তোমাদের মাতামহ।

সীতা। (আনন্দ, শোক ও বিস্ময়ের সহিত দেখিয়া) পিতা!।

কুশ ও লব। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা মাতামহ!।

রাম। (আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়া) বৎসদ্বয়! পুণ্যবশতই তোমাদিগকে পাইলাম।

সীতা। আয় বৎস কুশ! আয় বৎস লব! জন্মান্তর হইতে আগতার ন্যায় জননীকে দীর্ঘকাল যাবৎ আলিঙ্গন কর।

কুশ ও লব। (তাহাই করিয়া) আমরা ধন্য হইলাম।

বাল্মীকি। বৎস! চিরকাল এই রকমই থাক।

সীতা। ওমা! পিতা, কুলগুরু, শ্বশ্রূগণ, ভর্ত্তার সহিত আর্য্যা শান্তাদেবী, লক্ষ্মণের সহিত সুপ্রসন্ন আর্য্যপুত্র এবং কুশ ও লব; ইহাদিগকে একদাই দেখিতেছি; তা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছি।

নেপথ্যে কোলাহল।

বাল্মীকি। (উঠিয়া দেখিয়া) লবণাসুরকে বধ করিয়া, মথুরাধিপতি শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণ। মঙ্গল, অনুষঙ্গের (মঙ্গলান্তরের) সহিতই উপস্থিত হয়।

রাম। এই সকল প্রত্যক্ষ করতও বিশ্বাস করিতেছি না। অথবা অভ্যুদয়ের এই স্বভাব।

বাল্মীকি। রামভদ্র! বল আর তোমার প্রীতিকর কি কার্য্য করিব?।

রাম। ইহার পর ও, প্রিয় বস্তু আছে বটে। তথাপি ইহা হউক। মাতার ন্যায় এবং গঙ্গার ন্যায় জগতের মঙ্গলজনক অথচ মনোহর এই প্রসিদ্ধ উপাখ্যান, পাপ হইতে পবিত্র করুক এবং মঙ্গল বৃদ্ধি করুক। আর পণ্ডিতগণ, শব্দব্রহ্মজ্ঞ এবং পরিপক্কবুদ্ধি কবি বাল্মীকির (ভবভূতির) অভিনয়োপযোগী এই প্রসিদ্ধ বাক্যাবলীকে অভিনয় দ্বারা সম্মানিত করুন॥ ২০॥

(এই বলিয়া সকলে চলিয়া গেলেন)

———:*:———

সম্মেলননামে সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত।

———:•:———

সম্পূর্ণ।